“যাকে এতদিন বড় ভাই বলে মেনেছি, ভাইয়ের চোখে দেখেছি তাকে বিয়ে? কিছুতেই না। কিছুতেই তাসফি ভাই’কে আমি বিয়ে করতে পারবো না।”

বেশ জোরেই কথাটা বলতেই নিশ্চুপ হয়ে গেলো সবাই, সহসায় কোন বাক্য ফিরে এলো না। এতে যেন কিছুটা সাহস সঞ্চয় হলো রুপার। মাথা উঁচিয়ে চোখ তুলে তাকালো তার বড় বাবার দিকে। উদ্যোগ নিলো কিছু বলার জন্য। তার আগেই রূপার বড় বাবা বলে উঠলো,“বিয়ের পর সব ঠিক হয়ে যাবে, দেখিস।”

“কিচ্ছু ঠিক হবে না বড় বাবাই, উনি আমার ভাই.... আমি কি করে ওনাকে অন্য নজরে দেখবো?”

“তোর রামিসা ফুপিও তো চাচাতো ভাইকে বিয়ে করেছে, তাছাড়া তোর দাদী— আব্বা আর মাও মামাতো ফুপাতো ভাইবোন ছিলো।”“রামিসা ফুপি আর চাচ্চু তো একে অপরকে জানতো, চিনতো, একটা সম্পর্কে ছিলো তাদের মাঝে। আর দাদী? সে তো অনেক আগেকার আমলের ছিলো। আর তাসফি ভাইয়া তো..... না না! বড় বাবাই, আমি কিছুতেই ওনাকে বিয়ে করতে পারবো না.....”

“কেন রে মা? আমার ছেলেটা কি খুব’ই খারাপ?”হঠাৎ ফুপির কথায় চুপ করে গেলো রূপা, মাথা ঘুরিয়ে সেদিকে তাকালো। এগিয়ে এলো রূপার ফুপি। তার পাশে বসে মাথায় হাত রাখলো। ফুপির দিকে একবার তাকিয়ে মাথা নিচু করে নিলো রূপা। মাথা ঝাঁকিয়ে ফুপির কথার জবাব দিলো। হালকা হাসলো তার ফুপি। মাথা থেকে হাতটা সরিয়ে রূপার হাতটা চেপে ধরলো। বলে উঠলো,

“তাহলে? ভয় পাচ্ছিস কেন?”

“ভয় পাচ্ছি না ফুপি। কিন্তু ওনাকে তে..... ”

“এ-কি? তুই কোথায় যাচ্ছিস তাসফি?”রূপার ফুপি হঠাৎ বলতেই থেমে গেল সে। মাথা

উঁচিয়ে তাকালো। হ্যাঁ! যাকে উদ্দেশ্য করে ফুপি কথাটা বলেছে, সেই মানুষ'টাই দাঁড়িয়ে আছে। দাঁড়িয়ে আছে বললে ভুল হবে, দাঁড় করিয়ে রেখেছে। চোখ মুখে ছেয়ে আছে এক রাশ বিরক্তি। এক নজর দেখলেই বোঝা যাচ্ছে, এই মানুষটা এক মুহুর্তও এখানে থাকতে রাজি নয়।

এক নজর তাকিয়ে আবারও মাথা নিচু করে নিলো রূপা। মুহুর্তেই ভরাট কণ্ঠে গম্ভীর গলায় ভেসে আসলো।

"ঢাকা যাচ্ছি আমি।""ঢাকা যাচ্ছিস মানে? কালকে এতবড় একটা অনুষ্ঠান, আর তুই বলছিস ঢাকা যাচ্ছিস?"

“হ্যাঁ! যাচ্ছি মা। তোমরা যা শুরু করেছো, এ’ অবস্থায় কিছুতেই এখানে থাকা সম্ভব নয় আমার।”

“এটা কেমন কথা তাসফি? নিজের দ্বায়িত্ব ফেলে এভাবে চলে যাবি?”

“যেতে হচ্ছে, তোমাদের কথার তাড়নায় টিকতে না পেরে চলে যেতে হচ্ছে আমাকে।”বলেই জোরে করে শ্বাস টেনে নিলো তাসফি। সেকেন্ডের মতো সময় নিয়ে আবারও বললো,

“আর হ্যাঁ! আমার দ্বায়িত্ব কে ফেলে রেখে যাচ্ছি না আমি। রাহাত, সাহিল, সাগর কে সব বুঝিয়ে দিয়েছি।”

“কিন্তু তুই চলে গেলে আমি সবটা সামলাতে পারবো না বাবা।”

“আমি ওদের কে.....”

“তোর মতো ওদের প্রতি সেই ভরসা'টা পাই না বাবা।”প্রতিত্তোরে কিছু বলতে পারলো না তাসফি, হয়তো বড় মামার কথায় একটু ইমোশনাল হয়ে গেল। মায়ের দিকে তাকাতেই, তিনিও করুন চোখে মুখে যেতে বারণ করলো। বড়দের কথার আর উপেক্ষা করতে পারলো না তাসফি। মায়ের থেকে চোখ ফিরিয়ে বসে থাকা রূপার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলো। মেয়েটা মাথা নিচু করে তাকিয়ে আছে। চোখে মুখে মলিনতায় ফুটে

আছে, ভেবে চলেছে কিছু একটা।
আগামীকালের কথা ভাবতেই তাসফির হঠাৎ মায়া হলো রূপার প্রতি। ইস্! মেয়েটা কত কিছুই না সহ্য করেছে এই বয়সে, এখন আবার বিয়ে নামক প্যারায় আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে গেছে ঠিক তার মতোই। রূপার মতো সে নিজেও তো এই বিয়েটা করতে চায় না, বোনের পরিচয় দিয়ে আসা মেয়েটাকে জড়াতে চায় না নিজের সাথে।
তাসফির করা ভাবনাগুলো থেমে যেতেই চোখ গুলো সামলে নিলো তাসফি। মাথা ঘুরিয়ে আবারও মায়ের দিকে তাকালো। তারপর বড় মামাকে উদ্দেশ্য করে রাশভারী কণ্ঠে বলে

উঠলো,“ঠিকাছে মামা, থাকছি আমি। তবে হ্যাঁ! বিয়ে বিষয়ক কোন কথা যেন আমার কানে না আসে।”
সায় দিলো বড় মামা, কিছু বলবেন না বলে আশস্তও করলেন। কিছুটা হলেও যেন স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়লো তাসফি। চোখ ফিরিয়ে আবারও তাকালো রূপার দিকে। এবার তার দিকেই তাকিয়েছে মেয়েটা। কিছুটা হলেও যেন চোখে মুখে স্বস্তির রেশ মিলেছে।আর দাঁড়ালো না তাসফি। নিজের ব্যাগটা কাঁধে নিয়েই চলে গেল রুমে। রূপাও আর বসে রইলো না। উঠে দাঁড়িয়ে সেও প্রস্থান করলো সেখান থেকে। বসার রুমের উপস্থিত সবাই

সেখানেই রইলো, একে অপরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে হতাশার নিশ্বাস ছাড়লো তবে স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়তে পারলো না কেউ-ই। ছেলে মেয়ে দু'টো কে একসাথে বেঁধে দিতে পারলেই যেন সকলের স্বস্তি, তৃপ্তি।“আমি কিছুতেই পারবো না রিফাপু। যে মানুষটার সাথে ঠিক ভাবে কথাও বলি না, সে মানুষটাকে নিজের জীবনের সাথে কিভাবে জড়াবো? তাছাড়া উনিও এই বিয়ে করতে চান না। তুমি আমাকে নয়, বাড়ির বাকিদের বোঝাও।”

“তাসফি ভাইয়ার সাথে তো তোর বেশ কথা কথা হয়, সম্পর্ক'টাও কত ভালো, ভাইয়াও

তোর কত কেয়ার করে, খেয়াল রাখে, তাহলে স্বাভাবিক হতে পারবি না কেন?”“নাআআ! পারবো না। গত দু’বছরেই কিছু টুকটাক কথা হতো ভাইয়ার সাথে, আর সেটাও ভাই বোনের চেয়ে বেশি কিছু’ই নয়।”

বলেই সামান্য ক্ষণের জন্য চুপ করে গেল রূপা। তাকালো সামনে থাকা রিফার দিকে। জোরে শ্বাস টেনে আবারও বলে উঠলো,“ছোট থেকে ওনাকে বড় ভাই বলে মেনেছি, সম্মান দিয়েছি, তার সাথেই সারাটা জীবন কাটাতে বলছো তোমরা? কিভাবে পারবো আমি রিফাপু? আমার কাছে এতটাও সহজ নয় বিষয়টা।”

সহসায় কোন উত্তর দিতে পারলো না রিফা, চুপ করে তাকিয়ে রইলো রূপার পানে। এদিকে মুহুর্তেই যেন অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠলো রূপার চোখ দুটো। তাসফি কে বড় ভাই বলেই মেনে এসেছে সে। প্রতিটা জায়গায় সেভাবেই পরিচিত হয়ে এসেছে, বাকিদের মতো তাসফির সাথে তেমন কথা না বললেও বড় ভাইয়ের সম্মান'টা যথেষ্ট দিয়েছে। বাকিদের মতো তাসফির সাথে কোন কালেই সুসম্পর্ক ছিলো না রূপার। সুসম্পর্ক বলতে, বাকি কাজিনদের মতো কথা হতো না তাদের, হৈচৈ করে আড্ডা দেওয়া হতো না। কোন অনুষ্ঠানে বা একসাথে হলে তবেই যেন ভালো

খারাপ জিজ্ঞেস করা হতো শুধু। কাজিন মহলে বাইরে কোথাও গেলে বাকি সবার মতো তাকেও নজরে নজরে রাখতো, দ্বায়িত্ব পালন করতো বড় ভাইয়ের। ব্যাস! এতটুকুই।বরাবরের মতোই শান্ত প্রকৃতির মেয়ে রূপা, সেই সাথে তার বেড়ে ওঠা গ্রামে। কৈশোরে শহরের গন্ডীতে পা রাখলেও শৈশবের পুরোটাই কেটেছে গ্রামে। নানান বাঁধা বিধিনিষেধের মাধ্যমেই তার বেড়ে ওঠা, সেই সাথে মায়ের করা শাসন। পরিবারের আদরের ছোট মেয়ে হলেও শাসন'টাও ভালোবাসার মতোই পেত সে। কাজিন মহলের আড্ডায় মেতে উঠলেও উশৃঙ্খল

ছিলো না কোন কালেই।বাকিদের সাথে হাসি, মজায় মেতে থাকলেও তাসফির সাথে তার বিন্দু পরিমাণও ছিলো না। সবসময় পড়াশোনার মাঝেই ডুবে থাকতো তাসফি, গ্রামেও খুব কম আসা হতো। কথাবার্তা তেও গম্ভীর ভাবটা ফুটে উঠতো রূপার কাছে, সেই সাথে বড় ভাই মেনেই যেন চুপ করে যেত। তাদের মাঝে কথা হতো না বললেই চলে। কিন্তু এর পরিবর্তন আসে গত দুই বছরে। রূপার প্রতি একটু আলাদা নজর রাখতে শুরু করে তাসফি, আগের তুলনায় একটু বেশি'ই যেন কথা বলতো তাসফি, সাথে থাকে তাসফির এক্সট্রা কেয়ার। আর সেটাও হয়

রূপার জীবনের এক অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনাকে কেন্দ্র করে।তাসফি ভাইকে নিজের জীবনের সাথে জড়িয়ে, সারাটা জীবন একসাথে কাটানোর কথাটা যেন ভাবতেই পারছে না রূপা। তাছাড়া তাসফিও তো এই বিয়ে করতে চায় না। সমস্ত ভাবনা গুলো জেঁকে ধরতেই মাথা ধরে এলো রূপার। ধীরে সেই মাথা ব্যাথা বাড়লো বৈঠকি কমলো না। রিফাকে আর কিছু বলার সুযোগ দিলো না রূপা। রিফাকে ছোট করে বললো,

“আমি এক্টু ঘুমাবো রিফাপু!”বলেই বিছানায় গিয়ে গা এলিয়ে দিলো। সকালে হুট করেই তাসফির সাথে তার বিয়ের কথা ওঠার পর

থেকেই মাথা ব্যাথা শুরু হয়েছে। অতিরিক্ত চিন্তার ফল। তারপর সারাদিন সেই একই কথা শুনতে হচ্ছে তাকে। তাসফির চলে যাবার কথা শোনার পর থেমে গিয়েছিলো তাদের বিয়ে বিষয়ক কথা গুলো, কিন্তু সেটা শুধুই তাসফির সামনে। রূপার কাছে ঠিকই মানানোর চেষ্টা করে চলেছে সবাই। এই তো, এখন রূপার চাচাতো বোন রিফা তাকে মানানোর চেষ্টায় আছে। পরিবারের সবার ধারণা একবার রূপা হ্যাঁ বললেই তাসফিও রাজি হয়ে যাবে এই বিয়েতে।কিন্তু না.... এই বিয়েটা করতে পারবে না রূপা, তাসফি ভাইয়ের সাথে তাকে কথা বলতেই হবে এই

বিষয়ে। কথাগুলো ভাবতে ভাবতেই চোখ দু'টো বন্ধ করে নিলো রূপা। এতে যদি মাথা ব্যাথার এই তীব্র যন্ত্রণার উপসংহার ঘটে।ঘন্টা খানিকের মতো চোখ বন্ধ করে, বালিশে মুখ গুঁজে পড়ে থাকলেও সেই মাথা ব্যাথার উপসংহার হলো না, আর না ধরা দিলো চোখে ঘুমের রেশ। পাশে তাকিয়ে দেখলো ঘুমিয়ে আছে রিফা। বালিশে ঘাপটি মে'রে শুয়ে থাকলেও রিফা যে অনেক আগেই শুয়ে পড়ছে, খুব ভালো ভাবেই বুঝতে পেরেছে সে। তবে রাত ঠিক কতটা, তা বুঝতে পারলো না।তীব্র মাথা ব্যাথায় আর শুয়েও থাকতে পারলো রূপা। বিছানা ছেড়ে উঠে

দাঁড়ালো। এক কাপ কড়া লিকারের আদা চা, আর পেটে কিছু পড়লেই এই মাথা ব্যাথার উপসংহার ঘটবে যেন। বিছানা ছেড়ে নেমে রুম ছেড়ে বেড়িয়ে এলো। বিশাল এই বাড়ির মাঝে মাঝে আলো জ্বলছে। ভয় পাবার কথা থাকলেও মোটেও ভয় পেল না রূপা। ষোলো বসন্ত পেরিয়েছে তার এই বাড়িতে, ছোট থেকে বড় হয়েছে, ভয় না পাওয়াটাই তো স্বাভাবিক।গ্রামের বিশাল এই বাড়ি তার দাদাদের আমলের। যৌথ পরিবার হওয়ায় সবাই একসাথে এই বাড়িতে'ই কাটিয়েছে। সময়, স্থান, কালে এখন যে যার মতো বসতি স্থাপন করে ছেড়ে গেছে এই বাড়িটা। তবুও

আসা হয় এখানে, একসাথে প্রতিটা অনুষ্ঠানে কাটাতে হয়। বাড়িটা বেশ পুরানো হলেও সময়ের প্রেক্ষিতে আধুনিকতায় ছেয়ে গেছে। দোতালা বাড়ির দো'তালায় সোজা বারান্দায় কোনাকুনি ভাবে রুমগুলো। একপাশে সিঁড়ি। নিচেও বেশ কয়েকটা রুম। সিঁড়ি ঘরের সামনেই সোজাসুজি ভাবে রান্নাঘর। রান্নাঘরের পুরোটাই দেখা যায় সিঁড়িঘর থেকে।সিঁড়ির নিচ ধাপে এসে দাঁড়াতেই রান্নাঘর চোখে পড়লো রূপার। জিরো বাল্ব জ্বলছে রান্নাঘরে। আলোটা একটু বেশি হওয়ায় সবকিছুই স্পষ্ট ভাবেই তার নজরে আসছে যেন। আর বড় লাইট'টা জ্বালালো না

রূপা। রান্নাঘরে ঢুকে চুলায় চায়ের জন্য গরম পানি বসিয়ে দিলো। পানিটা গরম হতে হতে ফ্রিজ খুলে এক টুকরো কেক নিয়ে মুখে পুরে দিলো সে। সকালের পর দুপুরে ও রাতে খাওয়া হয় নি তার। ইচ্ছে করেই কিছু খায় নি। সবার প্রতি যেন অভিমানে সিক্ত হয়ে উঠেছে তার মন।চা টা প্রায় হয়েই এসেছে। এখন আদা দিয়েই নামিয়ে নিবে। কিন্তু সেটাই তো নিয়ে আসা হয় নি। আদা 'টা নেবার জন্য পিছন ফিরে এলো রূপা। হঠাৎ সিঁড়ি ঘরে এক ছায়ামূর্তি তার নজরে এলো। মনের ভুল ভেবে ভাবনাটা ঝেড়ে ফেললো মাথা হতে। কিন্তু না, পায়ের ধাপ ফেলতেই

আবারও দেখতে পেল সেই ছায়ামূর্তি, মুহুর্তেই সেটা গায়েবও হয়ে গেল। কয়েক সেকেন্ডের মতো সময় নিয়ে আবারও দেখতে পেল সেই ছায়ামূর্তি।তার দিকেই যেন এগিয়ে আসছে। সিঁড়ি ঘরে কোন আলো না থাকায় চেহারা দেখতে পেল না, কিন্তু স্পষ্ট বুঝতে পারলো। কিঞ্চিৎ ভয় পেল রূপা, শুঁকনো একটা ঢোক গিললো, তৎক্ষনাৎ একটু পিছিয়ে গেল। ধীর কণ্ঠে 'ওখানে কে, কে?' বলে উঠলো, কিন্তু ফিরতি কোন আওয়াজ এলো না। আরও একটুখানি পিছিয়ে এলো রূপা। ততক্ষণে তার গায়ের ওড়নার কোণা জ্বলন্ত চুলার উপরে পড়েছে, সেটা যেন বুঝতেই পারলো না।

যতক্ষণে বুঝতে পারলো ততক্ষণে বেশ দেরি হয়ে গেল।ওড়নায় আ'গুন লাগা দেখে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেললো রূপা, হাত লেগে চায়ের পাতিল 'টাও ঝনঝন শব্দে মেঝেতে পড়ে গড়াগড়ি খেতে লাগলো। গরম চা রূপার শরীরের বিভিন্ন জায়গায় দখল করে নিলো মুহুর্তেই। মৃদু আর্তনাদে চিৎকার করে উঠলো রূপা, সাথে হাউমাউ করে কেঁদে উঠলো।কেউ একজন রান্নাঘরে ছুটে এলো মুহুর্তেই। রূপার গায়ের ওড়না'টা একটানে সরিয়ে নিচে ফেলে দিলো। অপর হাতে কাছে টেনে নিলো রূপা'কে, মেঝেতে ফেলে দেওয়া ওড়না'টা পা দিয়ে সমানে বারি দিতে

লাগলো।উঠনের বারান্দায় হেঁটে হেঁটে মোবাইলে কথা বলছিলো তাসফি। পালন করছিলো তাকে দেওয়া বড় মামার দ্বায়িত্বগুলো। কালকের দিনটা ভালোভাবে কে'টে গেলেই যেন বাঁচে, তারপর সোজা ঢাকা চলে যাবে।ফোনে কথা বলা শেষ করে উপরেই যাচ্ছিলো তাসফি। সিঁড়ি দ্বিতীয় ধাপ ফেলতেই রান্নাঘর থেকে চিংকার ভেসে উঠে। সোজা তাকাতেই দেখতে পায় আ'গুনের শিখা, সাথে স্পষ্ট হয় রূপার চেহারা। সময় ব্যায় করে না তাসফি, ছুটে আসে রান্নাঘরে। রূপার গায়ের ওড়নাটা ফেলে দিয়েই তাকে একহাতে কাছে টেনে নেয়, পা দিয়ে আ'গুন

নেভানোর চেষ্টা করে পাশে থেকে জগ নিয়ে পানি ঢেলে দেয় আ'গুণ লাগা ওড়না 'টায়, নিভে যায় আ'গুন। তাসফি তাকায় রূপার দিকে। উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠে,"রূপা! এ্যাই রূপা, ঠিক আছো তো তুমি? লাগেনি তো কোথায়? এ্যাই মেয়ে.....!"

কোন জবাব এলো না রূপার থেকে। মেয়েটা ভয়ে গুটিয়ে আছে তাসফির বুকের অতি নিকটে, দু'হাতে তার হাতের বাহু খামচে ধরে দাঁড়িয়ে আছে, কেঁপে কেঁপে উঠছে, হেঁচকি তুলে কেঁদে চলেছে। পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকাটাও যেন দায় হয়ে পড়েছে মেয়েটার জন্য। তাসফি বুঝতে পারলো রূপার

পরিস্থিতি।তাকে নিয়ে আর দাঁড়াতে চাইলো না সেখানে। এক হাতে রূপার কোমর জড়িয়ে ধরলো তাসফি। রূপাও তাসফির বুকের সাথে আরও গুটিয়ে নিলো নিজেকে, ভর ছেড়ে দিলো তাসফির বুকে, ফুঁপিয়ে কেঁদে গেল। মুহুর্তেই নিজের স্তম্ভিত হারিয়ে ফেললো যেন তাসফি, টিপটিপ শব্দের প্রতিধ্বনিতে দানা বেঁধে নিলে তার বুকে। কি হচ্ছে তার সাথে? কেন হচ্ছে তার অদ্ভুত অনুভূতি? কোন কিছুই যেন তার মস্তিষ্কে ধরা দিলো না, শুধু মনটায় যেন দগ্ধ হতে লাগলো।কিছুই যেন ভাবতে পারলো না সে। একটা নারীকে প্রথম বারের মতো এতটা কাছে পাওয়ার জন্য'ই কি এই

অদ্ভুত অনুভূতির সাথে পরিচয় তার? কিছু বুঝতে পারলো না তাসফি, আর না কিছু ভাবতে পারলো। জোরে জোরে শ্বাস টেনে নিজেকে যথাসম্ভব সামলানোর চেষ্টা করলো, মুহুর্তেই যেন সফলও হলো। রূপার ভর'টা নিজের উপর নিয়ে বেড়িয়ে এলো তাসফি রান্নাঘর ছেড়ে।ভীষণ ভয় পেয়ে গেছে রূপা। ভয়ের তাড়নায় কেঁপে কেঁপে উঠছে শুধু, কেঁদে চলছে সমানে। ছাড়ে নি তাসফির হাত, গায়ের সর্বচ্চ শক্তিতে এখনো দু'হাতে তার হাত খামচে ধরে আছে। মাথা ঠেকে আছে তাসফির বুকের সাথে। অন্য সময়টাতে কখনোই তাসফির এতটা কাছে আসতো না

রূপা, নিজেকে তাসফির থেকে যতটা সম্ভব দূরে দূরেই রাখে।কিন্তু এই মুহুর্তে যেন আশেপাশের কোন ধারণায় নেই তার মস্তিষ্কে, শুধু আছে বিশ্বাসযোগ্য কেউ একজন। যার হাত খা'মচে ধরে বুকে মাথা ঠেকিয়ে বসে আছে, কেঁদে চলছে। মানুষটাকে দেখার ইয়ত্তাও যেন করলো না রূপা, আর না প্রয়োজন করলো।রান্নাঘরের পাশেই খাবার ঘর, তারপরই বসার ঘর। রূপাকে নিয়ে সেখানেই চলে এসেছে তাসফি, সোফায় বসে বার দুয়েক জিজ্ঞেসও করেছে, কোথায় লেগেছে? শান্ত হতে। কিন্তু আগের মতোই তার জবাব মিলে নি। হয়তো তাসফির

কথাগুলো তার কর্ণপাত হলেও মস্তিষ্কে ধারণ করতে পারে নি। হতাশার নিশ্বাস ছাড়লো তাসফি। এক হাতে রূপার মাথা প্রায় টেনেই উঠিয়ে নিলো, গালে এক হাত রেখে আদুরে গলায় বললো,"এ্যাই! মেয়ে, কোথায় লেগেছে? বলো আমাকে।"

এবার কান্নার দমক কিছুটা কমে এলো রূপার, হুস এলো মুহুর্তেই। বুঝতে পারলো সে, তাসফি তার অতি নিকটে, খুব কাছে। যতটা কাছে সে কল্পনাও করে নি তাসফি কে। তড়িৎ গতিতে সরে এলো তাসফির থেকে, গরম চা পড়া শরীরের বিভিন্ন অংশে কিঞ্চিৎ ব্যাথা পেতেই মৃদু আর্তনাদ বেড়িয়ে

এলো মুখ ফুটে। উত্তেজিত হয়ে উঠলো তাসফি, এগিয়ে এলো রূপার কাছে। বলতে লাগলো,“দেখি দেখাও আমাকে, কোথায় লেগেছে? পুড়েছে কোথাও? কোথায় ব্যাথা করছে..... ”

কথার মাঝেই থেমে গেল তাসফি, তার নজর পড়লো রূপার পায়ের দিকে। ডান পায়ের পাতায় পুরোটায় লাল হয়ে আছে। টকটকে লালচে ঝলসানো টাইপ হয়ে আছে পা’টা। পায়ের অবস্থার গতিবেগ দেখে কিছুটা আঁতকে’ই উঠলো যেন তাসফি।

“এ-কি.... এটা কিভাবে হলো? এতটা পুড়ে গেল কিভাবে?”বলেই রূপার থেকে সরে এসে

নিচু হয়ে পায়ে হাত দিলো তাসফি, সাথে সাথে ব্যাথায় আর্তনাদ করে উঠলো রূপা। আগের চেয়েও বেশ শব্দ করে যেন কান্না করে দিলো। ব্যাথায় নিজের ভারসাম্য রাখতে না পেরে একহাতে তাসফি কাঁধে চেপে ধরলো, খামচে ধরলো কাঁধের টি-শার্টের অংশ।"কে এত রাতে চেঁচিয়ে উঠলো? তাসফি! রূপা, এত রাতে তোরা এখানে? হয়েছে টা কি..... "

বসার ঘরের দরজার সম্মুখে দাঁড়িয়ে বলে উঠলো রূপার বড়মা। ঘরে ঢুকেই তাসফি কে ঝুঁকে রূপার পা ধরে বসে এবং রূপাকে

কান্নারত অবস্থায় দেখে নিলো। কথার মাঝেই চুপ হয়ে গেলেন তিনি।
পাশেই তার রুম ও ঘুম'টা হালকা হওয়ায় রূপার করা চিৎকার সহসায় কানে যায় ওনার। ঘুমের ঘোরে ভুল কিছু শুনেছে ভেবে আর ভাবনায় নেয় না বিষয়'টা। কিন্তু দ্বিতীয়বার যখন স্পষ্ট শুনতে পেল আবার সেই আওয়াজ আর দেরি করলেন না তিনি। ছুটে এলেন এগিয়ে।তাদের দু'জনকে এমতবস্থায় দেখে এগিয়ে এসে তাসফির পাশে দাঁড়ালেন। জিজ্ঞাসা করলেন,
"তাসফি! কি হয়ছে রূপার? এত রাতে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো কেন?"

“বলছি মামী, আগে বরফ নিয়ে আসো তাড়াতাড়ি। ওর পা অনেকখানি পুড়ে গেছে।”

“সে কি? কি করে পুড়লো?”

“তুমি বরফ’টা আগে নিয়ে এসো, প্লিজ! ওর পায়ে লাগাতে হবে।”আর বাক্য ব্যায় করলো না তাসফির বড় মামী ও রূপার বড়মা। ছুটে গেলেন বসার ঘর ছেড়ে রান্নাঘরের দিকে, খুব অল্প সময় নিয়ে আবার ফিলেও এলেন। বরফ কুঁচি গুলো তাসফির হাতে দিতেই তা হাতে নিয়ে সোফায় থাকা একটা কাপড়ের সাথে পেচিয়ে নিলো, তারপর ঘোষতে লাগলো রূপার পায়ে। পোড়া জায়গায় ঠান্ডা কিছু পেয়ে যেন জ্বালাপোড়া হতে লাগলো।

আবারও চেঁচিয়ে উঠলো রূপা, পা ঝাঁকিয়ে বরফ ঘোষতে বারণ করলো তাসফি কে। রূপর কথাগুলো কানে নিলো না তাসফি, নিজের কাজ চালিয়ে যেতে লাগলো। রূপার বড়মা রূপার কাছে বসলেন, গালে পিছে হাত নাড়িয়ে শান্ত হতে বললেন। বরফ দিলে আরাম লাগবে সেটাও বোঝানেন। কিন্তু তার কোন কিছুই যেন রূপার কানে গেল না। যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগলো, ঠান্ডা ছোঁয়ার অনুভব হতেই আরও শিরশির করতে লাগলো, যন্ত্রণা তীব্র হতে লাগলো। বড়মা কে জড়িয়ে ধরলো রূপা, বুকে মুখ গুঁজে কাঁদতে থাকলো। রূপাকে সান্ত্বনা দিয়ে তাসফি কে

উদ্দেশ্য করে বলে উঠলেন,“কিভাবে এমনটা হলো রে তাসফি? রান্নাঘরে দেখলাম চায়ের পাতিল সহ গরম চা পড়ে আছে মেঝেতে।”

“গরম চা পড়েছে? আমি তো ভাবলাম আ’গুন..... ”

“আ’গুন? আ’গুন কোথা থেকে আসলো?”হতাশার নিশ্বাস ছাড়লো তাসফি। তারপর সবটা বলতে লাগলো মামীকে। তাদের কথা শেষ হতেই বসার ঘরে এলেন তাসফির মা রেহেনা পারভিন। মূলত এত রাতে আলো জ্বলতে দেখেই তিনি বসার ঘরে ঢুকেছেন। তাদের কে একসাথে এত রাতে বসার ঘরে দেখে ভেতরে এলেন। কিছু

জিজ্ঞেস করার আগেই রূপাকে কান্নারত অবস্থায় দেখে অবাক হলেন।উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলেন, 'কি হয়েছে?' মায়ের দিকে তাকালো তাসফি। বিরক্ত হয়ে ওনাকেও সবটা খুলে বললো। আদরের ভাতিজির এমতবস্থায় ব্যাপক উত্তেজিত হয়ে উঠলেন রেহেনা। মেয়েটাকে এগিয়ে নিয়ে জড়িয়ে ধরলেন। নিজেও কান্না কান্না ভাব করে হায়! হায়! করতে লাগলো মেয়েটার জন্য।মায়ের এমন কান্ডে ব্যাপক বিরক্ত হয়ে উঠলো তাসফি। বড় মামী কে যেন তেন বলে সামলে নিলেও তার মা'কে বুঝ দেওয়া যে ঠিক কতটা কঠিন, তা শুধু তাসফি নিজেই জানে।

আর এটা তো তার মায়ের আদরের ভাতিজি। মেয়েটাও ফুপির আল্লাদে আটখানা। একটু আল্লাদ পেয়ে যেন আরও আবেগি হয়ে উঠেছে।রূপাকে কি না বললেও মা'কে প্রায় ধমকে'ই চুপ করিয়ে দিলো তাসফি। সকালে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবে বলে আসস্থ করলো। বড়মাও থামতে বললো, হু হা করে থেমে গেল রেহেনা। রূপাকেও শান্ত হতে বললো। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে থেমে গেল রূপা। কিছুটা সময় অতিক্রম হতেই ধীরে ধীরে জ্বালাপোড়া কমে এলো, তাসফিও থেমে গেল। রুমে গিয়ে ঘুমাতে বললো রূপাকে। বড়মা ও রূপার ফুপি মিলে নিয়ে যেতে

লাগলো রুমে।সিঁড়ি দিয়ে উঠতে না পারায় রেহেনার রুমেই থাকতে হলো। সবাইকে আবারও আসস্থ করলো তাসফি, ব্যাথার ওষুধ খেয়ে ঘুমাতে বললো। মা, মামীকে বলে রুম ছেড়ে বেড়িয়ে আসার আগে একবার তাকালো রূপার দিকে। এতটুকু সময়েই চোখ মুখ শুকিয়ে গেছে মেয়েটার, কান্নার দাপটে হলুদ ফর্সা মুখটা লালচে ধারণ করেছে। খুব সময় তাকিয়ে থাকতে পারলো না তাসফি।অজানা এক মায়ায় আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরতে চাইলে যেন। মনে হতে লাগলো কিছুক্ষণ আগে রূপার এতটা কাছে আসা, তার বুকে মাথা রাখা। সুপ্ত নিশ্বাস ছাড়লো তাসফি, নিজেকে

শান্ত করার প্রয়াস চালালো। রুম ছেড়ে বেরিয়ে যেতে যেতে মনে মনে বলে উঠলো, “উফ্! তাসফি, কি হচ্ছে তোর সাথে এগুলো? সময় থাকতেই সামলে নে নিজেকে।”দুপুর গড়িয়ে বিকেল হওয়ার আগ মুহুর্ত। বাইরে কত কত মানুষের নানার হৈ চৈ, কথাবার্তা, দোতলার ঘরেও যেন তা স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। বিছানায় আধশোয়া হয়ে খাটোর সাথে হেলান দিয়ে বসে আছে রূপা, চোখ দুটো বন্ধ। বাইরের হৈ চৈ গুলো কানে আসলেও ভেবে চলেছে গতকাল থেকে তার সাথে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো। ভাবনার অর্ধেকই জুড়ে রয়েছে তাসফি। ভাবতে চায় না সে ওই মানুষ’টাকে,

তবুও যেন তার ভাবনায় আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রেখেছে।কিছুক্ষণ আগেই রূপার বড়মা রুম ছেড়েছে। খাওয়াতে এসেছিলো তাকে। জোর করেও কিছু খাওয়াতে পারে নি। একটুও কিছু মুখে তুলে নি, আজকের এই দিনে মোটেও খেতে ইচ্ছে করে নি। খাওয়াতে না পারলেও বড়মা বুঝিয়ে গেছে রূপা কে। আর সেটা অবশ্যই তাসফির বিষয়ে। তাসফি কে বিয়ে করলে সে যে কতটা ভালো থাকবে এটাই বুঝিয়েছে। এত কেয়ার, এত যত্ন, এত ভালোবাসা আর কোথাও পাবে না সে। গতরাত থেকে রূপার প্রতি তাসফির এত এত করা কেয়ার, যত্নের কথায় বুঝিয়ে

গেছেন বড়মা।রূপা নিজেও যেন তাসফির ব্যবহারে কিঞ্চিৎ অবাক। সেই মানুষ'টা তাকে ভাবনায় রাখছে এটা ভেবেই সে অবাক। এত এত কাজের চাপেও সকালে নিজ দ্বায়িত্বে রূপাকে ও তার ফুপিকে সাথে নিয়ে হসপিটালে যায় তাসফি। পো'ড়া ক্ষ'ত খুব একটা গভীর না হলেও ড্রেসিং করিয়ে ব্যান্ডেজ করে নিয়ে আসে, সাথে ওষুধ গুলোও নিজ দায়িত্বে কিনে নিয়ে আসে। বাড়ি আসর পর ওষুধ গুলো বুঝিয়ে টাইমলি খেতেও বলে।সেই সাথে রূপার প্রপার খেয়াল রাখার দ্বায়িত্ব'টা মা, মামী ও রিফার উপর গচ্ছিত রাখে। তবুও যেন স্বস্তি মিলে না

তাসফি। একটু পর পর এসে তার কথা জিজ্ঞেসও করে মা ও মামীর কাছে। এর অর্ধেক’টা নিজে দেখলেও বাকি অর্ধেক’টা বড়মা জানিয়ে গেছে রূপা কে। তাসফির ব্যবহারের কোনোটাই যেন যেন আন্দাজ করতে পারছে না রূপা। কি চায় ওই মানুষটা? নিজের ভাবনার মাঝেই রূপা বিরবির করে বলে উঠলো,

“কি চান আপনি তাসফি ভাইয়া, কেন করছেন এমনটা?”চট করে চোখ মেলে তাকালো, উঠে বসলো বিছানায়। আবারও যে মাথা ব্যাথার উৎসর্গ দেখা দিলো তার। এরা নতুন কিছু নয়। গত তিন বছরে অতিরিক্ত

টেনশনের ফলেই এই মাথা ব্যাথার উৎসর্গ দেখা মিলেছে রূপার। ভাবনার মাঝেই আবারও নিজ মনেই বলে উঠলো,“যে করেই হোক, তাসফি ভাইয়ার সাথে কথা বলতেই হবে আমার। উনি ঠিক কি চান জানতেই হবে।”

বিছানা ছেড়ে নেমে দাঁড়ালো রূপা। আবারও কানে এলো বাইরের বহু মানুষের নানার কথাবার্তার আওয়াজ। মুহুর্তেই মনটা ভার হয়ে উঠলো রূপার। ভাবতে লাগলো আজকের এই দিন, এই পরিস্থিতি তো হওয়ার কথা ছিলো না। তাসফি ভাইয়ার সাথেও তো তার বিয়ের কথাটা উঠতো না।

কিন্তু হচ্ছে, এর সবটাই তার সাথে ঘটছে। সময়ের সাথে এই পরিস্থিতি সত্যি'ই ভয়ংকর ঠেকছে তার কাছে।এবার কান্না পেল রূপার। হঠাৎই ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো, ধীরে ধীরে সেই কান্নার বেগ কমলো না, বরং বৃদ্ধি পেল অধিক মাত্রায়। মিনিট পাঁচের পর নিজ উদ্যোগেই থেমে গেল রূপা, সহসায় চোখ মুখ গায়ের ওড়না দিয়ে মুছে নিলো। জানালা দিয়ে তাকিয়ে বেলা'টা দেখে নিলো। তারপর গায়ের ওড়না'টা মাথা সহ গায়ে ভালোভাবে পেচিয়ে ধীরে ধীরেই বেরিয়ে এলো রুম ছেড়ে।“সারাদিন মোবাইলের মাঝে ডুবে

থাকিস, অথচ মেয়েটার একটু খেয়াল রাখতে পারিস নি?”

“ও তো রুমেই ছিলো মা, কখন বেরিয়েছে আমি তো..... ”

“মোবাইলে ঢুকে থাকলে সেই খেয়াল পাবি কখন?”বেশ জোরেই রিফাকে ধমকে উঠলো রূপার বড়মা শাহানা বেগম। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা এখন, একটু পর মাগরিবের আজানও পড়বে। অথচ অসুস্থ রূপা রুমে নেই। শুধু রুমে নয়, পুরো বাড়িতেই মেয়েটাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এই ভর সন্ধ্যায় অসুস্থ শরীর নিয়ে মেয়েটা গেল কোথায়, সেটা ভেবে ভেবেই হয়রান তিনি। তার মধ্যে বাড়ি এত

এত মেহমান। শাহানা বেগমের কাছে এসে বসলেন রেহেনা। বড় ভাবী কে বলে উঠলো,“ওর আর দোষ কোথায় ভাবী, মেয়েটার খেয়াল তো আমরাই রাখতে পারলাম না। কোথায় যে গেল আমার মা ‘টা?”

“বাড়ি তে এত এত আত্মীয়স্বজন, চারদিকে নজর দিতে হচ্ছে, মেয়েটার দিকে কখন নজর দিতাম? তবুও বিকেলে এসে একবার দেখে গেছি। এই বদমাইস’টাকে বললাম রূপার একটু খেয়াল রাখতে। আর ও কি-না..... ”

বলেই একটু থামলেন উনি। জোরে একবার নিশ্বাস টেনে আবারও বলে উঠলো,“রেহেনা, তাসফি.... তাসফি কই গেল? ওই আমার একমাত্র ভরসা।”

“ভাবী, তাসফি তো...... ”

“রূপা ছাঁদেও নেই মামী।”

এর মাঝেই বসার ঘরে উপস্থিত হলো তাসফি, বলে উঠলো সে কথা। হতাশার নিশ্বাস ছাড়লেন শাহানা বেগম, আর ছেলেকে দেখে এগিয়ে এলেন রেহেনা। ধীর কণ্ঠে বলে উঠলেন,“বাড়ির বাইরে’টা ভালোভাবে দেখেছিস তো বাবা?”

“সাগর, রাহাত দেখেছে, আশেপাশেও দেখছে, কোথাও নেই।”

“আমার মা ‘টা অসুস্থ শরীর নিয়ে কোথায় গেল তাসফি?”মায়ের চিন্তিত মুখে তাকালো তাসফি। মা’কে কি বলে সান্ত্বনা দিবে ঠিক বুঝতে পারলো না। সে নিজেও তো ব্যাপক চিন্তায় আছে মেয়েটার জন্য। কিন্তু দেখাতে পারছে না কাউকেই। অসুস্থ শরীর নিয়ে হঠাৎ গেল কোথায় সেটাই যেন ঠিক ধরতে পারলো না। মনে মনে রূপার প্রতি রাগ হতে লাগলো তাসফির। অধিকার থাকলে, মেয়েটাকে সামনে পেলে ঠা’টিয়ে এক চ’ড় লাগাতো সে। তার রাগের কিঞ্চিৎ ধারণা মেয়েটাকে বুঝিয়ে

দিতো। বাড়িসুদ্ধ লোকের তার রাগের ধারণা থাকলেও রূপার তা বিন্দু পরিমাণেও নেই। থাকলে বাড়ির এতগুলো মানুষসহ তাসফি কে এভাবে টেনশনে ফেলে গায়েব হতো না। নিজের রাগটা কন্ট্রোলে রাখতে চেয়েও তা যেন হালকা ভাবে বেরিয়ে এলো। রূপার প্রতি হওয়া রাগটা ঝাড়লো মায়ের উপর। বলে উঠলো,"তুমি কি করলে আম্মু? আদরের ভাতিজির একটু খেয়াল পর্যন্ত রাখতে পারলে না? বাড়িতে এত এত কাজের লোক থাকতে কি এত কাজ থাকে তোমাদের?"

"ওদের দেখিয়ে না দিলে কাজ'টা করে বল? তাছাড়া এত এত মেহমান আসছে, যাচ্ছে।

বাইরের'টা তোরা সামলে নিলেও বাড়ির ভেতরের সবটাই তো আমাদের সামলাতে হচ্ছে। মেয়েটা কখন বেরিয়ে গেছে কিভাবে বুঝবো?"

"আশ্চর্য! আম্মু, বাড়িতে এতগুলো মেহমান সামলাচ্ছো আর সে এতগুলো মেহমানের সামনে দিয়েই বেড়িয়ে গেল, তোমরা তা ধরতেই পারলে না....."কথার মাঝেই থেমে গেল তাসফি। হুট করেই কিছু একটা মনে পড়ে গেল যেন তার। মা মামীকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠলো,

“এক মিনিট, এক মিনিট। আমি হয়তো বুঝতে পেরেছি ও কোথায় গেছে। তোমরা টেনশন করো না, আমি ওকে নিয়ে আসছি।” বলেই আর দাঁড়ালো না তাসফি। দ্রুত পায়ে বেড়িয়ে গেল। এদিকে তাসফির বলা কথায় যেন স্বস্তি মিললো শাহানা বেগমের। রেহেনা এটা ওটা বললেও থামিয়ে দিলেন তিনি। তাসফির প্রতি তার অগাত বিশ্বাস আছে, ঠিক রূপাকে নিয়ে বাড়ি ফিরবে বলে আশস্ত করলেন রেহেনা কে।তাসফির ধারণাকৃত জায়গাতে এসেই দেখা মিললো রূপার। মাঝারি আকৃতির একটা গাছের নিচে হাঁটু মুড়িয়ে মাথা ঠেকে বসে থাকতে দেখলো

রূপাকে। মেয়েটাকে দেখেই যেন স্বস্তির নিশ্বাস বেড়িয়ে এলো তাসফির বুক থেকে। ধীর পায়ে এগিয়ে গেল রূপার কাছে। পাশে দাঁড়িয়ে ভারী কণ্ঠে গম্ভীর গলায় বলে উঠলো, “বাড়ি চলো।”চট করে মাথা তুললো রূপা, কিঞ্চিৎ কেঁপে উঠলো হঠাৎ ভারী কণ্ঠের স্বরে। মাথা উঁচিয়ে তাকাতেই দেখতে পেল তাসফির চেহারা। উনি? উনি এখানে কিভাবে এলেন? মনে মনে ভাবতে লাগলো রূপা। চারদিকে নজর পড়তেই নিজের করা প্রশ্নের উত্তর’টা যেন নিজেই পেয়ে গেল।সন্ধ্যা হয়ে গেছে, চারদিক থেকে আজানের প্রতিধ্বনি ভেসে আসছে, আর সে এখনো এখানে।

নিশ্চয়ই বাড়ির সবাই তাকে নিয়ে চিন্তা করছে, আর বাড়িসুদ্ধ লোকের চিন্তা কমাতে তাকে খুঁজতে খুঁজতে তাসফি ভাইয়া এখানে। মনে মনে নিজ ভাবনায় ভেবে নিলো রূপা। তবুও যেন কোন হেলদোল দেখালো না।, সেভাবেই বসে তাকিয়ে রইলো তাসফির দিকে। বোঝার চেষ্টা করলো তাসফির মনোভাব, কিন্তু পারলো না। মানুষটা কি রেগে আছে? না-কি নেই, ঠিক ধরতে পারলো না সে।রূপার ভাবনার মাঝেই তাসফি আবারও বলে উঠলো,

“কি বললাম শুনতে পাচ্ছো না? বাড়ি চলো।”

“যাবো না।”

“যাবা না মানে? বাড়ির প্রতিটা মানুষ তোমাকে নিয়ে চিন্তা করছে, আর তুমি বলছো যাবা না?”

“না যাবো না আমি। বাড়ি তে সারাক্ষণ ওই এককথা মোটেও শুনতে ভালো লাগছে না আমার। এখানেই থাকতে চাই আমি, একটু স্বস্তি পেতে চাই।”সুপ্ত নিশ্বাস ছাড়লো তাসফি। এই মেয়েটার জেদ অনেক, পুরোটাই তার মতো সেটাও জানে তাসফি। কিন্তু এই ভর সন্ধ্যায় কিছুতেই রূপাকে এক মুহূর্তও এখানে রাখতে রাজি নয় সে। কড়া গলায় কিছু বলতে চাইলো তাসফি, কিন্তু পারলো না মেয়েটার মায়ায় মাখা মুখে তাকিয়ে। গত

রাতের মতোই কান্নারত রূপার মুখে মায়া জিনিসটা যেন জেঁকে ধরলো তাসফিকে। মেয়েটা যে এতক্ষণ এখানে বসে বসে কান্না করেছে সেটা তার মুখে তাকিয়েই বোঝা যাচ্ছে। বেশ শান্ত স্বরেই তাসফি বলে উঠলো,“বিয়ের কথাটা আর কেউ উঠাবে না, আমি দেখবো সেই বিষয়টা। এখন চলো এখান থেকে। এখানে থাকা আর ঠিক হবে না।”

“বললাম তো যাবো না আমি, এখানে একটুখানি স্বস্তি পেতে চাই আমি।”

“আমাকে রাগিয়ো না রূপা, বাড়ি চলো এখন।”

“চলে যান আপনি। কেন এসেছেন এখানে? কোন অধিকারে এসেছেন আমাকে বাড়ি নিয়ে যাবার জন্য? যাবো না কোথাও আমি।”“রূপাআআ, তুমি কিন্তু..... ”
হু হু করে কেঁদে উঠলো রূপা, থেমে গেল তাসফি। মেয়েটার মনের অবস্থা কিছুটা হলেও যেন উপলব্ধি করতে পারছে সে। কিন্তু এই মুহুর্তে রাগ’টা যেন মাথায় চেপেছে তাসফির। রাগী কণ্ঠে কিছু বলতে চাইলো তাসফি, কিন্তু তার আগেই কাঁদতে কাঁদতে রূপা বলে উঠলো,“কেনওও? কেন আমাকে ছেড়ে চলে গেল এই মানুষগুলো? কেন অন্যের কাছে গচ্ছিত রেখে আমাকে এতিম করে এই মানুষ

গুলো চলে গেল? ওরা থাকলে তো আজকে এই দিনটা দেখতে হতো না আমাকে। জবাব চাই আমার ওদের থেকে, কেন আমাকে একা রেখে চলে গেল ওরা?”

সুপ্ত নিশ্বাস ছাড়লো তাসফি। হাঁটু গেঁড়ে বসে পড়লো রূপার সামনাসামনি। মেয়েটার কাঁধে এক হাত রেখে বলে উঠলো,

“ওই মানুষগুলো কে তোমার এতটুকুই পাওনা ভাগ্যে ছিলো রূপা। তাদের আদর, স্নেহ, ভালোবাসা এতটুকুই তোমার ঝুলিতে ছিলো।”একটু থামলো তাসফি। সেকেন্ডের মতো সময় নিয়ে আবারও বলে উঠলো,

“পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে তো আমাদের সবার যেতে হবে, মামা মামী হয়তো একটু আগেই গেছেন। আফসোস করছো কেন? বরং দোয়া করো তাদের জন্য।”রূপা শুনলো কি-না কে জানে? ফুঁপিয়ে কেঁদে গেল শুধু। হ্যাঁ! রূপার বাবা মা মা’রা গেছে দুই তিন বছরের ব্যাবধানেই। তার বাবা বছর তিনেক আগে ও মা তার এক বছরের ব্যাবধানেই পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করেন। আজকেই তাদেরই বড়সড় করে মিলাদ ছিলো। বাড়ির এত এত মানুষের হৈ চৈ, আর তাসফি ও তার বিয়ের কথাগুলো যেন সহ্যই করতে পারছিলো না রূপা। হঠাৎই মনে পড়ে যায়

বাবা মার কথা, আর তখনই ছুটে আসে বাবা মায়ের কবরের কাছে। এখানেই একটা গাছের নিচে হাঁটু গেঁড়ে বসে কান্না করছিলো রূপা, কখন যে সন্ধ্যা হয়ে গেছে তা বুঝতেই পারে নি যেন।তাসফি আর কিছু বললো না রূপা কে। বসা থেকে উঠালো, রূপার হাতটা শক্ত করে চেপে ধরলো। বললো,

“এখন আর কোন কথা শুনবো না, বাড়ি চলো। হাঁটতে পারবে তো?”

রূপা হ্যাঁ! না কোনটাই বললো না। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। তাসফিও কিছু না বলে েয়েটার হাত ধরে হাঁটতে লাগলো। কয়েক

ধাপ গিয়ে হঠাৎ থেমে গেল তাসফি। রূপার দিকে তাকিয়ে বেশ কঠা গলায় বলে উঠলো, “আর হ্যাঁ! এতিম শব্দ’টা যেন নেক্সট টাইম তোমার মুখে আর না শুনি, তখন ঠাটিয়ে এক চ’ড় লাগাতে আমার অধিকারের প্রয়োজন লাগবে না। আর যদি সেই অধিকার’টা লাগে, তবে সেটাও আদায় করে ছাড়বো।”এই তো রূপা আসছে, এবার বল বাবা কি বলতে সবাই কে এখানে ডেকেছিস?”

বড় মামার কথায় রূপার পানে একবার তাকালো তাসফি। সবার সাথে সেও যেন বেশ আগ্রহ নিয়ে আছে, ঠিক কি বলতে চায় তাসফি তা শোনার জন্য। আর সময় ব্যায়

করলো না তাসফি। বড় মামা ও বাবার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো,
“আমি রূপা’কে বিয়ে করতে রাজি মামা।”অবাক হয়ে তাসফির দিকে দৃষ্টি ত্যাগ করলো বসার ঘরের প্রতিটি সদস্য। তাসফি যে বিয়ের জন্য এত তাড়াতাড়ি হ্যাঁ! বলবে সেটা সবার জন্যই ছিলো অকল্পনীয়। কিন্তু রূপা? রূপা কি মানবে? সকলের ভাবনায় এই প্রশ্নটাই এসে জমা পড়ে গেল। বড় বাবা তাসফির থেকে চোখ সরিয়ে রূপার দিকে তাকালো, বুঝতে চাইলে মেয়েটার মনোভাব। কিন্তু না, পারলো না। দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা রূপার মনোভাব বুঝতে পারলেন না তিনি।

রেহেনা ছেলের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। হাতের বাহুতে হাত রেখে বলে উঠলেন,“সত্যি বলছিস বাবা, তুই রাজি বিয়েতে।”

“হ্যাঁ! রাজি আমি। তোমরা বিয়ের দিন তারিখ ঠিক করে আমায় জানিয়ো, ভার্সিটি থেকে ছুটি নিয়ে আসবো।”

বলেই একটু থামলো তাসফি। সেকেন্ডের মতো সময় নিয়ে আবারও বলে উঠলো,

“আর হ্যাঁ! বিয়ের অনুষ্ঠান যেন খুব বড় না হয়, লোক জানাজানি করে অনুষ্ঠান করারই কোন প্রয়োজন নেই। শুধুমাত্র ‘কবুল’ বলেই রূপার প্রতি আমার অধিকার অর্জন করতে চাই।”বলেই দরজার কাছে এসে রূপার

সামনে দাঁড়ালো তাসফি। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দৃষ্টি ত্যাগ করলো রূপা পানে। কয়েক সেকেন্ড সময় নিয়েই হনহন করে চলে গেল সেখান থেকে।

তাসফির সিদ্ধান্তে সবাই ভীষণ খুশি। বিশেষ করে রূপার বড়মা ও ফুপি। সবাই খুশি হলেও রূপার বড় বাবা ও ফুপা যেন সন্তুষ্টি হতে পারলেন না। মেয়েটাকে নিয়ে চিন্তা রয়েই গেল। সকলের আনন্দের মাঝেই বড় বাবা রূপা কে নিজের কাছে ডাকলেন। ধীরে ধীরে এগিয়ে এলো রূপা, বড় বাবার কাছে দাঁড়াতেই তিনিও দাঁড়িয়ে গেলেন। মেয়েটার মাথায় হাত রেখে বলে উঠলেন,“তাসফি তোর

ওর সিদ্ধান্ত দিয়ে দিয়েছে, কিন্তু তুই? তুই বিয়েতে রাজি তো মা?”
“আমাকে তো রাজি হতেই হবে বড় বাবাই। রাজি না হলেও তোমরা জোর করেই রাজি করাবে কি-না। সেই সময়টা শুধু এখন আর দু’দিন পর, এই যা। তাসফি ভাইয়া যেখানে নিজের ডিসিশন জানিয়েছে সেখানে আমার আর বলার কি আছে?”
বলতেই টুপ করে একফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়লো রূপার গাল বেয়ে। আর দাঁড়ালো না সেখানে, ব্যাথাতুর পা নিয়েই যতটা সম্ভব দ্রুত চলে গেল বসার ঘর ছেড়ে। এদিকে রূপার কথায় হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে রইলো

সবাই।বাবা মায়ের রুমের মেঝেতে হাঁটু গেঁড়ে বসে আছে রূপা। মস্তিষ্কে বিচরণ করছে ছেড়ে যাওয়া মানুষগুলোর নানান স্মৃতি। এখানে আসার পর বাবা মা'কে যেন একটু বেশিই মনে পড়ছে রূপার, গতকাল থেকে যেন সেটা অধিক মাত্রায় রুপ নিয়েছে। বাবা মা আজ তার সাথে থাকলে এইদিন গুলো কি দেখতে হতো তার? এত তাড়াতাড়ি কারোর দ্বায়িত্বে যেতে হতো? উনিশ বছর বয়সেই কি বিয়ে নামক বন্ধনে আবদ্ধ হতে হতো? নাআআ.... কক্ষনো না।নিজ ভাবনায় ভাবতে লাগলো রূপা, তার ভাবনায় আবারও তাসফি নামক মানুষটার ভাবনা এসে জেঁকে ধরলো। ওই

মানুষটায় তার একমাত্র ভারসা ছিলো এই বিয়েটা আটকাতে। কিন্তু সে নিজেই মত দিয়েছে বিয়ে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিয়েটা সেরে নিতেও চায়। কিন্তু কেন? কেন হঠাৎ এভাবে রাজি হয়ে গেল তাসফি ভাইয়া? সে নিজেই বলেছিলো নিজ দায়িত্বে সবটা সামলে নিবে, সেই বিষয়ে আর যেন কোন কথা না উঠে সেটাও দেখবে। কিন্তু হঠাৎ রাজি হয়ে গেলেন কেন? প্রশ্নের উত্তর'টা খুঁজে পেল না রূপা। সুপ্ত নিশ্বাস ছাড়লো, ভাবতে লাগলো গতকাল সন্ধ্যায় বাবা মায়ের ক'বর থেকে আসার পরের ঘটনাগুলো।তাসফির সাথে বাড়ি ফেরার পর 'কোথায় গিয়েছিল?' বলে

কেউ কোন প্রশ্ন করে না রূপা কে। মূলত জিজ্ঞাসা করতে গেলে তাসফি'ই থামিয়ে দেয় সবাই'কে। গম্ভীর গলায় বলে উঠে,
"কেউ কিছু জিজ্ঞেস করো না ওকে, কিছু খাইয়ে ওষুধ খাওয়াও। আমি ফ্রেশ হয়ে এসে সবটার উত্তর দিবো।"তাসফির বলা কথা'টার পর আর কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করে না রূপাকে। রুমে নিয়ে কিছু খাইয়ে ওষুধ খাওয়ায় রেহেনা। বিশ্রাম নিতে বলে রূপা'কে, রেহেনাও বসে থাকে মেয়েটার পাশে। মাথায় বিলি কে'টে এটা-ওটা নিয়ে গল্প করতে থাকে। একসময় বলতে লাগে রূপার বাবা মায়ের কথা। তার মা যে জা ও ননদের মতো

বোনদের কাছে তাকে গচ্ছিত রেখে গেছে সেটাও বললো। তারপরই উঠলো তাসফির কথা, রূপার বাবার কথা। রেহেনা বলতে লাগলো,“একটা মাত্র মেয়েকে নিজের কাছেই রাখতে চেয়েছি তোর বাবা। ভাইয়ের খুব আদরের ছিলি কি-না। ইনিয়ে বিনিয়ে যে তাসফির কথা বুঝাতো সেটা বেশ বুঝতে পারতাম আমরা। খুব ভালোবাসতো তাসফি কে। কিশোর বয়সে ভুল পথে পা দিতে গেলে ভাইয়া'ই বুঝিয়ে সুঝিয়ে সঠিক পথে আসে ভাই, যা আমরা কেউই পারি নি। তখন থেকেই যেন ভাই আর তাসফির বন্ধন গাঢ়ো হয়।বড়দের সিদ্ধান্তে সবাইকে অবগত রেখে

অপেক্ষা করতে থাকি তোর বড় হবার। কিন্তু হঠাৎই ভাইয়ের অসুস্থতায় সব এলেমেলো হয়ে যায় যেন। ছয় মাসের ব্যাবধানে আমাদের ছেড়ে যায় ভাই। বলে যায়, তোকে যেন অন্য কোথাও নয় আমার কাছেই রাখি, তাসফির বউ করে। সময়ের সাথে সাথে ভাবীও দূর্বল হয়ে পরে, অসুস্থ হয়ে উঠে। কিন্তু তখনও তোর কথা আর ভাইয়ের শেষ কথা রাখার জন্য বারংবার বলে যায় আমাদের। এক বছরের ব্যাবধানে ভাবীও আমাদের ছেড়ে চলে গেল, রেখে গেল আমার এই মা'টাকে।”একটানা কথা বলে জোরে শ্বাস ছাড়লো রেহেনা। স্মৃতি গুলো বলতে

গিয়ে যেন গলার স্বর ভারী হয়ে উঠলো, চোখের কোণে একবিন্দু অশ্রুও জমা পড়ে গেল। রূপার আড়ালেই তা ওড়নার কোণা দিয়ে মুছে আড়াল করে নিলো রেহেনা, তাকালো রূপার দিকে। মেয়েটা তার দিকেই তাকিয়ে আছে, দেখে নিয়েছে আড়াল করা অশ্রু। কিছু বলতে চাইলো রেহেনা, কিন্তু তার আগেই রূপা বলে উঠলো,"হু! এই মা'টাকে এতিম করে চলে গেছে, তাই না ফুপি?" আশ্চর্য! হলো রেহেনা। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো রূপার পানে। কি বললো মেয়েটা? এতিম করে গেছে মানে, তারা কি ওর কেউ-

ই নয়? রেগে গেল রেহেনা। রাগের আভাস নিয়ে বলে উঠলো,

“রূপাআ.... এসব কি ধরনের কথাবার্তা? এতিম মানে’টা কি? আমরা কি কেউ’ই নয় তোর?”উত্তর দিতে পারলো না রূপা, চুপ করেই রইলো। আসলেই তো, এত এত ভালোবাসার মানুষ থাকতে এতিম হয় কিভাবে সে? ‘এতিম’ শব্দ’টা কি আদোও যায় তার সাথে? না.... একদমই না। তাহলে এই কথাটা কিভাবে ফুপিকে বলতে পারলো সে? তখন তাসফি ভাইয়াকে বলে ফেলেছিলো হুট করেই রাগের বসে, কিন্তু এখন?নিজের ভুল

বুঝতে পারলো রূপা, ছলছল চোখে তাকালো ফুপির দিকে। রেহেনা আবারও বলে উঠলো, “কি হলো? বলছিস না কেন? বল, নিজেকে এতিম বলে কেন মনে হলো? আমরা কি তোর কেউই নয়?”

“তোমার ভাতিজি কে থাপড়াইয়া গাল লাল বানায় দিলে কিছু বলতে পারবা না কিন্তু আম্মু।”হঠাৎ তাসফির কথায় সেদিকে তাকালো দুজনেই। ছেলের বলা কথাটার মানে হয়তো বুঝতে পারলো রেহেনা। রূপার কথাটা শুনেই হয়তো এমন রাগ। এমনটা হওয়া তো অস্বাভাবিক কিছু নয়, রেহেনা নিজেও ভীষণ রাগ রূপার প্রতি। মেয়েটার

থেকে এই কথাটা যেন আশায় করতে পারেন নি তিনি।

তাসফি কে ও ফুপির রাগ বুঝতে পেরে আমতা আমতা করতে লাগলো রূপা। বলতে চাইলো কিছু একটা। তার আগেই তাসফি বলে উঠলো,“তোমাকে আব্বু ডাকছে আম্মু।” কথাটা কর্ণপাত হতেই আর থাকলো না রেহেনা। রূপাকে, “ভীষণ রেগে গেছি, এই মুহুর্তে কিছু শুনতে নারাজ আমি। বিশ্রাম নে, পরে আসবো। কিছু লাগলে ডেকে নিস।” বলেই খাট থেকে নেমে দাঁড়ালো রেহেনা, তাসফি ‘যাচ্ছি’ বলে বলে বেড়িয়ে গেল। পিছন থেকে ‘ফুপি শোন’ বলে ডেকে উঠলো

রূপা, কি কোন কথায় না শুনে চলে গেল রেহেনা।রেহেনা যেতেই এগিয়ে এলো তাসফি। নিজের অপরাধে মাথা নিচু করে ফেললো রূপা। তা দেখে তাসফি বলে উঠলো, "আম্মু'কে এতটা কষ্ট না দিলেও পারতে। আমাকে বলেছো, ঠিক আছে, কিন্তু আম্মুকে..... "

"আমি ইচ্ছে করে বলি নি কথাটা, বেরিয়ে গেছে হঠাৎই।"

"তুমি এতটাও অবুঝ আর বাচ্চা নয় রূপা, যে কথাটা না বুঝে, হুট করেই মুখে ফুটে বলে ফেলবে। আম্মু আমার চাইতেও তোমাকে বেশি ভালোবাসে, সেটা নিশ্চয়ই

জানো?”বলার মতো কিছু’ই পেল না রূপা। ভুল তো তারই, কি বলবে আর। একটু থেমে তাসফি আবারও বললো,

“যাইহোক, নিজের ভুলের ক্ষমা চেও আম্মুর কাছে। মানুষটা তোমাকে অনেক ভালোবাসে, কাছে রানতে সময় নিবে না।”

বলেই আর দাঁড়াতে চাইলো না তাসফি, রুম ছেড়ে বেড়িয়ে যেতে লাগলো। মাথা তুলে তাকালো রূপা, ডেকে উঠলো তাসফি কে। বললো,“আপনার সাথে কথা আছে আমার।”

সহসায় থেমে গেল তাসফি, বুঝতে পারলো ঠিক কি বলতে চায় রূপা। মেয়েটার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো,

“বিয়ের ব্যাপার টা, তাই তো? চিন্তা করো না, আমি নিজ দায়িত্বে সবটা সামলে নিবো, এই বিষয়ে যেন আর কোন কথা না উঠে সেটাও দেখবো।”সকাল বেলা বেশ দেরিতেই ঘুম ভাঙে রূপার। গতকালের তুলনায় আজকে শরীরটা একটু ভালোই লাগে। শরীর ও মন আরও একটু চাঙ্গা করতে বাড়ির পাশে নিজেদের পুকুর পাড়ে এসে দাঁড়ায়। ছোট বেলার কতশত স্মৃতি যে জমা আছে এই পুকুরটা নিয়ে। কথাগুলো ভেবেই আনমনেই হাসলো রূপা।কেটে গেল মিনিট পাঁচেকের মতো সময়। এর মাঝেই পাশে থেকে তার নামে ডেকে উঠে কেউ। সেদিকে তাকায়

রূপা, দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তার ছোট দাদীর পক্ষের ফুপির ছেলে রিফাত কে। এই ছেলেটাকে অকারণেই বিরক্ত লাগে রূপা, কিছুটা গায়ে পঠা স্বভাবের কি-না। আর সেটাও যেন রূপার সাথেই বেশি দেখায়। তবুও ভদ্রতার খাতিরে কথা বলতে হয়।

রিফাত বলে উঠলো,“কেমন আছো রূপা? শুনলাম পা পুড়ে গেছে। এখন কেমন?”

“এই তো আলহামদুলিল্লাহ!”

“ব্যাথা আছে? ওষুধ-টষুধ খাচ্ছো তো?”

“হু!”

“হাঁটতে পারছো তো? কষ্ট হচ্ছে না তো?”

“হু! একটু।”মহা বিরক্ত রূপা, তবুও হু! হ্যাঁ! তে উত্তর দিচ্ছে রূপা। খাপছাড়া ভাবে কথা বলতে বলতে সামনে তাকালো রূপা, ঠিক তখনই তার হাত ধরলো কেউ একজন। রিফাত ভেবে হাত ঝামটা মে'রে ছাড়িয়ে নিতে চাইলো, কিন্তু কথা শোনানোর উদ্যোগ হলো। কিন্তু তাসফি কে দেখে থেমে গেল রূপা। বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে রইলো। এই মুহুর্তে তাসফি কে যেন আশায় করে নি রূপা। বেশ শান্ত স্বরে রূপাকে,“ভেতরে চলো, মামী ডাকছে তোমাকে।”

বলেই আর দাঁড়াতে চাইলো না তাসফি। রূপার হাত শক্ত করে চপে ধরে রিফাতের

দিকে একবার কঠিন দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো। তারপর রূপাকে নিয়ে চলে গেল ভেতরে। ভেতরে এসে সবাইকে খাবার ঘরেই পেল তাসফি। সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললো, খাবার পর যেন সবাই বসার ঘরে উপস্থিত থাকে। কিছু বলতে চাই সবাইকে। তারপরই নিজের মতামত জানিয়ে দেয় তাসফি। বিয়ে'টা খুব তারাতাড়ি আর সাধারণ ভাবে হওয়া চায় সেটাও বললো।"আমি তো বললাম বড়মা, এই বিয়েতে রাজি আমি। তাসফি ভাইয়ার কথা মতো তোমরা আয়োজন শুরু করো।"

"তুই মন থেকে কথাটা বলছিস তো মা?"

রূপার বলা কথাটা যেন ঠিক বিশ্বাস করতে পারলো না শাহানা বেগম। আবারও জানতে চাইলো সে কি সত্যিই মন থেকে রাজি এই বিয়ে তে? জোর করে কোন সিদ্ধান্ত'ই ছেলে মেয়ের প্রতি চাপিয়ে দিতে চায় না তারা, কিন্তু এখানেই যেন নিরুপায় তারা।দেবরের মতো ছোট ভাইয়ের শেষ কথাটা রাখতে ও মেয়েটাকে কিছু মানুষের থেকে বাঁচাতেই তাসফির সাথে রূপাকে জুড়ে দিতে হবে, একটা ভরসা যুক্ত মানুষের ছায়াতলে রাখতে হবে মেয়েটাকে। আর সেই ভরসা যুক্ত মানুষ তাসফি ছাড়া হয়তো আর কেউ'ই হবে না রূপার জীবনে।

সুপ্ত নিশ্বাস ছাড়লো রূপার বড়মা। তাকালো মেয়েটার দিকে। রূপা বলে উঠলো,“আমাকে নিয়ে চিন্তা করো না বড়মা, আমি মন থেকেই বলছি। অনেক দিন তো হলো তোমাদের সাথে আছি, এবার তো নিজের একটা গতি করতেই হবে। তাছাড়া পড়াশোনার জন্য সামনের মাসে তো ঢাকা যেতেই হবে আমার, না-হয় তাসফি ভাইয়ার বউ হয়েই যাই সেখানে।”“এভাবে বলিস না মা। রিমি, রিফার মতো তুইও আমার মেয়ে। ধরে রাখতে পারলে তোকে সারাজীবন আমার কাছে বেঁধে রাখতাম, কিন্তু..... তোর ক্ষতি আমরা কখনোই চাই না, এত তাড়াতাড়ি

বিয়ের কথাও ভাবতাম না। তোকে বিপদের হাত বাঁচাতেই এত তাড়াতাড়ি বিয়ের কথা ভাবতে হয়েছে আমাদের।”ঠিক বুঝতে পারলো না রূপা, বড়মা ঠিক কোন বিপদের কথা বলছে তাকে। তাসফিও তাকে বলেছিলো তার সেফটির জন্যই এই বিয়েটা করতে হচ্ছে, ফুপিও এমন কিছু বলে থেমে গিয়েছিলো। তাকে নিয়ে ঠিক কি বিপদের আশঙ্কা করছে সবাই? জানতে চাইলে না রূপা, আর না জিজ্ঞেস করলো বড়মা কে। কিছু কথা অজানাই থাক তার মাঝে, ভেবে নিক নিজ মনে।সকালে বাবা মায়ের রুম থেকে বেড়িয়ে তাসফির সাথেই দেখা

করেছিলো রূপা। তাসফির রুমে গিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলো কেন এই বিয়েটা করতে চায় সে? কেনই বা তাকে হঠাৎ এই বিয়েতে রাজি হলো সে। সহসায় উত্তর দেয় নি তাসফি। একটু সময় নিয়ে বলে উঠেছিলো, “বয়স তো আর কম হলো না, সাতাশ পেরিয়ে আটাশ ছুঁই ছুঁই। বিয়ের বয়স তো হয়েছে না-কি? তাছাড়া দু’চারটা গার্লফ্রেন্ডও নাই যে সুন্দরী একটা কে ধরে এনে বলবো— একে বিয়ে করবো।”তাসফির জবাবে কিছুটা অবাক হয় রূপা। এই গম্ভীর মানুষটা এভাবেও কথা বলতে পারে তা যেন সে কল্পনাও করে নি। আর গার্লফ্রেন্ড? এই

মানুষটার যে গার্লফ্রেন্ড নেই সেটা জানার পরও রূপা আশ্চর্য! হলো। কিন্তু এই লজিক'টা দিয়ে যে তাকে বিয়ে করতে রাজি হবে, সেই ভাবতে পারে নি রূপা। তাসফি কে উদ্দেশ্য করে বলে উঠলো,"এমন ফালতু লজিক দিয়ে কেন রাজি হয়ছেন ভাইয়া। গার্লফ্রেন্ড নাই, কিন্তু মেয়ের তো অভাব নাই, আমাকেই কেন?"

"সবার আদরের মেয়ে তুমি, সেই তোমাকেই আমার জন্য ঠিক করলো সবাই। বড়দের কথা তো আর ফেলে দিতে পারি না? তাদের মনে কষ্ট দিয়ে কিছু করতেও পারবো না,

তারা যখন চাইছে তখন এই বিয়ে তে আমার আপত্তি নেই।”
“কিন্তু আমি? আমি তো চাই নি এত তাড়াতাড়ি এমন সম্পর্কে জড়াতে। সময় চাই আমার অনেক অনেক সময় চাই। গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করতে চাই, আব্বুর কথা রাখতে সুশিক্ষিত হতে চাই...... ”“আমাদের বিয়েটাও কিন্তু ছোট মামার শেষ ইচ্ছে ছিলো রূপা।”
তখন চুপ হয়ে গিয়েছিলো রূপা। সহসায় কোন কথা বলতে পারে নি। একটু চুপ থেকে তাসফি আবারও বলে উঠে,
“কিছুদিন পর তোমার ঢাকাতেই যেতে হবে, থাকতে হবে আমাদের সাথে। তখন তো

মামাতো বোনের পরিচয়ে যেতে, আর এখন না হয় আমার বউয়ের পরিচয়ে যাবে।”চমকে উঠলো রূপা। নিজেকে স্থির রেখে চোখ দুটো নিবদ্ধ করলো তাসফির পানে। ‘আমার বউ’ কথাটা যেন হালকা নাড়িয়ে দিলো রূপাকে। তাসফির থেকে এই কথাটা মোটেও আশা করে নি সে। তাসফি যেন তেমন কিছুই বলে নি, এমনি ভাব নিয়ে আবারও বলে উঠলো, “আর সময়? সেটা তোমার কাছে এমনি অফুরন্ত থাকবে। তোমার পড়াশোনা আর আমাদের সম্পর্ক এগিয়ে নিতে যতটা প্রয়োজন ঠিক ততটাই সময় পাবে। বাঁধা

দিবো না আমি, আর না জোর করবো আমাদের সম্পর্কে।”

“কিন্তু আমি......”“এই বিয়েতে সবার খুশি জড়িয়ে আছে রূপা। মামা মামীরও শেষ ইচ্ছে ছিলো। তাছাড়া তোমার সেফটির জন্য এই বিয়েটা করতেই হবে।”

“মানে?”

“মানে এটাই, ছোট মামা মামীর কথা ভাবো। তোমাকে নিয়ে তাদের ভাবনার কথা ভেবেই নিজের সিদ্ধান্ত জানাও।”তাসফি’র বলা কথা অনুযায়ী’ই সবটা ভেবেছিলো রূপা। তখনই তার মন জানান দিয়েছিলো নিজের কথা না ভেবে সবার ভালোবাসার কথা ভেবেও তার

রাজি হয়ে যাওয়া উচিত, তাকে ছেড়ে যাওয়া বাবা মা'র কথা ভেবেও রাজি হওয়া উচিত। আর তাসফি ভাইয়ার কথাগুলোও তো ঠিক। কিছুদিন পর তো তাকে যেতেই হবে ওখানে, থাকতেই হবে তাদের সাথে। এখন না হলেও একসময় তাকে বিয়ে'টা তো করতেই হবে, হয়তো তাসফি নামক এই মানুষ'টাকে। তাহলে সমস্যা কোথায়? নিজ ভাবনায় ভাবলো রূপা। হঠাৎই যেন মন থেকে সায়ও পেল।সন্ধ্যা গড়িয়ে যখন রাত তখনই রিফা আসলো তাকে খেতে ডাকতে। দু'বার ডাকার পরও যখন খেতে গেল না রূপা তখনই বড়মা আসে। সুযোগ বুঝে নিজের সিদ্ধান্ত জানিয়ে

দেয় রূপা। বড়মা খুশি হলেও মনে মনে একটা কিন্তু রয়েই যায়। তাকে আশস্ত করে রূপা, মনে থেকে সে বিয়েতে রাজি সেটাও জানিয়ে দেয়। রূপার কথায় ব্যাপক খুশি হয় শাহানা বেগম। মেয়েটাকে তাড়াতাড়ি খেতে আসতে বলে বেরিয়ে যায় ঘর ছেড়ে। কথাটা বাড়ির সবাইকে জানানোর জন্যই তার এত তাড়া।খাবার ঘরে আসতেই সবাইকে একসাথে নজরে পরে রূপার। বড়মা যে ইতিমধ্যে সবাইকে কথাটা জানিয়েছে সেটাও বুঝতে পারে রূপা সবার হাসিখুশি চেহারা দেখে। তাকে দেখে এগিয়ে আসে রেহেনা। আলতো ভাবে জড়িয়ে ধরে ভাতিজি কে। খুশি

হয়ে অনেক কথায় বলে, সাথে দোয়াও করে। তারপর হাত ধরে টেনে নিয়ে বসিয়ে দেয় টেবিলে। সবাই মিলে আলোচনা করতে থাকে বিয়ে বিষয়ক নানান কথাবার্তা। গ্রামেই বিয়ের আয়োজনের কথা বলতেই বারণ করে উঠে তাসফি। বলে,"এখানে কিছু করার প্রয়োজন নেই মামা। বগুড়াতেই ছোট খাটো করে বাসায় আয়োজন করো, আমি তো আগেই জানিয়েছি বড়সড় করে কিছু করার দরকার নেই।"

একটু ভেবে তাসফির বড় মামা সায় দিলেন। বাসাতেই নিজেদের আত্মীয়স্বজন নিয়ে ছেলে মেয়ে দু'টোকে এক করবেন, সেটাও বললো।

বাড়ির সবাইও সায় জানালো। তবুও ভালোই ভালোই বিয়েটা করুক দু'জনে, মত না পাল্টে যায় আবার। কাজিন মহলের সবাই হৈ হৈ করে উঠলো।এতদিন পর কাজিন মহলের প্রিয় ভাই ও সবার আদরের বোনের বিয়ে বলে কথা, একটু আনন্দ উল্লাস তো হবেই। সবাই মিলে প্ল্যান করতে থাকলো নিজেদের মধ্যে। বড়রাও সিদ্ধান্ত নিলো আগামীকাল'ই ফিরে যাবে শহরে। ছোট হোক বা বড় বিয়ের একটা প্রস্তুতির ব্যাপারও আছে।

এর সবটাই নিরব ভূমিকা পালন করে দেখে গেল তাসফি ও রূপা। চোখাচোখিও হলো তাদের মাঝে। তবুও চুপিসারেই সবার

উত্তেজনা উদগ্রীবতা দেখে গেল।“খুব তো বলেছিলি ভাইয়া কে বিয়ে করবি না। এখন? দু’দিন কথা বলেই কি এমন জাদু করলো ভাইয়া তোকে? হু!”

রিফার কথার জবাব দিলো না রূপা, চুপ করেই দেখত লাগলো তার হাতে আঁকিবুঁকি করা মেহেদীর ডিজাইন। রূপার হয়ে তার ফুপাতো ভাই রাহাত রিফাকে উদ্দেশ্য বলে উঠলো,

“থামছিস কেন? আঁকা তোর এই জংলী লতাপাতা গুলো। দেখছিস না ভিডিও করছি?”“এখন এসেছিস কেন এখানে?

আমাকে এখানে আঁটকে এতক্ষণ তো খুব ছবি তুললি নিজেদের, এখন এখানে কেন?”

“ছোট বোন আগেই বিয়ে করে নিচ্ছে, এই দুঃখে কুল কিনারা খুঁজে পাচ্ছি না। মনে দুঃখ ভুলে একটু ছবি তোলায় ব্যস্ত হয়েছি, আর তুই কি-না আমাকে খোঁটা দিচ্ছিস? যা, তোর একটা ছবিও আর তুলে দিবো না আমি।”

“রাহাত তুইইই.....”“এই রিফাপু, রূপাপুর হাতে তাসফি ভাইয়ার নাম লিখবা না?”

হঠাৎ বলা রিমার কথায় রাহাত রিফা দু’জনেই থেমে গেল। রাহাতের বোন রিমা। কাজিন মহলের সবার ছোট’ই বলা যায়। রূপার দু’বছরের ছোট মেয়েটা। রিফা কিছুটা

বিরক্ত হলো রিমা কে দেখে। বিরক্তির সুর তুলেই বললো,
“ওকে মেহেদী লাগাতে লাগাতে কোথায় গিয়েছিলি ফাজিল? ওই হাতের নিচে কে দিয়ে দিবে? এত ছবি তুলতে হয় কেন, পরে তুলতে পারবি না?”রাহাতও ধমকে উঠলো রিমা’কে। তাড়াতাড়ি শেষ করতে বললো মেহেদী দেওয়া, মেয়েটা আর কতক্ষণ এভাবে হাত মেলে বসে থাকবে? এটাও বললো। সাহিল, সাগরও তাড়া দিয়ে গেল তাদের। ভাই-বোনদের দেখে নিজ মনেই হাসলো রূপা। এরা সবাই তাকে একটু বেশি’ই ভালোবাসে, কেয়ার করে। আর এই

ভালোবাসার মানুষগুলোর কাছে তার ‘না’ শব্দ’টা যেন তুচ্ছ।আজকে তাসফি ও রূপার গায়ে হলুদ। গ্রাম থেকে আসার পর দুই সপ্তাহের বেশিই কে’টে গেছে। সন্ধ্যায় হলুদের অনুষ্ঠান বাসার ছাঁদেই আয়োজন করা হয়েছে। তাসফির কথামতো সাধারণ ভাবে আয়োজন করলেও তা বেশ বড়ই হয়ে গেছে। সন্ধ্যায় হলুদের অনুষ্ঠান হওয়ায় কাজিন মহলের সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নেয় সকালের দিকে রূপাকে সহ তারা সবাই মেহেদী পরবে। ছোটখাটো করে মেহেন্দির অনুষ্ঠান করবে, ফটোসেশান করে আনন্দ করবে। আবার কবে জানি বিয়ে হয় কাজিন মহলে।

কিন্তু রূপার তাতে মত ছিলো না কোন মতোই, মেহেদীও পরতে চায় নি। কিন্তু সবার জেদের কাছে আর টিকতে পারে নি, রাজি হতে হয়েছিলো তাকে। তারপরই হৈ হৈ করে ছাঁদে এসে সবকিছু গুছিয়ে যেন ভাইরা মিলে। বাড়িতেই এত ভালো মেহেদী আর্টিস্ট থাকতে আর পার্লারেও ছুটতে হয় না।এর সবটা এখন কেন জানি ভালোই লাগছে রূপার কাছে। বিয়ে নিয়ে তার কিছু ইচ্ছে ছিলো সেগুলোও যেন পূরণ হয়েছে। কথাগুলো ভাবতেই নিজের অজান্তেই হাসলো রূপা। সেই হাসিটা কারোর নজরে না পড়লেও রাহাতের চোখে ঠিকই পড়লো। রূপা কে

খোঁচা দিতে বলে উঠলো,“কি রে? কার কথা ভেবে এমনে মুচকি মুচকি হাসছিস? নিশ্চয়ই তাসফি ভাইয়ের কথা। তা কি কথা ভাবছিস ভাইয়াকে নিয়ে? আমাদেরও বল, আমরাও একটু শুনি।”
হাসি থেমে গেল রূপার, কপাল কুঁচকে তাকালো রাহাতের দিকে। এতক্ষণে রাহাতের বাকি সবার দৃষ্টি তার উপরেই পড়েছে সেটাও খেয়াল হলো রূপা। বলে উঠলো,“আশ্চর্য! ওনাকে ভাবতে যাবো কেন? আমি তো তোদের..... ”

“জানি জানি, এখন তো তোর মন প্রাণ, ধ্যান জ্ঞান সবটা জুড়েই শুধু একজনের নাম। আর সেটা হলো আমাদের তাসফি ভাই।”
রাহাত কথাটা বলতেই সুর তুলে সবাই হৈ হৈ করে উঠলো। সবাই মিলে খোঁচাতে লাগতো রূপাকে। ব্যাপক বিরক্ত হলো রূপা, বিরক্তির রেশ ধরেই বলতে লাগলো,
“তাসফি ভাইয়া...... ”“সাহিল আমার মোবাইলটা কই?”
হঠাৎ তাসফির কণ্ঠস্বর কর্ণপাত হতেই চুপ করে গেল রূপা। বাকিরা তাসফির আগমনে আগের চেয়েও অধিক শব্দে হৈ হৈ করে

উঠলো। এর মাঝে চট করে রিমা বলে উঠলো,

“বাহ! নতুন বউ বরের নাম নিলো, আর বর সাথে সাথে এসে হাজির হলো।”গায়ে গাড়ো কচুপাতা রঙের হাত কাটা সালোয়ার কামিজ, ম্যাচিং করা হালকা রঙের ওড়না বুকে জড়িয়ে রাখা। চুলের মাঝে সিঁথি কেটে কাঁধের কাছে বেশ বড়সড় করো খোঁপা করা, তাতে বেলি ফুলের গাঁজরা পেচানো, সিঁথির মাঝেও বেশ লম্বা করে বেলি ফুলের টিকলি দেওয়া, সেই সাথে ম্যাচিং করে কানে সাদা ঝুমকো। চোখে হালকা কাজল ছাড়া মুখে কোন সাজসজ্জা নেই, দু'হাত ভর্তি মেহেদী, আর মেয়েটার

মুখের হালকা হাসি। রূপা কে এমতাবস্থায় দেখে ছাঁদের মাঝেই হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল তাসফি। সেকেন্ডের মতো সময় নিয়ে ভাবলো মেয়েটা কে? পরমুহূর্তেই বুঝতে পারলো— মেয়েরা তো রূপা। নিজের করা প্রশ্নে নিজেই যেন কবা বনে গেল তাসফি।রূপা কে এর আগেও সাজতে দেখেছে তাসফি, এভাবেই সিম্পল লুকে। কিন্তু আজকে কেন যেন অদ্ভুত কিছুই ধরা দিচ্ছে মেয়েটার মুখে। হয়তো বউ বলেই এই পরিবর্তন।

নিজের করা ভাবনাগুলো থামিয়ে দিলো তাসফি, এগোতে লাগলো সামনে। এতক্ষণে সবার দৃষ্টি তার দিকেই পড়েছে সেটাও

খেয়াল হলো। দূরত্বের ব্যাবধানে রিমার কথাটা তার কান পর্যন্ত পৌঁছায় নি। তাসফি এগিয়ে গিয়ে তাদের কাছাকাছি দাঁড়াতেই সবাই হৈ হৈ করে উঠলো আবারও। কোন দিকেই পাত্তা দিলো না তাসফি। সাহিল কে উদ্দেশ্য করে, "সাহিল। আমার মোবাইল কই? তখন বললাম না দিয়ে আসতে।""মোবাইল? ওও! তোমার মোবাইল, তো আমি না সাগর নিয়েছিলো।"
বলেই সাগরের দিকে তাকালো সাহিল। কিছু বলতে চাইলো, কিন্তু তার আগেই তাসফি বলে উঠলো, "হ্যাঁ! কই? ফেনটা দে সাগর, কাজ আছে আমার।"

“আমি কখন তোমার ফোন নিলাম?”কপাল কুঁচকে তাকালো তাসফি। ফোন নিয়ে এসে এখন বলছে, কখন নিলাম? এতেই বেশ বিরক্ত হলো তাসফি। সাহিল তাকাতেই সাগর, “আরে, আমি কখন ভাইয়ার ফোন নিলাম? আমি তো কিছু.... ”

বলতেই সাগর কে তাকে উদ্দেশ্য করে রাহাত রিফাও তাকালো। ইশারায় বোঝাতে চাইলো কিছু একটা। কিন্তু সাগর হয়তো বুঝতে পারলো না। বললো, “আশ্চর্য! আমাকে এভাবে দেখছিস কেন? আমি তো ভাইয়ার ফোন.... ”

বলেই মাঝে থেমে গেল সাগর। দাঁত দিয়ে জিব কেটে সবার দিকে তাকালো, হয়তো মনে পড়লো কিছু। সবার দিকে ভালোভাবে একবার নজর বুলিয়ে তাসফি বলে উঠলো,“সত্যি করে বল তো, কি চলছে সব-কয়টার মাথায়? কি করেছিস আমার মোবাইলের সাথে, কোথায় আমার মোবাইল?”
“রিমা! রিমার কাছে তোমার মোবাইল, ওই তো ছবি তুলতে নিয়েছিলো। কি রে কোথায় ভাইয়ার ফোন?”
বললো রাহাত। সবাই হ্যাঁ! হ্যাঁ! করে উঠলো রাহাতের কথায়। তাসফি একটু ঠান্ডা হতেই সাহিল চাপা সুরে সাগর কে বলে উঠলো,

“রূপা ঠিক বলে, তুই আসলেই ছাগল।”কথাটা বাকিদের কানে না গেলেও রাহাতের কানে ঠিকই গেল, হাসালো রাহাত। মোবাইল নেবার বাহানায়ও যেন তাসফি ছাঁদে আসে, সেজন্য তারাই সবাই প্লানিং করে তাসফির মোবাইল নিয়ে আসে। তাকে বলার পরও ছাঁদে আসছিলো না বলে এই প্ল্যান। এদিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে রূপা। দেখে চলেছে ভাই বোনদের কান্ড। রাহাতের কথাতে রিমা তাকালো তার দিকে। এতক্ষণ তার মনোযোগ রূপার হাতে মেহেদী দেওয়াতেই যেন ছিলো। বললো, “ভাইয়া, তাসফি ভাইয়ার ফোন তো রূপার

কাছে।”ভুরু কুঁচকে তাকালো রূপা। তার কাছে তাসফির ফোন থাকবে কেন এটাই ভাবলো। বলতে লাগলো,

“আমার কাছে কখন..... ”

কথাটা শেষ করার আগেই রূপা কোল থেকে তাসফির মোবাইল উঠিয়ে নিলো রিমা, এগিয়ে দিলো তাসফির দিকে। রূপা বেশ অবাকই হলো, পরমুহূর্তে স্বরূণে এলো মেহেদী দিতে গিয়েই তো মোবাইল ‘টা তার কোলে রেখেছিলো রিমা, কিন্তু এটা যে তাসফির মোবাইল তা জানা ছিলো না মেয়েটার। মাথা উঁচিয়ে তাসফির দিকে তাকালো রূপা। একে অপরর দৃষ্টিতে দৃষ্টি মিললো, মুহুর্তেই দৃষ্টি

ফিরিয়ে নিলো রূপা। ইস্! এই মানুষ'টা কি এতক্ষণ তার দিকেই তাকিয়ে ছিলো? নিজ ভাবনায় ভেবে নিলো রূপা, আড় চোখে আবারও তাকালো তাসফির দিকে। না! এবার আর তাকিয়ে নেই। তবুও যেন স্বস্তি পেল না রূপা। বুকের বা পাশে টিপটিপ শব্দের সুর তুললো যেন।"আরে ভাইয়া যাচ্ছো টা কই?"
"তোদের মতো আজাইরা না, কাজ আছে আমার।"
বলেই সেখান থেকে চলে যেতে চাইলো তাসফি। কিন্তু বাঁধা হয়ে দাঁড়ালো রাহাত। তাসফির সামনে দাঁড়িয়ে, "কাজ আছে মনে? আশ্চর্য! ভাইয়া। তোমার বিয়ে, অথচ কাজ

আছে বলে পালিয়ে যাচ্ছো? এটা কিন্তু ঠিক না।”

“বিয়ে বলে কি সারাদিন বসে থাকতে হবে? কোন কাজ থাকতে পারে না?”

“না, পারে না। কাজ করার জন্য আমরা আছি না?”সাহিল বললো। রিফা তাসফি কে উদ্দেশ্য করে বলে উঠলো, “তাই তো। এতগুলা থাকতে তোমার কেন কিছু করতে হবে? দেখি এদিকে আসো। মেহেদী দিয়ে দেই, নাম লিখে দেই রূপার।”

“আশ্চর্য! এসব মেয়েদের ব্যাপার স্যাপারে আমাকে টানছিস কেন? ওকে লাগাচ্ছিস ওকেই লাগা।”

“নিজের হাতে বউয়ের নাম লিখবে, সেজন্য ডাকছি। আসো এদিকে।”গেল না তাসফি, আবারও বারণ করলো। কিন্তু কাজে দিলো না তাসফির কথা। রাহাত টেনে নিয়ে গেল তাসফি কে, বসিয়ে দিলো রূপার পাশে। হঠাৎ পাশে বসায় চমকে উঠলো রূপা। হুট করেই ব্যাপারটা ঘটায় তাসফিও বুঝতে পারে নি। রূপা একটু সরে বসতেই ধমকে উঠলো রিমা। বললো, “নড়ছিস কেন? এত কষ্টে দিচ্ছি, নষ্ট হবে না?”

আর সারতে পারলো না রূপা, সেভাবেই বসে রইলো। মাঝের দূরত্ব বেশ হলেও একটু অস্বস্তি হতে লাগলো মেয়েটার। বুকের

টিপটিপ শব্দের প্রতিধ্বনি দ্বিগুণ হতে লাগলো।আড়চোখে তাসফির দিকে তাকালো রূপা। এতক্ষণে তাসফির বা হাত টেনে নিয়ে মেহেদী লাগাতে শুরু করেছে রিফা। বিরক্তির রেশ নিয়ে বসে আছে তাসফি। অপর হাতে মোবাইল, সম্পন্ন মনোযোগ সেদিকে। ভালোভাবে নজর বুলালো রূপা, দেখলো তাসফি কে। হঠাৎই যেন অদ্ভুত এক অনুভূতিতে জেঁকে ধরলো তাকে। তাকিয়ে থাকতে পারলো না আর, মুহূর্তেই চোখ সরিয়ে নিলো। বুঝতে পারলো না হঠাৎ কি হলো তার, কিন্তু এই মানুষ'টাতেই তার সর্বনাশ সেটা যেন বুঝতে পারলো।নিজে

হাতের দিকে তাকিয়ে অবাক হলো তাসফি। মাথা ঘুরিয়ে তাকালো রূপার দিলে। মেয়েটাও তার হাতের দিকেই তাকিয়ে আছে। ছোট ছোট অক্ষরে লিখে দিয়েছে 'নীরবে তুমি রবে! খুব গোপনে।' তার নিচে ছোট করে 'তাসফির রুপু'। রূপার হাতেও একই লেখা। তাসফি তার হাতে এমন লেখায় কিছু বলতে চাইলো রিফা কে। কিন্তু তার আগেই দুজনের হাত একসাথে নিয়ে ছবি তোলায় ব্যস্ত হয়ে উঠলো রাহাত। জানে এখন কিছু বললেও কেউ কোন কথা কানে নিবে না। তাসফি রূপা একে অপরের দিকে তাকালো, দু'জনেই হতাশার নিশ্বাস ছাড়লো। বাধ্য হয়েই বসে থাকতে

হলো তাদের।সন্ধ্যায় বেশ সাধারণ ভাবেই হলুদের অনুষ্ঠান শুরু হলো। সবাই গাড়ো কচু পাতা রঙের শাড়ি পাঞ্জাবি পড়লেও তাসফি রূপা হালকা কলাপাতা রঙের শাড়ি পাঞ্জাবি পড়েছে। খুব সাধারণ ভাবেই দু'জনকে হলুদ ছোঁয়ানো শুরু হলো। কিন্তু সাধারণ ভাবে বেশিক্ষণ টিকে রইলো না যেন। কাজিন মহল সহ পরিবারের সবাই মিলে নাচ গানে বেশ জমজমাট মুহুর্তে পরিণত করলো হলুদের অনুষ্ঠান। পরিবারের সবাই মিলে নাচ গানে মেতে উঠলো।এদিকে নিরব ভূমিকা পালন করে সবটা দেখে যেতে হলো তাসফি রূপা কে।

তাসফি বেশ বিরক্তি নিয়ে বেশ কয়েকবার রূপার দিকেও তাকালো। বুঝতে পারলো মেয়েটাও বেশ বিরক্ত এতে। তাসফি তাকিয়ে আছে বুঝতে পেরে তার দিকে তাকালো রূপা। বিরক্তি চোখে সামনে তাকিয়ে আবারও তাসফির দিকে তাকালো। ভুরু নাচিয়ে তাসফি বোঝালো কি? ধীর কণ্ঠে রূপা বলে উঠলো,

"সারাটাদিন এতকিছুর পর ভীষণ ক্লান্ত লাগছে। আর কতক্ষণ এভাবে থাকবো?"

কিছু একটা ভাবলো তাসফি। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে রূপার হাত ধরে, "চলো।""কোথায়?"

“নিচে চলো, এখানে আর থাকতে হবে না। ওদের যা ইচ্ছে করুক।”

“কিন্তু ওরা..... ”

“আমি দেখছি, চলো আমার সাথে।”

বলেই রূপা কে নিয়ে হাঁটতে লাগলো। হঠাৎ তাদের যেতে দেখে এগিয়ে এলো রেহানা। বললো, “ওকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছিস তাসফি?”

“নিচে যাচ্ছি নিচে। সারাদিন তোমাদের অত্যাচারে একটুও রেস্ট নিতে পারে নি মেয়েটা। দেখছো না কত ক্লান্ত লাগছে ওকে, একদম আটকাবা না।”তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠলো রেহেনার ঠোঁটে, রূপা কে নিয়ে

ছেলেকে এতটা চিন্তিত দেখেই যেন স্বস্তি মিললো তার। এটাই তো চেয়েছে তারা। তাসফি বুঝুক মেয়েটা কে, একটু চিন্তা করুক রূপা কে নিয়ে।
তাসফি কে বাঁধা দিলো না রেহেনা। কিন্তু সেই মুহুর্তে চলে আসলো শাহানা বেগম। কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই তাসফির বলা কথাগুলো বলে উঠলো রেহানা। সবটা শুনে শুনে তিনিও স্বস্তি পেলে, মেয়েটা কে নিয়ে নিচে যেতে বললেন তাসফি কে। বাকিদেরও বললেন, নিচে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে নিচেই আড্ডা দিতে। সবাই গাঁইগুঁই করলেও মেনে নিলো সবটা। সেই সাথে কাজিন মহলের সবাই

তাসফি রূপা কে খোঁচাতেও ভুললো না।নিচে নেমে ফ্রেশ হয়ে আধা ঘণ্টার মতো সময় নিয়ে সবাই বিশ্রাম নিয়ে খাওয়া দাওয়া শেষ করলো। তারপর আবারও শুরু হলো কাজিন মহলের আড্ডা, চলবে মধ্যরাত পর্যন্ত। তাসফি কড়া গলায় বারণ করে সে থাকবে না বললেও শুনলো না কেউ'ই। রিফা, রিমা, রাহাত, সাহিল, সাগর, রিমি, রিমির বল সহ আরও কাজিন মিলে জেঁকে ধরলো তাসফি কে। আজকের রাত'টাই একটু মজা করবে এ ও বললো।কালকে রাতে তো আর তাদের পাবে না, রিসিপশনও হয়তো খুব তারাতাড়ি হবে না। বাবা মা সহ ঢাকা'তেই থাকে

তাসফি। এখানে যে বাসাটা আছে, সেটা পুরোটাই ভাড়া দেওয়া। গ্রামে লোক জানিয়ে তাসফি বিয়ে করতে চায় না বলে এখান থেকেই আয়োজন করা হয়েছে। ঢাকা থেকে আসলেও এখানেই প্রথমে উঠতে হয় তাদেরকে।

সর্বশেষে রাজি হতে হলো তাসফি কে, বাধ্য হয়ে রূপা কেও থাকতে হলো সবার সাথে। লাল শাড়িতে মাথার উপর ছোট করে ঘোমটা দিয়ে বউ নিজের রুমে বসে আছে রূপা। এতক্ষণ রুমে সবাই থাকলেও এখন একদম ফাঁকা, একাই চুপ হয়ে বসে আছে রূপা। ভেবে এনেছে ভাবনা। এক সময় অপরিচিত

হলেও এখন এই রুম'টা তার ভীষণ প্রিয়। গত সাড়ে তিন বছরে নানান কিছুর সাক্ষী হয়ে আছে এই রুমটা।এই চার তালা বিশিষ্ট বাড়িটা রূপার বাবা ও বড় বাবা শেয়ারে করলেও জমিজমা ও গ্রামের বাড়ির জন্য গ্রামেই থাকতো তারা। আর সাথে ছিলো রূপার পড়াশোনা। রিমি রিফার পড়াশোনার জন্য সাত বছর আগে পড়াশোনার জন্যই চলে আসে বড়মা ও বড় বাবা। রূপাও এসে মাসের পর মাস কাটিয়ে দিতো এখানে। কিন্তু হঠাৎ তার বাবার অসুস্থতায় একেবারেই চলে আসতে হয় এখানে, কয়েক মাস হসপিটালে রেখে চিকিৎসাও করানো হয়। তারপরই হঠাৎ

একদিন সকালে ব্রেইন স্টোক করে মা'রা যায় তার বাবা। তারপরই বাবার শোকে তার মা অসুস্থ হয়ে পড়ে, বছর পেরুতেই হুট করেই রূপার মাও তাদের ছেড়ে চলে যায়। বাবা মায়ের প্রতি রাগ, অভিমান, অভিযোগ সবটাই এই রুমে বসেই করে গেছে রূপা। রুমের প্রতিটি দেওয়াল, প্রতিটি জিনিস যেন সেই দিনগুলোরই সাক্ষী হয়ে রয়েছে। আজকের পর এই ঘর'টাও হয়তো তার পর হয়ে যাবে, আপন করতে তাসফি নামক মানুষটার ঘর'কে। সেই সাথে আপন করতে হবে সেই মানুষ'টাকে। সুপ্ত নিশ্বাস ছাড়লো রূপা। আজকের দিনে বাবা মায়ের কথা খুব

করেই মনে পড়ছে তার। তাদের আদরের ছেলের সাথে মেয়ের বিয়ে হতে দেখলে নিশ্চয়ই ব্যাপক খুশি হতো।
ভেবেই চোখ বন্ধ করলো রূপা। মনে মনে, "তোমার সত্যি'ই খুশি তো আব্বু আম্মু?"বলতেই টুপ করে একটা অশ্রু গড়িয়ে পড়লো রূপার গাল বেয়ে। এর মধ্যেই দরজা ঠেলে রুমে ঢুকে গেল সবাই। চট করে অশ্রু মুছে নিলো রূপা, তাকালো সামনের দিকে। বিয়ের কাজ সম্পন্ন করতেই এসেছে সবাই। হঠাৎই হার্টবিট দ্রুত হলো রূপার। তার পাশে বড়মা ও ফুপি এসে বসলো, সামনে বসলো কাজী সহ বড় বাবা ও ফুপা। বাকিরা রুম

জুড়ে দাঁড়িয়ে গেল। কাজিনরা একপাশে দাঁড়িয়ে গেল আর রাহাত ক্যামেরা হাতে ভিডিও করতে লাগলো।মিনিট দশেক সময় নিয়ে যখন রূপাকে কবুল বলতে বললো তখনই কিঞ্চিৎ কেঁপে উঠলো রূপা। বুকের টিপটিপ শব্দের প্রতিধ্বনি দ্বিগুণ থেকে দ্বিগুণ হতে লাগলো। হাত-পা শক্ত করে ঠায় বসে রইলো। আবারও বলতে বললে চোখ দুটো ছলছল করে উঠলো রূপার। অদ্ভুত এক অনুভূতিতে ঘিরে ধরলো তাকে, মুহুর্তেই যেন গলা শুকিয়ে গেল। পাশে থেকে বড়মা আবারও বলে উঠলো, "কি হলো রে মা? 'কবুল' বল, সবাই শুনতে চাইছে তো।"

“আমি পানি খাবো।”স্থির হয়ে বসে আছে রূপা। ভেবে চলেছে কিছুক্ষণ আগের ঘটনা। ভাবতেই যেন একরাশ লজ্জা এসে জমা হলো তার কাছে। কাজিন মহলের সবার হাসির কথা মনে পড়তেই লজ্জার মাত্রা দ্বিগুণ হলো। ইস্! সামান্য ‘কবুল’ বলাতেই এত কাহিনি কিভাবে করলো সে? কই, রিমি আপু তো এমনটা করে নি তার বিয়ে তে। ভাইয়ার সাথে তো আপুর প্রেমের বিয়েও নয়, তার মতোই হুট করে বিয়ে। তাহলে? আর ভাবতে চাইলো না রূপা। সবাই কি-না কি ভাবলো, সেটা ভেবেই যেন অস্বস্তি হতে লাগলো।তখন পানি খাওয়ার কথা বলতেই সবাই অবাক

হয়ে তাকায় রূপার দিকে, কাজিন মহলের সবাই হেঁসে উঠে। রূপার বড় বাবা সবাইকে চুপ করিয়ে দিয়ে পানি নিয়ে আসবার কথা বলে। কেউ একজন গ্লাস ভর্তি পানি এনে রূপার হাতে দিতেই তা ঢকঢক করে পান করে ফেলে। তারপর আবারও সবাই এক জোটে কবুল বলতে বলে উঠে। কিন্তু তবুও নিজেকে শক্ত করে স্থির হয়ে বসে থাকে রূপা, কারোর কথায় কানে তুলে নি। সবাই যখন হাল ছেড়ে দিলো, শুধুমাত্র 'আলহামদুলিল্লাহ!' বলতে বললো ঠিক সেই মুহুর্তেই কবুল বলে উঠলো মেয়েটা। সেই কাঙ্ক্ষিত শব্দটা তিনবার বলার পরেই সাইন

করলো কাবিননামায়।সাইন করার কথা ভাবতেই চোখ মুখ কুঁচকে ফেললো রূপা। এতটাও খারাপ তো তার হাতের লেখা নয়, তাহলে? তাহলে কাবিননামায় সাইন'টা এত জঘন্য হলো কেন? যেটা সে একবার চোখ বুলিয়েই বুঝতে পেরেছে যেন।

"তাড়াতাড়ি চল রূপা, ভাইয়ার তো তোকে দেখার জন্য তর সইছে না।"ঘোর কাটলো রূপার, তাকালো সামনের দিকে। বোনরা সবাই মিলে দাঁড়িয়ে আছে, তাকিয়ে আছে তার দিকে। কথাটা রিমা'ই বলেছে, সবার মুখেই লেগে আছে হাসি। কিছুটা বিরক্ত হয়েই মাথা ঝাকালো রূপা, বলতে চাইলো

কিছু, তার আগেই চট করে রিফা বলে উঠলো,“যা বলেছিস, দেখলি না কেমন চটপট কবুল বলে দিলো এই গাধীর মতো এত কাহিনি না করে।”

“রিফাপু তুমি কিন্তু..... ”

“উফ্! চল তো।”

রূপাকে থামিয়ে দিলো রিফা, কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে হাত ধরে প্রায় টেনেই নিয়ে যেতে লাগলো। বাকিরাও রুম ছেড়ে বেড়িয়ে গেল।কনে বিদায়ের তোড়জোড় নেই, তাই কোন কাজেই যেন তাড়া রইলো না অন্যান্য বিয়ে বাড়ির মতো। রাতের প্রহর পড়ার আগেই দাওয়াতি মেহমান খাওয়া-দাওয়া শেষ

করলো, নতুন বর কনে কে একসাথে ভবিষ্যতের জন্য দোয়া করে একে একে চলে যেতে লাগলো সবাই। মেহমান গুলো যেতেই প্রায় ফাঁকা হয়ে গেল পুরো বাসা, রয়ে গেল কিছু কাছের আত্মীয় স্বজনরা।ততক্ষণেও খাওয়া হয়নি তাসফি রূপার। একসাথে খাবে বলে কাজিন মহলের কারোরই খাওয়া হয় নি। খাবার ব্যাবস্থা ছাঁদে করলেও তাদের কেউই এই সময়টাতে ছাঁদে যেতে চাইলো না। যেতে চাইলো'না না, যেতে দিলো তাসফি। এত ভারী শাড়ি পড়ে ছাঁদে উঠতে পারবে না রূপা, এটা বলেই আঁটকে দিলো সবাইকে। তাসফির কথায় সামান্য মজা নিলো

সবাই, রাজিও হয়ে গেল তার কথায়। একে একে ডাইনিং রুমের দিকে যেতে লাগলো সবাই।সোফায় বসে ছিলো তাসফি রূপা। তাসফি উঠে দাঁড়িয়ে রূপাকে সামনে যেতে বললো। রূপাও কোন বাক্য ব্যায় না করে এগোতে লাগলো তাসফির কথায়। দুই কদম এগিয়ে যেতেই হঠাৎ মাথায় ঝুলে রাখা ওড়নার কোণা পায়ের নিচে বেঁধে গেল মেয়েটার। মেঝেতে টাইলস ও নতুন জুতা হওয়ায় সহজেই স্লিপ কে'টে গেল রূপার পা। পিছনের দিকে শরীরের পুরো ভার ছেড়ে দিতেই পিছন থেকে তাকে ধরে ফেললো তাসফি, একহাতে কোমর জড়িয়ে নিজের

কাছে টেনে নিলো রূপাকে। উৎকণ্ঠা স্বরে বলে উঠলো,"রূপা ঠিক আছো তো? লাগেনি তো পায়ে?"

হঠাৎ ভয়ের তাড়নায় দ্রিমদ্রিম শব্দের সুর তুললো রূপার বুকে, মুখ ফুটে বলতে পারলো না কিছু। নিজেকে গুটিয়ে তাসফির বুকের অতি নিকটে দু'হাতে তাসফির হাত সহ বুকের কাছটায় চেপে ধরলো। এতক্ষণে তাসফির বলা কথায় তাকিয়েছে সবাই তাদের দিকে, বোঝার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে হঠাৎ তাসফির বলা কথাগুলোর মানে। কিঞ্চিৎ কেঁপে উঠলো রূপা, তাকে উদ্দেশ্য করে

তাসফি আবারও,“দেখি বসো তো এখানে। পায়ে লাগছে কি-না দেখাও আমাকে।”

বলেই রূপার কোমর ছেড়ে সেন্টার টেবিলেই বসিয়ে দিলো, নিজেও হাঁটু গেঁড়ে বসে পড়লো তার সামনে। রূপার পায়ে হাত দিতে নিতেই সামান্য চমকে উঠলো মেয়েটা, পায়ে হাত দিতে বাঁধা দিলো তাসফি কে।

বাড়ির বড়রা নিজেদের কাজেই ব্যস্ত ছিলো, এদিকে তাদের নজরই এলো না যেন।

তাদের কাছে এগিয়ে এলো রিমি। তাসফি কে উদ্দেশ্য করে বলে উঠলো,“তাসফি ভাই, কি হলো ওর? হঠাৎ এভাবে পড়ে গেল কেন.....
”

“পড়বে না? এতটুকু মেয়ে এত ভারী শাড়ি গহনা সামলাতে পারবে বলে তোর মনে হয়? এত কিছু কে পড়াতে বলেছে তোদের?”
বেশ জোরেই বলে উঠলো তাসফি। রূপার পা এগিয়ে নিয়ে পায়ের দিকে তাকাতেই যেন অধিক মেজাজ খারাপ হলো তার। রিমি কিছু বলতে নিলেই তাকে থামিয়ে দিলো তাসফি। বললো,
“দেখ, এত উঁচু জুতা পড়িয়ে রেখেছিস আর বলছিস পড়ে গেল কেন? এই পিচ্চি মেয়ে এত উঁচা উঁচা জুতা সামলাতে পারে?”“ওর তো অভ্যাস আছে ভাইয়া। তাছাড়া বিয়ের

দিনেই তো একটু সাজবে, তাই না? এইদিন কি আর পাবে, বলো?”

এগিয়ে এসে বলে উঠলো রিফা। এদিকে কপালে ভাঁজ ফেলে সবটা দেখে চলেছে রূপা। হুট করে বিষয়টা ঘটে যাওয়ায় সে নিজেও যেন কিছু বুঝতে পারে নি। অনেকেই ভয় পেয়ে গিয়েছিলো। যতক্ষণে সবটা তার আয়ত্তে এলো ততক্ষণে বোনদের হয়ে কিছু বলতে চাইলো রূপা। কিন্তু সুযোগ দিলো না তাসফি। বলে উঠলো,“এ্যাই মেয়ে! দেখি জুতা খুলো। বাসার মধ্যে এমন উঁচু জুতা পড়ে ঘুরতে হবে কেন?”

আশ্চর্য! হঠাৎ কি হলো ওনার? সামান্য এই কারণে জুতা খুলতে হবে কেন? নতুন বউ খালি পায়ে ঘুরবে, এটা কি ভালো দেখায়? তাছাড়াও এখন যদি জুতা খুলে তাহলে তাসফির বুকের কাছটায় এসে ঠেকবে সে, একদম তাসফির পাশে দাঁড়াতে পারবে না। এই মানুষ'টাকে এতটা লম্বা না হলেও হতো। না না, হাইটে একদম পারফেক্ট আছে মানুষটা, হয়তো সে নিজেই অত্যাধিক খাটো। নিজ ভাবনায় মসগুল হলো রূপা। রূপা কে চুপ থাকতে দেখে তাসফি আবারও,"কি হলে? আমার কথাটা কানে যাচ্ছে না? বেয়াদব মেয়ে।"

বলেই নিজ হাতেই জুতা খুলতে লাগলো রূপার পা থেকে। মেয়েটা বাঁধা দিলেও পরবর্তীতে আর শুনলো না তাসফি। কাজিনদের দিকে তাকালো রূপা। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মুখে টিপে হেঁসে চলেছে, রূপাকে তাকাতে দেখে সেই হাসির মাত্রা বৃদ্ধিও পেয়েছে। তাসফি নিজের কাজ শেষ করে উঠে দাঁড়াতেই সবাই হৈ হৈ করে উঠলো, একসাথে খোঁচাতে লাগলো তাসফি কে। তাসফি কথাগুলো গায়ে না মাখলে কথাগুলো ঘুরিয়ে রূপার দিকে ছুড়ে মা'রলো। সবার লজ্জা জনক কথাবার্তায় মাথা নিচু করে ফেললো মেয়েটা। বাকিটা সময় খালি পায়েই

কাটাতে হলো রূপাকে।তাসফি কে নিজের রুমে ঢুকতে দেখেই অস্বস্তির মাত্রা বৃদ্ধি পেল রূপার, সৃষ্টি হলো শরীরের মৃদু কম্পন। নিজেকে স্বাভাবিক করার চেষ্টা করলেও পুরোপুরি স্বাভাবিক করতে পারলো না। সে কি ভয় পাচ্ছে তাসফি কে? না... ভয় পাওয়ার তো প্রশ্নই আসে না, তবুও এমন কেন হচ্ছে। নিজের কাছেই প্রশ্ন করলো রূপা, কিন্তু উত্তর মিললো না। আবারও নিজেকে স্বাভাবিক করার প্রয়াস চালিয়ে গেল।তাসফিকে কি বলবে বা কি করবে সবটাই যেন গুলিয়ে ফেললো রূপা, ভুলে গেল রিমির বলা কথাগুলোও। শুধু মনে রইলো সালাম করতে

হবে তাসফি কে। আর সময় ব্যায় করলো না, এগিয়ে এসে দাঁড়ালো তাসফির সামনে। মুখে 'আসসালামু আলাইকুম!' বলে নিচু হয়ে পায়ে হাত দিতে গেল। ধরে ফেললো তাসফি। বলে উঠলো,"আরে, আরে কি করছো?"

"সালাম! সালাম করছি।"

"সেটা তো শুনতেই পেলাম, কিন্তু পায়ে হাত দিচ্ছো কেন?"

"পায়েই তো সালাম করতে হবে।"

"উফ্! এসব তোমায় কে বলেছে? মুখে বলেছো সেটাই ঠিক আছে, একদম পায়ে হাত দিয়ে সালাম দিবে না।""কিন্তু......"

"বললাম না, না। বুঝতে পারছো?"

মাথা ঝাকালো রূপা, বললো হ্যাঁ! বুঝতে পেরেছে। হাসলো তাসফি, মেয়েটার কাছে এগিয়ে এলো সামান্য। বলে উঠলো,

“আমাকে ভয় পাচ্ছো রূপা?”

“হু!”

বলেই আহাম্মক বনে গেল রূপা। সাথে সাথে মাথা দু'দিকে নাড়িয়ে ‘উঁহু!’ বলে উঠলো। রূপার কান্ডে হেঁসে উঠলো তাসফি।

বললো,“পাবেও না কখনো। আমাকে ভয় পাবার কিছু নেই। যেই ভয়টা আমাকে নিয়ে তোমার মনে চলছে সেটাও পাবার প্রয়োজন নেই। যতটা সময় প্রয়োজন ততটাই নাও, নিজেকে স্বাভাবিক করো, মানিয়ে নাও নতুন

জীবনের সাথে। আমার থেকে কোন বাঁধা নেই, তোমার কোন দায়বদ্ধতাও নেই।” বলেই একটু থামলো তাসফি। সেকেন্ডের মতো সময় নিয়ে আবারও,“এই বিয়েতে আমাদের পুরোপুরি মত না থাকলেও সামান্যতম হলেও আছে। হোক সেটা পরিবারের খুশিতে, ছোট মামা মামীর ইচ্ছে তে। যেভাবেই হোক আমরা এক হয়েছি, জুড়ে গিয়েছি একে অপরের সাথে। চাইলেও এর থেকে পিছু হাঁটতে পারবো না। পারবো?” “উহুঁ!”“হু! আমাদের আর সেই আগের সম্পর্ক নেই রূপা, নতুন পরিচয়ে নতুন একটা সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। পরিবারের

সবাই আমাদের এক করলেও আমাদের এই সম্পর্কটা টিকে রাখতে হবে আমাদেরই। হয়তো তারা বোঝাবে, সম্পর্ক'টা টিকে রাখতে বলবে কিন্তু দৃঢ় রাখতে হবে আমাদের। আমাদের এই নতুন সম্পর্কের মজবুত একটা ভিত তৈরি করতে হবে, হেলাফেলায় পিছু না হেঁটে এগিয়ে যেতে হবে।"বেশ মনোযোগ দিয়ে তাসফির কথাগুলো শুনলো রূপা, তার বলা কথাগুলোও বুঝতে পারলো। সত্যিই তো, তাদের সম্পর্ক তো সেই আগের মতো আর নেই। জুড়ে গিয়েছে নতুন এক সম্পর্কে, নতুন বন্ধনে। চাইলেও পিছু হাঁটতে পারবে না, দৃঢ় করতে

হবে। সামান্য চুপ থেকে তাসফি বলে উঠলো,“হুট করেই একটা সম্পর্কের স্থিতি হবে না রূপা, পর্যাপ্ত সময় লাগবে। আর সেটা আমাদের দুজনের ক্ষেত্রেই। ততদিনে না হয় একে অপরের প্রতি দ্বায়িত্বগুলো দিয়েই আমাদের সম্পর্ক’টা এগিয়ে নিয়ে যাই। বুঝতে পারছো কি বললাম?”

‘হু!’ বলে মাথা নাড়ালো রূপা। সে তাসফির কথাগুলো বুঝতে পারছে বোঝালো। তাসফি বললো,

“আমাকে অবান্তর ভয় পাবে না তো?”“হু! উহুঁ!”

হেঁসে উঠলো তাসফি। নিজের কান্ডে লজ্জা পেল রূপা। ধীর কণ্ঠে বললো,

“পাবো না ভয়।”

“আচ্ছা! এবার যাও, অজু করে এসো।”

“কেন?”

কোন জবাব না পাওয়ায় তাসফির দিকে তাকালো রূপা। বললো,

“না মানে, এখন তো নামাজের সময় শেষ। তাই.....”“নফল আদায় করবো একসাথে। প্রথম রাতে নাকি স্বামী স্ত্রীর একসাথে নফল আদায় করে দোয়া চাইতে হয়। যাও অজু করে আসো।”

বলেই নিজের প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকালো তাসফি। এদিকে বিষ্ময় নিয়ে তাকিয়ে রইলো রূপা, দেখতে থাকলো তাসফি কে। মুহুর্তেই উপলব্ধি করলো, এই মানুষটা চমৎকার! চমৎকার তার বোঝানোর ক্ষমতা। শিক্ষকতার পেশা অর্জন করার পরেই কি ওনার এই গুণগুলো বিকশিত হয়েছে, না-কি এই মানুষ'টাকে সে কখনো লক্ষই করে নি। হ্যাঁ! হবে হয়তো। স্বামী রুপে এই মানুষটাকে সামনে পেয়েই হয়তো নতুনভাবে আবিষ্কার করতে পারছে তাসফি নামক এই মানব'টিকে।"কি হলো? দাঁড়িয়ে আছো কেন? যাও।"

“কিছু খুঁজছেন?”

“হু!”

তাসফির পকেট হাতড়ানো দেখে জিজ্ঞেস করলো রূপা। অনেকটা আন্দাজেই জিজ্ঞেস করেছিলো সে। এবার বলে উঠলো, “আমাকে বলেন, আমি দেখছি না হয়।”

“হু! না, ওটা মনে হয় আমার রুমেই আছে, আমি আনছি। তুমি যাও, অজু করে আসো।”বলেই দরজা খুলে বেড়িয়ে গেল তাসফি। এদিকে বোকার মতো রইলো রূপা। কি এমন জরুরি জিনিস যে এক্ষুনি বেরিয়ে গেল সেটা আনতে?

সেদিকে আর মাথা ঘামালো না রূপা। সোজা ওয়াশরুমে ঢুকে গেল। বোনরা মিলে তাকে আগেই বিয়ের শাড়ি পাল্টে হালকা শাড়ি পড়িয়েছিলো। তাই আর ফ্রেশ হওয়ার ঝামেলাও করতে হলো না।“আজকে এত সকালে রেডি হয়েছিস কেন তাসফি? কোথাও যাবি?”
ডাইনিং টেবিলে সকলের খাবার মাঝেই ছেলেকে জিজ্ঞেস করে রেহেনা। সকাল সকাল ফর্মাল ড্রেসআপে ডাইনিং টেবিলে বসেছে বলেই কেন জানি কৌতুহল হলো তার মনে। যতই হোক মায়ের মন তো।

খাবার মাঝেই মায়ের দিকে তাকালো তাসফি। মায়ের সাথে আরও কয়েক জোড়া চোখ যে তার দিকেই নিবদ্ধ সেটাও খেয়াল করলো। পাশে থাকা রূপার দিকে একবার চোখ বুলিয়ে আবারও ময়ের দিকে তাকিয়ে,“ঢাকা যাচ্ছি আম্মু, ভার্সিটিতে যেতে হবে একবার।” সহসায় কেউ কিছু বললো না। তাসফির কথায় সবাই রূপার দিকে নজর ফেললো। সবার নজরবন্দী হওয়ায় যে কেউ ভাববে তাদের চোখে রূপায় হয়তো অপরাধী। কেউ কিছু না বললেও চুপ থাকতে পারলেন না তাসফির বাবা তওহিদ সাহেব। বেশ জোরেই বলে উঠলেন,“আশ্চর্য! তাসফি। গতকাল বিয়ে

করেছো, আর আজ নতুন বউ রেখে চলে যেতে চাইছো। এটা কেমন কথা?”বাবার কথায় সেদিকে তাকালো তাসফি। বিরক্তি ভাব ফুটে উঠলো। রেহেনা ছেলেকে উদ্দেশ্য করে বললো,

“তাই তো তাসফি, বিয়ের পরেরদিন সকালে এভাবে চলে যাবার মানে কি? তোর না ছুটি আছে।”

“ছিলো মা, কিন্তু এখন আর নেই। ফোন করে জানিয়েছে, যেতে হবে।”কেউই ঠিক বিশ্বাস করতে চাইলো না তাসফির কথা। মনে মনে সবাই ভেবেই নিলো, মুখে বললেও রূপার সাথে বিয়েটা ঠিক মেনে নিতে পারে নি

তাসফি, রূপাও সহজভাবে নেয় নি তাকে। গত রাতে দুজনের মাঝে ঠিক কিছু একটা হয়েছে, আর সেটার রেশ ধরেই নিজেকে দূরে রাখতে চাইছে তাসফি। সবার নিশ্চুপতার মাঝে তাসফির বাবা বেশ জোরেই বলে উঠলেন,

“যেতে হবে না কোথাও, বাহানাও দিতে হবে না। তুমি যে ইচ্ছে করেই যেতে চাইছো সেটা বেশ বুঝতে পারছি। মেয়েটাকে একা ফেলে যাবার মানে কি বুঝি না ভাবছো?”“আশ্চর্য! তোমরা সবাই থাকতে ও একা কেন হবে? আর এই বাসা কি ওর জন্য নতুন, যে থাকতে ভালো লাগবে না।”

“এতকিছু আমি শুনতে চাইছি না তাসফি। গতকাল বিয়ে হয়েছে, আজকে তোমার চলে যাওয়াটা সোভা পায় না।”

“বললাম তো আমার যেতে হবে, কাজ আছে ও....”

“তোর বাবা ঠিক কথায় বলছে তাসফি। যাওয়া ঠিক হবে না তোর। এখন বিয়েটা হয়েছে তোর। মানতে না চাইলেও মানতে হবে, দ্বায়িত্ব নিতে হবে ওর। এভাবে এড়িয়ে যেতে.....”মায়ের কথা আর শুনতে ইচ্ছুক নয় তাসফি, মাঝখানেই থামিয়ে দিলো। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা রূপার দিকে তাকিয়ে,

“ওরর সম্পন্ন দ্বায়িত্ব এখন আমার, যে দ্বায়িত্ব আমি কখনোই এড়িয়ে যেতে পারবো না। পারবো না কি, চাইও না। এরপর তোমাদের যা ভাবার সেটাই ভাবো।”বলেই আর দাঁড়ালো না তাসফি। দ্রুত পায়ে প্রস্থান করলো সেখান থেকে। এদিকে নিরাশ হয়ে বসে রইলো সবাই। ক্ষণ সামান্য পর রূপার বড় বাবা উঠে চলে গেলেন। তাসফির বাবাও রাগে গজগজ করতে করতে ডাইনিং রুম ছাড়লেন। সবটায় চুপচাপ দেখো গেল রূপা। তার কিছু বোঝার আগেই যেন সবটা ঘটে গেল। সামনে এসে দাঁড়ালো বড়মা। বড়মার দিকে তাকাতেই উনি বলে উঠলেন,

“কি হয়েছে তোদের মাঝে?”
“কই? কিছু তো হয় নি বড়মা।”“আমার কাছে কিছু লুকাস না মা। কিছু না হলে তাসফি কখনোই এভাবে যেতে চাইবে না। জানি, বিয়েটাতে তোর মত ছিলো না, আমাদের খুশিতেই রাজি হয়েছিস। এখন এই সম্পর্ক’টাও এগিয়ে নে, মেনে নে তাসফি কে।”
“সত্যিই কিছু হয় নি বড়মা। উনি তো.....”
আমলে নিলো না রূপার কথা। তাকে থামিয়ে দিয়ে বলে উঠলো,
“রাতে কি হয়েছিলো তোদের মাঝে? কিছু বলেছিস ওকে, সেটা নিয়ে রাগারাগি করেছে

তাসফি? সকালেও ওভাবে বের হলি রুম ছেড়ে।”“এসব কিছু না বড়মা, সবটাই তো ঠিক আছে।”

তবুও যেন শাহানা বেগম ঠিক বিশ্বাস করতে পারলেন না রূপার কথা। ভেবেই নিলেন তাদের কিছু বলতে চাইছে না মেয়েটা। রেহেনা ইশারায় চুপ করতে বললো বড় ভাবীকে। রূপাকে যেতে বললো তাসফির কাছে। যদি তার কথায় আজকের দিনটা অন্তত থেকে যায়।

এদিকে রূপা ঠিক কি বলবে বুঝতে পারলো না। বাড়িসুদ্ধ লোকের ধারাণা’টা যে ভুল, সেটাও বোঝাতে পারলো না। সকালে তো

নিত্যদিনের মতোই বেড়িয়েছিলো রুম ছেড়ে। সবাই তো ঠিক আছে তাদের মাঝে।সবেই রুম থেকে বেড়িয়ে ডাইনিং রুম পেরিয়ে রান্নাঘরের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে রূপা। তখনই সামনে পড়লো তার বড়মা। রূপাকে দেখেই উপর থেকে নিচ পর্যন্ত চোখ বুলিয়ে নিলো। বলে উঠলো,

“কি রে রূপা, এভাবে কেন বেরিয়েছিস তুই?”

“কেন বড়মা, কি হয়েছে? আমি তো এভাবেই থাকি।”

“থাকিস, কিন্তু আজকে? আজকের দিনটা অন্তত এভাবে থাকিস না?”ঠিক বুঝতে

পারলো না রূপা। নিজের অবুঝপনার পরিচয় দিয়ে জিজ্ঞেস করলো, “কেন?”

“শোন মেয়ের কথা। কেন মানে কি? কালকেই তোর বিয়ে হয়েছে, বাড়িতে এখনো আত্মীয় স্বজনরা রয়ে গেছে। আর তুই বলছিস কেন?”

এবার হয়তো কিছুটা আন্দাজ করতে পারলো রূপা। বড়মা দীর্ঘ শ্বাস ছেড়ে আবারও বলে উঠলেন, “কামিজ পড়ে বেড়িয়েছিস ঠিক আছে, কিন্তু এভাবে হাত কান খালি করে বের হবি, এটা কোন কথা? যা, একটা শাড়ি পড়ে কিছু গয়নাগাটি পড়ে আয়। যতই হোক

এবাড়ির মেয়ে, তবুও আজকের দিনটা একটু।”

“ঠিক আছে, যাচ্ছি আমি।”তখন আর কোন কথা বাড়ায় না রূপা, বড়মার কথায় রুমে চলে যায় শাড়ি পাল্টাতে। বড়মার কথাটা যে কতটা যুক্তিসম্মত সেটা তখনই বুঝতে পারে। যতই হোক সে এই বাড়ির মেয়ে, তবুও বাড়িতে আসতে থাকা প্রতিবেশীদের কিছু বলতে তো সময় লাগবে না।সে সময় নিজের রুমে গিয়ে আর তাসফির দেখা পেল না রূপা। সে রুম ছাড়া অবধি ঘুমিয়েই ছিলো মানুষটা, এখন হয়তো নিজের রুমেই গেছে। সেদিকে আর মাথা ঘামালো না সে। দরজাটা

আটকে দিলো, হালকার মধ্যে একটা সুতির মতো শাড়ি নিয়ে পড়ে নিয়েছিলো। তারপর হালকা কিছু গহনা পড়ে বেড়িয়ে এসেছিলো রুম ছেড়ে।ডাইনিং রুমে আসতেই দেখে বড় বাবা, ফুপা সহ তার দুই চাচা ও আরও এক ফুপা বসে পড়েছে ডাইনিং টেবিলে। সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকে চাচি ফুপির সাথে দাঁড়িয়ে যায় সেও। তখনও বাড়ির ছোটরা, মানে কাজিন মহলের কেউই উঠে নি। সকালের নাস্তা দিতেই আগমন ঘটে তাসফির। সবার সাথে বসে পড়ে চেয়ার টেনে। তখনই পাশে থেকে চাচী ফুপুরা তার পাশে গিয়ে দাঁড়াতে বলে রূপাকে, ছেলেটার কি লাগবে তা দেখতে

বলে। অগত্যাই তাসফির পাশে এসে দাঁড়াতে হয় রূপার, সাথে তার দুই ফুপিও এসে বসে পড়ে চেয়ার টেনে।সামান্যক্ষণ যেতেই ছেলেকে ভালোভাবে খেয়াল করেন রেহেনা। সকাল সকাল এভাবে কোথায় যাচ্ছে ছেলেটা সেটা ভাবেন, মনে প্রশ্নটা চেপে রাখতে না পেরে বলেই ফেলেন, এভাবে যাচ্ছে'টা কোথায়। তখনই এই ছোটখাটো ঝামেলার সৃষ্টি।তাসফির রুমের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে রূপা। বড়মা ও ফুপির কথাতেই আসতে হয়ছে তার। যদিও সে জানে তাসফি তার কথা শুনবে না, তবুও তাদের মন রক্ষার্থে'ই এসেছি।

আর কিছু না ভেবে দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলো রূপা, কিন্তু দরজার সামনেই দাঁড়িয়ে গেল। মুহুর্ত ব্যায় না করে চোখ মুখ খিঁচে সাথে সাথেই বেরিয়ে এলো। বেশ শব্দ করেই দরজা আটকে দিলো। কেমন জানি অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছে রূপা। পড়ারই কথা।তার নিজেরই তো বোঝা উচিত ছিলো, এই রুম এখন কিছু মানুষরুপী বান্দরের দখলে। আর তারা ঘুমালে যে ঠিক কিভাবে থাকে, সেটাও বোঝা উচিত ছিলো। ভাইদের একেক জনের জামাকাপড় বিহীন ঘুমাতে দেখে আর থাকলো না রূপা। ভাবলো তাসফি ভাইয়া কোথায় যেতে পারে? তার রুমে? যদিও সিওর না,

তবুও এগুলো তার রুমের দিকে। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকতেই পেয়েও গেল তাকে।
বিছানায় বসে মোবাইলে কিছু করছে। তার সামনে এসে দাঁড়ালো রূপা। তখনো তাসফির পুরো ধ্যান মোবাইলই নিবদ্ধ। কিন্তু মেয়েটা তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে সেটা ঠিকই বুঝতে পেরেছে।
মিনিট পাঁচের অতিক্রম হলেও যখন রূপাকে কোন কথা বলতে শুনলো না, তার সামনে থেকে সরতেও দেখলো না তখন মোবাইলেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বলে উঠলো,"কি বলবে?"
"হু!"

ছোট করে জবাব দিলো রূপা। তাসফি তার দিকে না তাকিয়েই বললো,

“কি? বলো।”

“বাসার সবাই ভাবছে আমাদের মাঝে কিছু হয়েছে। আমি আপনাকে কিছু বলেছি, আপনি রাগারাগি করেছেন। আর সেজন্যই চলে যেতে চাইছেন।”এবার মোবাইল থেকে মনোযোগ সরলো তাসফির। সুপ্ত নিশ্বাস ছেড়ে মাথা তুললো, দৃষ্টি নিবদ্ধ করলো রূপার পানে। মেয়েটাকে দেখে যেন একটু চমকেই উঠলো তাসফি। এভাবে যে কখনো দেখা হয়নি তাকে। রমনীর সুশ্রী মুখপানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলো, কিন্তু স্থির রাখতে পারলো না। তবুও

লাল শাড়ি পড়া তার বউয়ের মুখপানে থেকে চোখ সরালো না। সত্যিই তো মেয়েটাকে লাল শাড়িতে বউ বউ লাগছে, পরিপূর্ণ নারী বলে মনে হচ্ছে। কিছু একটা আছে। এই মেয়েটার মাঝে নিশ্চিত কিছু একটা আছে, যা গত দুই দিন থেকে তাকে নীরবে খুব গোপন ভাবে ঘায়েল করে যাচ্ছে।“বড়মা আর ফুপি পাঠালো আপনার কাছে, আপনাকে আটকাতে।”

ঘোর কাটলো তাসফির, ছুটে গেল ভাবনা। রূপার দিকে তাকিয়েই আবারও সুপ্ত নিশ্বাস ছাড়লো। বলে উঠলো,

“আশ্চর্য! তারা কি বুঝতে পারছে না, আমার কাজ থাকতে পারে। এভাবে জেদ করার মানে কি?”
“ওই যে, সবাই ভাবছে আমার সাথে.....
”“তোমার সাথে রাগারাগি করেছি, এই তো? আরে বিয়ে করেছি বউের সাথে রাগারাগি করার জন্য? না-কি বউয়ের সাথে ঝগড়া করার জন্য? আমার বউ আমি দেখবো, আমিই সামলাবো। যেখানে আমার বউ কিছু বলছে না সেখা ওদের এতো মাথা ব্যাথা কেন আমি যাওয়াতে।”কথাগুলো বেশ জোরেই বলে উঠলো তাসফি। হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো রূপা। এতটা স্বাভাবিক ভাবে তাসফি

যে ওকে ‘আমার বউ, আমার বউ’ বলবে সেটাই যেন ভাবতে পারে নি। সত্যিই তো, সে তাসফি নামক এই ব্যাক্তিটির বউ। তা বলতে দ্বিধা নেই। নিজেকে স্বাভাবিক করে নিলো রূপা। বলতে লাগলো,

“কিন্তু সবাই যখন বলছে, তখন..... না, মানে খুব জরুরি কাজ কি?”

জবাব দিলো না তাসফি। সহসায় কিছু বললোও না। সামান্যক্ষণ চুপ থেকে বলে উঠলো,“তুমি? তুমি কি চাও?”

“হু?”

“তুমি কি চাও, থেকে যাই?”

“আমিইই তো..... বাসার সবাই যখন এত করে বলছে, তখন আজকের দিনটা অন্তত থেকে যেতেন।”

“উহুঁ! সবার কথা বলছি না আমি। তুমি কি চাও সেটাই জানতে চাইছি।”অবাক হলো রূপা। তার কাছে কেন জানতে চাইছে, তার মতামত কি এতটাই গুরুত্ব তাসফির কাছে? কি বলবে বুঝতে পারলো না। তাসফি আবারও একই কথা জিজ্ঞেস করলো, জানতে চাইলো তার কাছে। দ্বিধায় পড়লো রূপা। কি বলবে সে? সত্যি বলতে কোন এক অদ্ভুত কারণে সে নিজেও চায় না তাসফি চলে যাক, থাকুক আরও একটা দিন তাদের সাথে। কিন্তু

সেই বাক্য মুখে আনতেও যেন অস্বস্তি হতে লাগলো। তাসফি আবারও একই কথা জিজ্ঞেস করলো, শুনতে চাইলো রূপার মুখে। অনেকটা ইতস্তত করলো রূপা, শেষমেশ মিনমিনে গলায় বলেই উঠলো,
“আজকের দিনটা থেকে যেতেন।”কিছু বললো না তাসফি। আবারও নিজের মোবাইল হাতে নিয়ে কিছু করতে লাগলো। মিনিট পাঁচের পর কাউকে ফোন দিয়ে উঠে গেল বিছানা ছেড়ে, বারান্দার দরজার কাছে গিয়ে কথা বললো কারোর সাথে। কথা শেষে এগিয়ে এলো, বিছানায় মোবাইলটা রেখে রূপার দিকে তাকালো। ততক্ষণেও রূপা

সেখানেই দাঁড়িয়ে ছিলো, পর্যবেক্ষণ করছিলো তাসফিকে। যদিও বুঝতে পারে নি কার সাথে কথা বললো সে।তাসফি রূপার দিকে একবার তাকিয়ে শার্টের ইন খুলতে লাগলো। বলে উঠলো,

“যাও, তোমার ফুপি আর বড়মাকে বলে আসো, কোথাও যাচ্ছি না আমি।”সুখপাখিটা হুট করেই যেন ধরা দিলো তার মনে, ডানা ঝাপটিয়ে উড়তে শুরু করলো মুহুর্তেই। সুখ সুখ অনুভূতি তীব্র থেকে তীব্রতর হতে লাগলো, সেই সুখময় অনুভূতি'টা স্পষ্ট হলো ঠোঁটের কোণে। সেভাবেই ঠোঁটে একরাশ হাসি ঝুলিয়ে রুম ছেড়ে বেড়িয়ে এলো রূপা।

সোজা হয়ে যেতে লাগলো ডাইনিং রুমে।তার আগেই বসার ঘরে বড়মা ও ফুপিকে দেখে থেমে গেল, এগিয়ে এলো সেদিকে। বড়মা ও ফুপির সাথে আরও দুই ফুপি ও চাচীকে দেখতে পেল। তাদের সামনে দাঁড়িয়েই মুখের হাসিটা বন্ধ করে ফেললো রূপা। তার কথাতে তাসফির থেকে যাওয়াটা যেন সে কল্পনাও করতে পারে নি, যখন করতে পারলো তখন চোখে মুখে এক উচ্ছ্বাস নেমে এলো। সেটায় যেন নিজেকে সামলে নিলো রূপা। তাকে দেখে রেহেনা বলে উঠলো,“কি হয়েছে মা? তাসফি কি আবারও তোকে বকাবকি করেছে?”

সাথে সাথে মাথা ঝাঁকিয়ে উঠলো রূপা, বোঝালো কিছু বলে নি। তিনি আবারও,

"তাহলে?"

বলতেই চোখে মুখে বিষন্নতা ছেয়ে গেল রেহেনার। আবারও বলে উঠলেন,

"ও কি বেড়িয়ে পড়ছে রূপা? ইস্! ছেলেটা আমার কিছু মুখেও দিলো না, এভাবেই বেড়িয়ে যাচ্ছে। কয়েকদিন তো খাওয়াটাও হবে না ঠিকঠাক।""চিন্তা করো না ফুপি, তোমার ছেলে কোথাও যাচ্ছে না।"

"মানে?"

বিস্ময় দিয়েই বলে উঠলেন রেহেনা। রূপার কথাটা যেন মস্তিষ্কে ধারণ করতে পারেন নি

তিনি। ফুপির পাল্টা প্রশ্নে সামান্য হাসলো রূপা। বলে উঠলো,

“মানে তোমার ছেলে ঢাকায় যাচ্ছে না ফুপি। কোথাও যাচ্ছেন না উনি, বাসাতেই আছেন।”

“কি বলছিস মা? সত্যিই যাবে না। কি বললো তোকে?”

“বললো যাচ্ছি না কোথাও, ওদের বলে দাও।”চোখ দুটো হালকা ভিজে উঠলো রেহেনার। রূপার দিকে তাকিয়েই জড়িয়ে ধরলো তাকে। কপালে আলতো ভাবে ঠোঁট ছুঁইয়ে বলে উঠলো, “আমি জানতাম, তোর কথা ঠিকই শুনবে। দেখিস এভাবেই সবটা ঠিক হয়ে যাবে। রাতের জন্য কষ্ট পাস

না।””কিন্তু ফুপি, রাতে আমাদের মাঝে কিছু হয় নি। উনি তো রাগারাগি করেন নি আমার উপর।”
“তোমার ফুপিকে সেটা বোঝানো সম্ভব নয়। নিজের ধারণায় নানান কিছু বুঝে নিয়েছে, সেটা না হলেও ফলাতে চাইছে।”
ডাইনিং রুমে এসে হুট করেই কথাটা বলে উঠলো তাসফি। সেদিকে তাকালো সবাই। জামা কাপড় পাল্টে এসেছে তাসফি। সেটা দেখে সবাই যেন নিশ্চিত হলো এবার। রূপা কে উদ্দেশ্য তাসফি বলে উঠলো,
“এতকিছু না বুঝে খেতে দিতে বলো তোমার ফুপিকে খেতে দিতে বলো।”

“তোরা ভালো থাকলে আমাদের আর ভাবতে হবে না। আয়, বস। খাবার দিচ্ছি।”হালকা হাসলো তাসফি। এগিয়ে এসে চেয়ার টেনে বাসলো। রেহেনাও এগিয়ে এলেন ছেলের কাছে, মাথায় আলতো ভাবে হাত বুলিয়ে, “একে অপরকে সময় দে বাবা, বোঝার চেষ্টা কর, এগিয়ে নিয়ে যা তোদের এই সম্পর্কটা। তখন আর আমাদের কোন চিন্তা থাকবে না।” বলেই রান্না ঘরে চলে গেল রেহেনা। তাসফি মাথা ঘুরিয়ে রূপার দিকে তাকালো, মেয়েটাও তার দিকে তাকিয়ে আছে। তাকে দেখেই চোখ ফিরিয়ে নিলো। হাসলো তাসফি, মাথা ঘুরিয়ে সামনে তাকিয়ে ঠোঁটের হাসিটা প্রসস্থ

হলো।“কি রে রূপা, এই লকেট’টা কবে কিনলি? সুন্দর লাগছে কিন্তু।”
রিমার কথা কর্ণপাত হতেই একহাত গলায় গেল রূপার, আর দৃষ্টি গেল তাসফির দিকে। দুপুরের খাওয়া দাওয়া শেষে আড্ডায় মেতেছিলো সবাই। বাইরে কোথাও যাবার প্ল্যান করলেও তা হয় নি। বিয়ের পরেরদিন রূপাকে কোথাও যেতে দিবে না বাড়ির সবাই। যতই হোক বাড়ির মেয়ে, নতুন বউ তো। গ্রমের এই প্রচলন মেনেই না করে দেয় শাহানা বেগম। যেতে হলে তারা যাক, কিন্তু রূপা কে কোথাও যেতে দিবে না। এরপর আর কেউ কিছু বলার সাহস পায় নি। যাবার

প্ল্যানও আগামীকাল করে বাসাতেই আড্ডায় মেতে উঠে সবাই। এর মাঝে রূপার গলায় নজর যায় রিমার। হঠাৎ নতুন কিছু দেখেই বলে উঠে সবার মাঝে।এতক্ষণে সবার নজর পড়েছে রূপার দিকে, কিন্তু রূপার নজর রয়ে গেছে তাসফির দিকে।

"আরে তাই তো, আগে তো দেখি নি এটা। কবে নিলি?"

রিফার কথায় এবার যেন বেশ বিপাকে পড়লো রূপা। তাকালো তার দিকে। কি বলবে রিফাপু কে? যে এটা তাসফি ভাইয়া দিছে, কি ভাববে তখন? ভেবেই যেন অস্তিত্ব শুরু হলো রূপার মাঝে। তাসফির সাথে যে

এখন তার ভাইবোন ছাড়াও অন্য সম্পর্কে জুড়ে গেছে, সেটা বেশ ভালোই উপলব্ধি করতে পারলো। কই? এর আগে যখন তাসফি তাদের টুকটাক কিছু কিনে দিয়েছে তখন তো এতটা অস্বস্তিতে পড়তে হয় নি। নিরদ্বিধায় বলে দিয়েছে যে —এটা তাসফির দেওয়া। কিন্তু এখন? এখন কি বলবে সেটা নিয়েই দ্বিধায় পড়ে গেছে।লকেট'টা গতরাতে তাসফি'ই তাকে দিয়েছে। তাকে অজু করে আসতে বলে যখন রুম ছেড়ে বেড়িয়ে যায় তাসফি, তখন বেশ অবাক হয়েছিলো রূপা। মিনিট দুয়েক পর ফিরে এসে সেখানেই

দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি রূপাকে। তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বলে উঠেছিলো, “তোমাকে না বললাম অজু করে আসতে, এখনো দাঁড়িয়ে আছো কেন?”

“আপনি হঠাৎ কোথায় গিয়েছিলেন? হাতে কি ওটা?”

তাসফির হাতে ছোট প্যাকেট দেখে জিজ্ঞেস করেছিলো। তার কথার জবাব দেয় না তাসফি। বরং, “আগে অজুটা করে আসো।”বলেই তাড়া দেয় রূপাকে। তখন আর দাঁড়াতে পারে না মেয়েটা। চটপট অজু করে বেড়িয়ে আসে। নামাজের উদ্দেশ্য দাঁড়াতে চাইলে বাঁধা দেয় তাসফি। তার

হাতটা টেনে নিয়ে লকেট'টা তার হাতে ধরিয়ে দেয়। প্রচন্ড অবাক হয় রূপা, অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, এটা কি? তাসফি বলে উঠে—দেখো। লকেট'টা ভালোভাবে দেখে অবাকের চরম পর্যায়ে চলে যায় নেয়। বুঝতে পারে সেটা সোনার সাথে ডায়মন্ডের পাথর বসানো। আর সবচেয়ে যেতে যেটা অবাক করা বিষয়, সেটা হলো তার নামের প্রথম অক্ষর ডিজাইন করা।বেশ অবাক হয়েই দেখে রূপা। তাসফি কে বলে —এটা কেন? তাসফি তখন সময় না নিয়েই বলে উঠে,

“বিয়ের প্রথম রাতে না কি বউয়ের মুখ দেখে কিছু দিতে হয়। রিং দেখতে গিয়েছিলাম

তোমার জন্য, কিন্তু এটাতে যেন হঠাৎই আমার নজর আটকে গেল।”

রাতের করা ভাবনাগুলো থেমে যেতেই চোখে মুখে অসহায়ত্ব নিয়ে তাসফির দিকে তাকালো রূপা। বোঝাতে চাইলো —কি বলবো ওদের আমি। মেয়েটার না বলা কথাটা হয়তো খুব সহজেই বুঝে গেল তাসফি। সবাইকে থামিয়ে দিয়ে বলে উঠলো,

“হঠাৎ কি নিয়ে পড়লি তোরা? এগুলো সব বাদ। কালকে কোথায় যাবি বলে ভাবছিস?”মুহুর্তেই রূপার কথা যেন ভুলে বসলো সবাই। রাহাত বলে উঠলো,

“মমোইনে চলো ভাইয়া। নতুন কাপল তোমরা, প্রেম করার জন্য হেব্বি জায়গা তোমাদের জন্য।”

“তুই কেমনে জানলি? প্রেম করার জন্য হেব্বি জায়গা। গিয়েছিলি না কি গার্লফ্রেন্ড নিয়ে?”

সাগর কথাটা বলতেই সবাই তীক্ষ দৃষ্টিতে নজর ফেললো রাহাতের দিকে। আমতাআমতা করতে লাগলো রাহাত। মুহুর্তেই সবাই বুঝে গেল ব্যাপারটা আসলেই সত্যি। সবাই মিলে জেড়া করতে লাগলো রাহাত কে। রিফা বললো,“এ্যাই! তোর কত নাম্বার গার্লফ্রেন্ড নিয়ে গিয়েছিলি? ওই বাচ্চা’টাকে? যে প্রথম

দিন তোর সাথে দেখা করতে এসে কান্নাকাটি করেছিলো।”
“সে কি আর বাচ্চা আছে? আমাকেই তো কতকিছু শেখায়.....”
বলতেই নিজের ভুল বুঝতে পারলো রাহাত, চুপ হয়ে গেল। হেঁসে উঠলো বাকিরা। বিভিন্ন ভাবে খোঁচাতে লাগলো রাহাত কে।এর মাঝেই আড়চোখে তাসফির দিকে তাকালো রূপা। উনিও হাসছেন সবার সাথে, সেই হাসিতেই যেন বেশ প্রাণবন্ত লাগছে মানুষটাকে। হাসির দমকে সামান্য গজদাঁত বেড়িয়ে আসছে। ওনার গজদাঁত আছে? কথাটা ভেবেই যেন বিস্মিত হলো রূপা, অতি

আশ্চর্য! হয়ে তাকিয়ে রইলো তাসফির পানে। কই? আগে তো দেখে নি সে, না কি কখনোই খেয়াল করে নি? সামান্য চোখ ফিরিয়ে নিয়ে আবারও তাকালো তাসফির পানে। না.... এখন তো বোঝা যাচ্ছে না। মনোযোগ দিলো রূপা, দেখলো তাসফির হাসিটা। হ্যাঁ! এই তো। ব্যাপার'টা মুহুর্তেই যেন ধরতে পারলো রূপা। খুব কাছ থেকে মানুষটাকে দেখলেই যেন ব্যাপারটা নজরে আসে। ভেবেই কিঞ্চিৎ হাসলো রূপা। মনে মনে অজান্তেই বলে উঠলো,

"মাশাআল্লাহ! নজর না লাগুক।"রূপার বিয়ের এক সপ্তাহ পেরিয়ে গেছে। সবাই আপন

নীড়ে ফিরেও গেছে। তাসফি একদিন থাকতে চেয়েও আরও দু'দিন কাটিয়ে গেছে এখানে। টানা কয়েকদিন ছুটির পর ভার্সিটিতে রেগুলার ক্লাস পড়েছে তার। থাকা সম্ভব হয়ে ঐঠে নি। তাসফি যাবার পর রূপার ফুপি সহ সাহিল, সাগর, রাহাত, রিমা সহ বাকি কাজিনরাও চলে গেছে। সকালে রিমি শ্বশুর বাড়ি আর রিফা পড়াশোনার জন্য রাজশাহী চলে গেছে, রয়ে গেছে শুধু তার ফুপি রেহেনা। তিনিও ঢাকা চলে যাবেন আজ রাতের গাড়ি তে।ব্যাগপত্র দিয়ে বেরিয়েছে রেহেনা, তাকে নিতে এসেছে তাসফির বাবা। রূপারও সাথে যাবার কথা ছিলো, কিন্তু তাকে

নিচ্ছে না রেহেনা। তার কলেজ এখনও সপ্তাহ দুয়েক পর থেকে শুরু, তাছাড়াও তিনি চান না মেয়েটা তাদের সাথে যাক। ক্লাস শুরুর দু'দিন আগে তাসফি এসে যেন তাকে নিয়ে যায়, মনে মনে সেই প্ল্যান করে রইলেন। এতে ছেলেমেয়ে দু'টো আরও একটু কাছাকাছি আসার সুযোগ পাবে বলে। যাবার আগ মুহুর্তে রূপাকে জড়িয়ে ধরলো রেহেনা, নানান কিছু উপদেশ দিতে লাগলো। ফুপির আদরে চোখ ভিজে উঠলো রূপার। রেহেনা উপদেশ বাণী দিয়ে বলে উঠলো,"সাবধানে থাকবি। কলেজের কোন

কাজে যেতে হলে রাহাত কে সাথে নিবি, একা একা যাবি না কোথাও।”

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানালো রূপা। ফুপির কথা শুনবে বলে জানালো। রেহেনা আবারও বলে উঠলো,

“জামা-কাপড় খুব একটা নিবি না, তোর যেগুলো বেশি’ই প্রয়োজন সেগুলো সাথে নিবি। তাসফি এসে নিয়ে যাবে তোকে।”

বলেই একটু থামলেন। সেকেন্ডের মতো সময় নিয়ে আবারও বললেন,“আর হ্যাঁ! তাসফি কে পাঠাতে চাইলে একদম না না বলবি না, মুখ ফুটে একদম উচ্চারণ করবি না ‘বড়

বাবাইয়ের সাথে যাবো' । এই সুযোগে আরও একটু কাছাকাছি আসতে পারবি।"

এবার আর কিছু বললো না রূপা, তাসফির কথায় যেন কিছুটা লজ্জা এসে ভীড় জমালো তার কাছে। রেহেনা সবাইকে বিদায় দিয়ে বেড়িয়ে পড়লো তাসফির বাবার সাথে।

মোবাইলের রিংটোনের শব্দের মতোই সুর তুলে দ্রিমদ্রিম শব্দের প্রতিধ্বনিতে সুর তুলছে রূপার বুকে। খানিকক্ষণ আগেও সে স্বাভাবিক ছিলো, তবে মোবাইল বেজে উঠে তাসফির নামটা স্ক্রিনে ভেসে উঠতেই হঠাৎ এই পরিবর্তন তার মাঝে। তাকিয়ে রইলো মোবাইলের দিকে, ভাবতে লাগলো –এই

মানুষটা হঠাৎ দু'টো সপ্তাহ পর ফোন দিলো কেন? কি বলতে চায়?এর মাঝেই কল'টা কেটে গেল, নতুন ভাবে আবারও বাজতে শুরু করলো। এবার আর সময় ব্যায় করলো না রূপা, নিশ্বাস টেনে রিসিভ করলো ফোন। 'হ্যালো!' বলতেই অপর পাশ হতে ভেসে আসলো তাসফির গম্ভীর গলার কণ্ঠস্বর। "থাকো কই? ফোন দিলে পাওয়া যায় না কেন, হু?"অবাক হলো রূপা। 'ফোন দিলে পাওয়া যায় না কেন?' কথাটা এমনভাবে বললো যেন তার ফোনকল প্রতিদিন'ই আসে। কিন্তু এরকম কিছুই নয়। তাসফি ঢাকা যাবার পর প্রায় তিন সপ্তাহের কাছাকাছি, আর

আজকেই তার প্রথম কল এলো রূপার ফোনে। যদিও বিয়ের আগে অতিব জরুরি প্রয়োজনই তাকে কল দিয়েছে, কিন্তু বিয়ের পর তো এই প্রথম। কিন্তু তাসফির অধিকার সম্পন্ন কথায় যেন বেশ অবাক'ই মেয়েটা। আস্তে করে জবাবে বললো,"এখানেই আছি তো।"

"কতবার কল দিচ্ছি, উঠাও না ক্যান তাহলে?"

"কই? সবে একবার দিলেন, পরের বারেই তো রিসিভ করলাম।"

“ওও আচ্ছা! তারমানে ফোন সাথেই ছিলো, আমার কল দেখে রিসিভ করো নাই, তাই না?”

বলেই একটু সময় নিলো তাসফি। সেকেন্ডের মতো সময় নিয়ে আবারও বললো, “এ্যাই মেয়ে, তুমি কি আমাকে ভয় পাচ্ছো?”“কেন? ভয় পাবো কেন আপনাকে? মোটেও ভয় পাচ্ছি না আমি।”

হাসলো তাসফি। ফোনের অপর পাশ থেকেও রূপা আন্দাজ করতে পারলো তাসফির হাসিটা। রূপার ঠোঁটেও হাসি ফুটে উঠলো। কোন জা-নি হঠাৎই ভালো লাগছে তার, কেন লাগছে তা জানা নেই। সামান্য নীরবতার পর

তাসফি বলে উঠলো, “সেটা তো এখানে আসলেই বোঝা যাবে।”

“মানে?”

“মানে’টা তোমার ভাবতে হবে না। মামী কোথায়? সেটা বলো।”চুপ করে গেল রূপা, সহসায় কিছু বললো না। তার কাছে কল দিয়ে বড়মার খোঁজ নিচ্ছে? না কি সবটাই তার সাথে কথা বলার বাহানা? ঠিক বুঝতে পারলো না রূপা। বললো, “বড়মা? বড়মা তো বাইরে গেছে।”

“ফোন দিচ্ছি ধরে না কেন?”

“কি যে? আমি তো.....”

“আচ্ছা! মামী আসলে আমাকে কল দিতে বলো।”
“হু! কিছু দরকার?”
“না, ঠিক আছে। আমি কথা বলে নিবো।” বলেই একটু থামলো তাসফি। সামান্যক্ষণ চুপ থেকে আবারও বলে উঠলো, “বাসায় কি তুমি একা আছো?”
“হু! একাই আছি। কেন?”
“না, কিছু না। সাবধানে থেকো। রাখছি।”
“হু!”ছোট করে জবাব দিলো রূপা। তাসফিও সহসায় কলটা কাটলো না। খানিকটা সময় নিয়েই যেন কাটলো। এদিকে আঁটকে রাখা শ্বাস’টা ফুস করে ছেড়ে দিলো রূপা। বুকের

ধিপধিপ শব্দটা খানিক বাড়লো। কই? তাসফির সাথে কথা বলার সময় যে এমনটা হলো না? কিন্তু তার শেষ বলা 'সাবধানে থেকো' কথাটা কর্ণপাত হতেই কি হলো তার? কিন্তু কি হলো? উত্তর পেল না রূপা, আর না বুঝতে পারলো। কিন্তু ঠোঁটের হাসিটা যেন প্রসস্থ হলো। অদ্ভুত এক অনুভূতি ঝংকার তুলতে লাগলো মনে। যে অনুভূতির সাথে সে মোটেও পরিচিত নয়।"আপনিইই?"

"কেন? অন্য কাউকে আশা করেছিলে? এভাবে অবাক হচ্ছো কেন?"

কি বলবে রূপা? সে তো সত্যিই অবাক এই মানুষটাকে দেখে, আশাও করে নি তাকে।

করবেই বা কিভাবে? তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটার তো আসবার কথাও ছিলো না। ধীর গলায় রূপা বলে উঠলো, “না মানে, আমি তো..... ”

“মানে পড়ে শুনবো, সবার আগে ঠান্ডা পানি খাওয়াও। অনেক ক্লান্ত আমি।”বলেই ভেতরে ঢুকে গেল তাসফি। ড্রয়িং রুমে গিয়ে সোফায় বসে গা এগিয়ে দিলো। তাসফি যেতেই রূপার খেয়াল হলো। দরজাটা আঁটকে দিয়ে রান্নাঘরে এলো। চটজলদি ঠান্ডা পানি নিয়ে চলে এলো ড্রয়িং রুমে, তাসফির সামনে। হাতের গ্লাসটা এগিয়ে দিলো তাসফির দিকে। বিনাবাক্যে তা হাতে নিয়ে তাসফি এক

নিশ্বাসে পান করলো। রূপার কেন জানি মনে হলে হলো, এতটুকু পানিতে যেন তাসফির কিছুই হয় নি। বলে উঠলো,

“আর আনবো পানি? খাবেন?”

রূপার দিকে তাকালো তাসফি। অদ্ভুত এক হাসি ফুটে উঠলো তার ঠোঁটে। বললো, “না থাক, আর লাগবে না।”বিকেলের শেষ প্রহর। এই সময়েই এসেছে তাসফি। কিন্তু মোটেও আসার কথা ছিলো না তার। সেদিন তার সাথে ফোনে কথা বলার পর আরও কয়েকদিন কে’টে গেছে। রূপার কলেজে ক্লাস শুরু হবারও সময় হয়ে গেছে। তাকে নিয়ে যাবার কথা তাসফিকে বলতেই জানিয়ে দেয়

–সে আসতে পারবে না, ছুটি পাবে না ভার্সিটি থেকে। তাকে যেন বড় মামার সাথে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু হঠাৎ তাসফির আগমনে যেন কিছুটা অবাক রূপা। মুহুর্তেই সামলে নিলো নিজেকে, ভাবলো –ফুপি'ই হয়তো পাঠিয়েছে ওনাকে।শাহনা বেগম তাসফি কে দেখেই ওখানকার কথা জিজ্ঞেস করলেন, ভালোভাবে এসেছে কি না সেটাও জানতে চাইলেন। এতেই যেন রূপা বুঝে গেল বড়মা আগেই জানতেন তাসফির আসবার কথা। আর কথা বড়ালো না সে, চলে আসলো নিজের রুমে। ভাবতে লাগলো তাসফির কথা। এই মানুষটার আগমনে অজান্তেই সে

খুশি হয়ছে, সে নিজেও চেয়েছে তাসফি'ই যেন তাকে নিতে আসে। কিন্তু কেন? এর কারণটা তার জানা নেই।তাহলে কি এর সবটাই তাসফির সাথে বিয়ে নামক এক পবিত্র বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার কারণ? নিজের কাছেই প্রশ্ন করলো রূপা, সহসায় যেন এর উত্তর'টাও পেয়ে গেল। হ্যাঁ! তাদের বিয়ের পরেই তো সে তাসফি কে নিয়ে ভাবতে শুরু করেছে, তাকে নিয়ে অনুভূতি গুলোর অনুভব করছে প্রতিনিয়ত। হোক না সেটা ফুপির বলা কথায়।

হ্যাঁ! ঢাকা যাবার আগে রেহেনা তাকে বলেছিলো –তাসফি কে নিয়ে একটু ভাবতে,

তাদের সম্পর্ক নিয়ে ভাবতে। তবেই তো একে অপরের সাথে সহজ হতে পারবে। না চাইতেও রূপার ভাবনায় তাসফি ওতপ্রতভাবে জড়িয়ে পড়েছে, সেদিন তাসফির সাথে কথা বলার পর যেন আরও গভীর হয়ে উঠেছে তার ভাবনা।বেশিক্ষণ রুমে থাকতে পারলো না রূপা, ডেকে উঠলো বড়মা। তাসফি কি লাগে তা দেখতে। কোন প্রকার ভনিতা করলো না রূপা, বেরিয়ে এলো রুম ছেড়ে। সেদিন রাতে দু'জন আলাদাই থাকলো। পরদিন যাবার কথা থাকলেও যেতে দিলেন না শাহানা বেগম। তাসফিও আর 'না' করলো না। এই সুযোগে পরেরদিন গ্রাম থেকেও ঘুরে

এলো। তার পরদিন রাতের গাড়িতে তাদের যাবার কথা ছিলো বিধায় সকাল সকাল'ই রূপাকে সবকিছু গুছিয়ে নিতে বললো। রূপাও তাসফি কথামতো সবকিছু গোছাতে লাগলো। কিন্তু এতেই যেন বিপত্তি ঘটলো তার সাথে। রূপার কেন জানি মনে হচ্ছে সবকিছুই তার অতিব প্রয়োজন, আর সবকিছুই তার নিতে হবে। সবকিছু মানে একটা হিজাবের পিনও ফেলে রেখে যাওয়া চলবে না। এসবই ভাবতে ভাবতে পুরো বিছানা সহ ফ্লোরেও জামা কাপড় সহ সমস্ত'টা ছড়িয়ে বসে রইলো।এর মাঝেই কোন একটা কাজে রূপার রুমে আসলো তাসফি। আশ্চর্য! হলে দরজার

কাছেই দাঁড়িয়ে গেল। অবাকের সুর তুলেই রূপা কে, “এসব কি করছো রূপা?”
“ব্যাগ গোছাচ্ছিলাম। কিন্তু দেখেন না, আমার সবকিছুই লাগবে বলে মনে হচ্ছে, সবকিছুই প্রয়োজন পড়বে।”
তাসফির কথায় সেদিকে তাকিয়ে ধীর কণ্ঠে বলে উঠলো রূপা। একটু থেমে নিশ্বাস টেনে আবারও বলে উঠলো, “কিন্তু সবকিছু মিলে একটু বেশি বলে মনে হচ্ছে না?”হতাশার নিশ্বাস ছাড়লো তাসফি। এগিয়ে এলো রূপার সামনে। আস্ত একটা গাধী এই মেয়েটা। তার পুরো রুম উঠিয়ে নিয়ে যাবার প্ল্যান করছে,

আর বলে একটু বেশি? তবুও মনে হয়েছে। বলে উঠলো,

“একটু বেশি বলে মনে হলো তোমার? কই? আমার তো মনে হচ্ছে না।”

তাসফির ঠেস মা’রা কথাটা ঠিক বুঝলো না রূপা, মাথা নাড়িয়ে ‘মানে?’ জিজ্ঞেস করলো। সুপ্ত নিশ্বাস ছাড়লো তাসফি। বলে উঠলো,“পুরো রুম’টাই তো উঠিয়ে নিয়ে যাবার প্ল্যান করছো, আর মানে জানতে চাইছো রূপা?”

“না, আসলে এগুলো আমার প্রয়োজন পড়লে তখন..... ”

“তুমি জাস্ট বাসায় পড়ার জন্য কিছু সুতি জামা–কাপড় নেও, আর সাথে তেমনি কিছু জরুরি জিনিসগুলো।”

“সেই তো, এগুলো সবটাই তো আমার জরুরি। জামা–কাপড়, শাড়ি, হিজাব, জুতা, কসমেটিক, ব্যাগ এগুলো সবটাই তো আমার প্রয়োজন। ওখানে গিয়ে প্রয়োজন হলে আবার আসবো, বলেন? আমার তো সবটাই..... ”

“উফ্! রূপা, থামো এবার। জাস্ট কয়েকটা জামা নাও, ওখানে গিয়ে যা প্রয়োজন হবে তার জন্য আমি আছি।”

“কিন্তু আমি..... ”“বললাম না আমি আছি।”

চুপ করে গেল রূপা, আর কোন কথায় মুখ ফুটে বের করলো না। কিভাবেই বা করবে? তাসফির বলা ‘আমি আছি’ কথাটা যেন বারংবার তার কানে বাজতে লাগলো। এই ছোট্ট কথায় যেন কিছু একটা হলো তার। সত্যিই তো তাসফি নামের এই মানুষটা আছে তার সাথে, তার সবটা জুড়েই বসবাস করার জোগাড় চলছে।তাসফির কথা মতো কয়েকটা জামা–কাপড় সহ অতিব জরুরি জিনিস গুলো লাগেজের অর্ধেক টা ফাঁকা করেই নিলো। কিন্তু পরবর্তীতে এটা-ওটা দিয়ে লাগেজ’টা ভর্তি করে দিলেন শাহানা বেগম। আসার সময় বেশ কান্নাকাটিও করলেন। মেয়েটাকে

আবার কবে না কবে দেখতে পাবেন বলে। রূপাও বেশ কান্নাকাটি করলো। রূপার বড় বাবাও অশ্রুসিক্ত চোখে তাকিয়ে রইলো তার দিকে। তাসফি কে বারংবার দেখে রাখতে বললো মেয়েটাকে। সবটাই সামনে নিলো তাসফি। মামা মামীকে আশস্ত করলো, সামলে নিলো রূপাকে। সাড়ে দশটার মাঝেই রূপা কে নিয়ে বাসা থেকে বেড়িয়ে এলো তাসফি। বিগত পনেরো মিনিট অতিক্রম হতে চললো, তবুও একই ভাবে হাতের শক্তপোক্ত বাঁধনে রূপাকে জড়িয়ে আছেন তার ফুপি রেহেনা। তাদের দেখলে যে কেউ ভাববে এক যুগ পর তাদের দেখা, অথচ তাদের দেখা হওয়ার

ব্যাবধান ছিলো মাত্র দু' সপ্তাহের।তাদের দেখে সুপ্ত নিশ্বাস ছাড়লো তাসফি। বিরবির করে বলে উঠলো, "একই বংশের মেয়ে কি না, দুইটাই এক।"

বলবে না ই বা কেন? মাত্র কিছুদিনের ব্যাবধানে দেখা হয়েছে তাদের। তাতেই যেন তার মা হুতাশ করছে, কতদিন পর দেখা বলে। আর এই মেয়েটাও ফুপির আদরে আহ্লাদী হয়ে পড়েছে। সেও ফুপিকে জড়িয়ে বসে আছে। কিছু বললো না তাসফি। ব্যাগটা নিয়ে উপরে চলে গেল।ফুপিকে জড়িয়ে চুপ করে বসে আছে রূপা, মনে হচ্ছে বহুদিন পর ফুপির আদর পাচ্ছে। এখন থেকে অবশ্য

প্রতিদিনই পাবে। সে-সব ভেবেই যেন খানিকটা আবেগি হয়ে পড়েছে। কিন্তু তার মাঝে ভালোলাগাটা যেন অত্যাধিক ছিলো। ভালো লাগার কারণ হিসেবে তার ফুপির বলা একটা কথায় যেন যথেষ্ট ছিলো।

সারারাত জার্নির পর রাতের শেষ প্রহরে এসে ঢাকায় পৌঁছায় তারা। তারপর আবারও সিএনজি তে দেড় ঘন্টার জার্নি করে সকালে বাসায় এসে পৌঁছায়। বাসায় ঢুকেই রেহেনার দেখা পায় তারা, তাদের অপেক্ষা'তেই যেন ছিলো রেহেনা। ভেতরে ঢুকতেই ভালোভাবে আসতে পারছে তো, জানতে চায়। তারপরই রূপাকে জড়িয়ে ধরে, আলতো ভাবে কপালে

ঠোঁট ছুঁইয়ে বলে উঠে,“নিজের বাড়িতে, নিজের সংসার আপন করতে অবশেষে আসলি।”

“হু!”

অজান্তেই না কি মন থেকেই বেড়িয়েছিলো রূপার ‘হু!’ শব্দটা। এতেই বেশ আবেগি হয়ে উঠে রেহেনা। রূপাকে জড়িয়ে ধরে বসে পরে ড্রয়িং রুমে।

আরও বেশ কিছুটা সময় নিয়ে এটাওটা বলে রূপাকে ছেড়ে দেয় তার ফুপি। বলে ফ্রেশ হয়ে একটু রেস্ট নিতে। রূপাও ছেড়ে দেয় ফুপিকে, স্বাভাবিক করে নেয় নিজেকে। এদিক ওদিক তাকিয়ে নিজের ব্যাগটা দেখতে

না পেয়ে জিজ্ঞেস করে ফুপিকে। রেহেনা বলে উঠে,“তোর ব্যাগটা মনে হয় তাসফি উপরে নিয়ে গেছে। যা, গিয়ে ফ্রেশ হয়ে নে।”

“কিন্তু ফুপি উপরে কেন? আমি তো এখানে..... ”

কথার মাঝেই চুপ হয়ে গেল রূপা, বুঝতে পারলো নিজের ভুল। নিজের করা প্রশ্নে কিঞ্চিৎ লজ্জাও পেল। হেঁসে উঠলো রেহানা। রূপামার মাথায় হাত বুলিয়ে বলে উঠলো, “এখন তো তাসফির রুম’টায় তোর। ওখানেই তো থাকতে হবে। একদম অন্য রুমে থাকার ভাবনা মাথায় আনবি না।”

“হু!”“এবার উপরে যা, ফ্রেশ হয়ে নে। আমি খাবার ব্যাবস্থা করছি।”

আবারও মাথা ঝাকালো রূপা, সায় জানালো ফুপির কথায়। বাক্য ব্যায় না করে উঠে এলো সেখান থেকে।অসংখ্য বার এই ঘরে আগমন ঘটেছে রূপার, তবুও যেন অদ্ভুত এক অনুভূতি তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে। কিন্তু কেন? সেই উত্তর জানা নেই রূপার। হয়তো আজ থেকে এই ঘর তারও বলে, এই ঘর আর ঘরের মানুষটার প্রতি রূপার অধিকার জন্মেছে বলে। নানান ভাবনায় ঘিরে ধরলো তাকে, টিপটিপ প্রতিধ্বনিতে সুর তুলতে লাগলো তার বুকে।সেই সুরের তীব্রতা অধিক

করেই এগিয়ে যেতে লাগলো রূপা। আধো খোলা দরজার ঠেলে প্রবেশ করলো ভেতরে। বুকের টিপটিপ শব্দের সাথে মুহুর্তেই যেন নিশ্বাসের আনাগোনাও কিছুটা বাড়লো। এর মাঝেই হঠাৎ ভেসে আসলো চিরচেনা সেই কণ্ঠস্বর। বলে উঠলো,

“এতক্ষণ শ্বাশুড়ির আদর খেয়ে এখন হাসবেন্ডের কথা মনে পড়লো?”গায়ে পাতলা একটা গেঞ্জি, হাতে তোয়ালে। সেটা দিয়েই চুল মুছছে তাসফি। তাকে দেখেই মনে যাচ্ছে সদ্য গোছল সেরে বেড়িয়েছে। গায়ে লেগে থাকা বিন্দু বিন্দু পানির কোণা দ্বারা সেটাই যেন বোঝাচ্ছে। এদিকে তাসফির হঠাৎ বলা

কথায় হতভম্বের মতো রুমের মাঝেই দাঁড়িয়ে আছে রূপা। তাসফির বলা কথায় সে যেন পুরাই আশ্চর্য! হয়ে গেছে। হাসবেন্ড, শ্বাশুড়ি এই শব্দগুলো তার কাছে অকল্পনীয় ছিলো যেন।"কি হলো? ফ্রেশ হওয়ার ইচ্ছে নাই? এভাবেই দাঁড়িয়ে থাকবে?"

ঘোর কাটলো রূপার। আমতা আমতা করে বলতে লাগলো কিছু। তাকে থামিয়ে দিলো তাসফি, তাড়াতাড়ি ফ্রেশ হতে বলে তার ব্যাগটা দেখিয়ে দিলো। ফোঁস করে নিশ্বাস ছাড়লো রূপা, ব্যাগ থেকে একটা জামা হাতে নিয়ে বেশি যেতে লাগলো রুম ছেড়ে। সেদিকে খেয়াল হতেই তাকে থামিয়ে দিলো

তাসফি। বললো,“আরে, কই যাচ্ছো জামা হাতে।”

“আপনিই না বললেন ফ্রেশ হতে। তাই তো.....”

“তাহলে? বাইরে কেন যাচ্ছো?”

“আমি তো ওই রুমে....”

“আশ্চর্য! রূপা। তুমি কি গাধী?”

“আপনি আমাকে গাধী বলছেন? কোন দিক থেকে মনে হচ্ছে?”বেশ জোরেই বললো রূপা। তাতে কিঞ্চিৎ হেঁসে উঠলো তাসফি। মুহুর্তেই হাসি’টাকে সামলে নিলো। বললো, “তাইলে? এটা ছাড়া তো আমার মাথায় আর কোন ওয়ার্ল্ড আসছে না।”

বলেই একটু থামলো তাসফি। সেকেন্ডের মতো সময় নিয়ে আবারও বলে উঠলো,
“এতবড় রুমে ওয়াশরুমের দরজা’টা কি তোমার চোখে পড়ছে না?”মুহূর্তেই যেন নিজের ভুলটা বুঝতে পারলো রূপা। সামান্য লজ্জা পেয়ে তাসফির দিকে তাকালো। তার দিকেই তাকিয়ে আছে তাসফি, ঠোঁটে লেগে আছে হাসি। মনে মনে বলে উঠলো,
“উফ্! রূপা, তুই সত্যিই গাধী। থাকবি এ রুমে, আর ফ্রেশ হতে যাচ্ছিস অন্য রুমের ওয়াশরুমে?”
তবে তাসফি কে উদ্দেশ্য করে বলে উঠলো,
“না মানে, আসলে তো সবসময় ওই রুমেই

থাকা হতো, তাই অভ্যাস হয়ে গেছে।""আজ থেকে এই রুম'টাকে নিজের অভ্যাসে পরিণত করো। সাথে রুমে থাকা..... "

থেমে গেল তাসফি। ইচ্ছে করেই যেন কথাটার সমাপ্তি করলো না। তবে কিছুটা হলেও যেন সেই অসমাপ্ত কথাটা আন্দাজ করে নিলো রূপা। অবাকের রেশ নিয়ে তাকিয়ে রইলো তাসফির দিকে।

মিনিট দুয়েক সময় অতিক্রম হতেই যখন রূপা একই ভাবে দাঁড়িয়ে রইলো, তখন তাসফি তাকে আবারও তাড়া দিলো। রূপাও আর কথা বাড়ালো না, বুকের দ্রিমদ্রিম শব্দের প্রতিধ্বনি নিয়েই ওয়াশরুমে ঢুকে গেল।

ওয়াশরুমে ঢুকে কিন্তু মুহুর্ত নিজের হৃদপিণ্ডকে স্বাভাবিক করতে সময় নিলো রূপা। তারপর যখন হাতের জামা-কাপড় রাখতে নিলো তখনই খেয়াল হলো তোয়ালে তো সে আসে নি। উঁহু! ব্যাগ থেকে নয়, বাসা থেকেই আনে নি। তাসফির কথা মতো জাস্ট প্রয়োজনীয় কিছু আনবার চক্করে যে আরও কতকিছু প্রয়োজনীয় জিনিস সে আনে নি, সেটা ভেবেই মন খারাপ হলো। আর কিঞ্চিৎ পরিমাণ রাগ এসে জমা হলো তাসফির প্রতি। আর দাঁড়ালো না ওয়াশরুমে। মুখটা গোমরা করে বেড়িয়ে এলো, দাঁড়িয়ে পড়লো তাসফির সামনে।এতক্ষণে নিজের মনোযোগ মোবাইলে

নিবদ্ধ করেছে তাসফি। যখন বুঝতে পারলো কেউ এসে তার সামনে দাঁড়িয়েছে, তখন মাথা তুলে চাইলো। রূপার করা গম্ভীর মুখখানা দেখে মাথা নাড়িয়েই জিজ্ঞেস করলো –কি হয়েছে? তাসফির ভাবভঙ্গিতে রূপা যেন আরও গভীর করে ফেললো মুখটা। বললো, “কি হবে? আপনার কথায় লাগেজ ফাঁকা রেখে মাত্র কয়েকটা জামা নিয়ে আসলাম, আর যেগুলো অতি প্রয়োজন সেগুলো আনলাম না।”“তোমাকে বলেছিলাম যেগুলো বেশি প্রয়োজন সেগুলোই সাথে নিতে।” “হ্যাঁ! আমিও তো সেটাই বলেছিলাম, সবকিছুই তো আমার প্রয়োজন হয়।”

“আচ্ছা, আচ্ছা রিলাক্স! বিকেলে তোমাকে নিয়ে বের হবো। যা যা লাগবে নিয়ে নিও।” তাসফির কথায় কিছুটা দমে গেল রূপা। পরমুহূর্তেই ফ্রেশ হবার কথা ভাবতেই মনে পড়লো তোয়ালের কথা। বলে উঠলো, “কিন্তু এখন? আমি গোছল করবো না? তোয়ালে’ই তো আনি নি।”সহসায় কিছু বললো না তাসফি। সামান্যক্ষণ চুপ করে থাকলো। ভাবলো কিছু একটা। তারপর পাশে থেকে তার তোয়ালে’টা রূপার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে, “আপাতত এটা ইউজ করো। বিকেলে নিয়ে নিও।”

“কিন্তু আপনার টা....”

“নিতে পারো না? সমস্যা আছে?”

“না মানে....”

“গো ফাস্ট! সারারাত জার্নি করার পরও যে এভাবে কিভাবে আছো?”আর কথা বলার সুযোগ পেল না রূপা। হাতের তোয়ালে’টা তার হাতে ধরিয়ে দিলো তাসফি, জলদি করে ফ্রেশ হতে বললো। সমস্ত দ্বিধা সরিয়ে ওয়াশরুমে চলে গেল রূপা। মনে মনে ভাবলো —সামান্য তোয়ালেই তো, তাছাড়া পুরো মানুষটার প্রতি’ই তো তার অধিকার জন্মেছে, তার জিনিস ব্যাবহার করতে তো বাধা নেই।

ফ্রেশ হয়ে রুমে থাকতে পারে নি রূপা, সরাসরি নিচেই চলে এসেছিলো। হয়তো তাসফির রুমে থাকতে হবে বলেই। খাওয়া দাওয়া শেষে সময়টা ফুপির সাথেই কাটিয়েছে, ফুপার সাথেও নানান গল্পে কাটিয়েছে। এর কিছুটা সময় তাসফিও তাদের সাথে ছিলো।বিকেলের তাসফির মতোই শপিংয়ে নিয়ে যায় রূপা কে, যাবতীয় সবটাই কিনে দেয়। যদিও মেয়েটা নানান ভাবে বারণ করে গেছে তাসফি কে। তার থেকে এতকিছু কিনে নেবার জন্যই অস্বস্তি হচ্ছিলো সেটাও বুঝিয়েছে তাসফি কে।

তাসফিও তাকে ধমকের সুরে চুপ করিয়ে দিয়েছে। বলেছে,

“আগের কথা সব বাদ। এখন তো তুমি আমার বউ, আমার দ্বায়িত্ব, আর এগুলো তোমার অধিকার। সো! চুপচাপ যা লাগবে নিয়ে নিবা, এত ভাবতে হবে না। আমি আছি তো।”

ব্যাস! এরপর আর কোন শব্দ উচ্চারণ করতে পারে নি রূপা। শুধু দেখছিলো তাসফি কে, আর অনুভব করছিলো তার প্রতি তাসফির অধিকার।“আমার সময় নেই আম্মু, থাকলে ওকে কলেজে নামিয়েই যেতাম।”

“সামান্য দেরি হলে তোর ভার্সিটি উড়ে যাবে না তাসফি। একই রাস্তায় যাচ্ছিস, ওকে নিয়ে গেলে সমস্যা কোথায়?”
“উফ্! আম্মু বোঝার চেষ্টা করো। আজকে ফাস্ট ক্লাস’টা আমার আছে।”
তাসফির কথাতে হাল ছাড়লেন না রেহেনা। তিনি যেন ভেবেই নিয়েছেন যে ভাবেই হোক তাসফির সাথেই রূপা কে পাঠাবেন।মাঝে কেটে গেছে তিনটা দিন। আর্জকে কলেজের প্রথম দিন রূপার। ভার্সিটিতে এডমিশন দিয়েছিলো মেয়েটা। কিন্তু ভার্সিটিতে পড়াটা হয়তো তার ভাগ্যে ছিলো না। কিছু নাম্বারের জন্য চান্স’টা আসে নি। তারপর’ই এখানকার

সরকারি নামি কলেজে তার এডমিশন'টা হয়ে যায়। ভর্তির সময় বড় বাবার সাথেই এসেছিলো সে। টুকটাক অনেকটাই তখন চিনিয়ে দিছেন তিনি। তবুও মেয়েটাকে একটা ছাড়তে রাজি নয় রেহেনা। ঢাকা শহরের সবটাই তো নতুন রূপার জন্য। তাসফির সাথেই মেয়েটাকে পাঠাবেন বলে মনস্থির করলেন।"একদিন নিস না ক্লাস, তাতে কি? তাছাড়া মেয়েটাকে কার সাথে পাঠাবো? তুই 'ই সাথে যাবি।"
অনেকটা জেদ দেখিয়েই বলে উঠলো রেহেনা। এবার যেন বেশ বিরক্ত হলো তাসফি। বললো,

“আশ্চর্য! আম্মু। ভার্সিটিতে জয়েন করেছি মাত্র কয়েক মাস হলো। এর মাঝে এত এত ছুটি, বিয়ের সময়ও তো কতদিন ছুটিতে থাকলাম। এরপরও বলছো আজকে না যেতে?”বলেই একটু থামলো তাসফি। সেকেন্ডের মতো সময় নিয়ে আবারও বলে উঠলো, “তাছাড়া আব্বু তো আজকে বাসাতেই আছে। আব্বুকে বলো, নয়লে তুমি যাও। আমার সত্যিই আজ হবে না।” বলেই আর দাঁড়াতে চাইলো না তাসফি। তাড়াহুড়ো করে হাতঘড়ি দেখে বেড়িয়ে যাবার উদ্যোগ নিলো। দুই কদম পা ফেলে থেমে

গেল, পিছন ফিরে রূপার দিকে তাকালো।
বললো,
"ক্লাস শেষ হলে কোথাও যাবা না, আমি গিয়ে নিয়ে আসবো। ফোন অন রাখবা।"
বলেই আর দাঁড়ালো না, আর না জবাব দেবার সুযোগ দিলো। পিছন থেকে রেহেনা ডেকে উঠলো ছেলেকে, কিন্তু কোন কথা কানে না নিয়েই বেড়িয়ে গেল তাসফি।
পড়াশোনার অর্ধেকটা শেষ করেছে তাসফি। ইলেকট্রনিক ইন্জিনিয়ারিং শেষ করেছে প্রায় বছর হতে চললো। তারপর'ই পাবলিক ভার্সিটিতে লেকচারার হিসেবে ঢুকেছে পাঁচ থেকে ছয় মাস হতে চললো। স্কলারশিপে

দেশের বাইরে যাবার কথা থাকলেও তার মোটেও দেশের বাইরে যাবার ইচ্ছে নেই। দেশেই থেকে বিসিএস'টা দিতে চায়।

এতক্ষণ নীরব শ্রোতা হয়েই যেন দাঁড়িয়ে ছিলো রূপা। কিছু বলেও লাভ হয় নি তার, বারংবার তাকে থামিয়ে দিয়েছে রেহেনা। এবার ফুপিকে বলে উঠলো,“আমি একাই যেতে পারবো ফুপি।”

“হয়ছে তোমার একা যাওয়া। তারপর হুটহাট রাস্তা ভুলে কোথাও চলে যাবি, আর ছেলে এসে আমাকে বলবে —আম্মু আমার বউ কোথায়? তাড়াতাড়ি বউ এনে দাও।”

ফুপির কথায় হাসলো রূপা। তাসফির কথা শুনে কিঞ্চিৎ লজ্জাও পেল। ফুপি কে বাঁধা দিয়ে বললো,

“তোমার ছেলে মোটেও এমন বলবে না।”মোবাইলে একবার সময়টা দেখে নিলো রূপা। অনেকটা সময় পেড়িয়ে গেছে, কিন্তু এখনো তাসফি তাকে নিতে আসে নি। এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ভীষণ বিরক্ত সে। কলেজের প্রথম দিন হওয়ায় শুধু পরিচয় পর্বই ছিলো, হালকা করে ক্লাস নিয়েই ছাড়া হয়েছে। তার সাথেও টুকটাক কয়েক জনের পরিচয় হয়েছে, সবাই চলে যাবার পর থেকেই তাসফির অপেক্ষা করে চলেছে সে।

ভাবলো, সে একাই চলে যাবে। কিন্তু পরমুহূর্তেই ফুপির বলা কথাটা মনে পড়লো যেন। সকালে রেহেনো'য় তাকে কলেজে রেখে গেছেন। যাবার সময় বারবার বলে গেছে, কোন মুহুর্তেই যেন একা ফেরার কথা না ভাবে। তাসফি যখন বলেছে তাকে নিতে আসবে, তো আসবেই।হাতে থাকা মোবাইলের দিকে তাকিয়ে ভাবলো, তাসফি ফোন করবে। হয়তো তাকে নিতে আসবার কথা খেয়ালেই নেই। হবে হয়তো। কথাটা ভাবনায় এনেই কল দিলো তাসফি কে। রিং হয়ে কেটে যাবার আগ মুহুর্তেও রিসিভ হলো না। অধিক বিরক্ত এসে যেন ধরা দিলো তার চোখে

মুখে। বিরক্তির রেশ নিয়েই আবারও কল দিলো। সামান্যক্ষণ রিং হতেই কেউ একজন তার সামনে এসে দাঁড়ালো। মাথা উঁচিয়ে সামনে তাকাতেই দেখতে পেল হাসি মুখে দাঁড়িয়ে থাকা তাসফি কে। তাকে দেখেই কানে থেকে ফোনটা নামিয়ে নিলো। বলে উঠলো,"এতক্ষণ ফোন দিচ্ছিলাম আপনাকে। ফোন কোথায় আপনার?"

"ইস্! ক্লাস নিতে গিয়ে সাইলেন্ট করে রাখছিলাম, একদম ভুলে গেছি।"

"কোনটা?"

প্রশ্ন'টা ঠিক ধরতে পারলো না তাসফি। ফিরতি জিজ্ঞেস করলো,"মানে?"

“মানে, কি ভুলে গেছেন? ফোন জেনারেল করতে, না কি আমাকে?”

রূপার কথায় সামান্য হাসলো তাসফি। সহসায় জবাব না দিয়ে খানিকটা সময় নিলো। তারপর সুর তুলে বলে উঠলো,

“নিজেকে আমি ভুলতে পারি, তোমাকে যাবে না ভোলাআ.....!”“কি হলো? এভাবেই দাঁড়িয়ে থাকবে?”

“না, কিন্তু..... ”

“কি কিন্তু কিন্তু শুরু করছো? বাসায় যাবা না?”খানিকটা বিরক্তির সুরে’ই বলে উঠলো তাসফি। তার কথায় আবারও আমতা আমতা করতে লাগলো রূপা। বাসায় তো সেও যেতে

চায়, কিন্তু সমস্যা তো অন্য জায়গায়। এই যে, তাসফি তার বাইকে বসে আছে, আর তাকে উঠতে বলছে। মূলত এটাই তো তার সমস্যা। না.... এমন নয় যে রূপা এর আগে কখনোই বাইকে উঠে নি, অসংখ্য বার বাইকে উঠেছে সে। কোন প্রয়োজনে বাইরে গেলেই বড় বাবার বাইকে গেছে সে। কিন্তু তাসফি? তাসফির বাইকে কখনোই ওঠা হয় নি তার, সেই সাথে তাসফির এই বাইক। যেটা দেখেই রূপার মনে বিপদের আশঙ্কা জাগছে।নানান কিছু ভাবলো রূপা, বুঝতে পারলো বাইকে না উঠেও কিছু করার নেই তার। তাসফির কথায় মাথা ঝাকালো মেয়েটা, অতঃপর অনেকটা

সাহস জুগিয়ে উঠে বসতে লাগলো। রূপার বাইকে ওঠার গতিতে কিছুটা হলেও আন্দাজ করে ফেললো হয়তো তাসফি। বললো,
“ভয় পাচ্ছো রূপা?”
“উহুঁ! একদমই না।”
সামান্য হাসলো তাসফি। হালকা মাথা বাকিয়ে রূপার দিকে তাকানোর চেষ্টা করে, “আচ্ছা! ভালোভাবে ধরে বসো আমাকে।”বলেই বাইক চালাতে শুরু করলো তাসফি। হঠাৎ এভাবে বাইক চলতে শুরু করবে সেটা ভাবতেই পারে নি রূপা। কিঞ্চিৎ ভয় পেয়ে এক হাতে ব্যাগ ও অপর হাতে তাসফির পিঠের

কাছ'টায় শার্ট খামচে ধরলো মেয়েটা। বলে উঠলো,

"এতো জোরে কেন? প্লিজ! ধীরে চালান।"

সামনের আয়না দিয়েই রূপার দিকে তাকালো তাসফি। মেয়েটার ভাবভঙ্গি দেখে সামান্য হাসলো। বাইকের স্পিড কমিয়ে আনলো না, বরং একই গতিতে চালাতে লাগলো। বলে উঠলো,"ভয় লাগছে?"

"নাআআ! তবুও ধীরে চালান, প্লিজ! এত জোরে যাচ্ছেন কেন? এক্সিডেন্ট হয়ে যাবে তো।"

"আরে কিছু হবে না, ভয় পাচ্ছো কেন? আমি আছি তো পাগল।"

এরপর আর শব্দ উচ্চারণ করতে পারলো না রূপা। সামান্য ভয়ের রেশ থাকলেও সেটাও গায়েব হয়ে গেল তাসফির বলা কথাটায়। মনোযোগ সম্পন্ন পড়লো তাসফির কথায়, অদ্ভুত এক অনুভূতি হতে লাগলো। এভাবে ঠিক কতটা সময় অতিক্রম হলো বুঝতেও পারলো না রূপা। বাইক'টা যখন নিজ গন্তব্যে এসে থামলো তখনই খেয়াল এলো তার। অজান্তেই বলে উঠলো, "এসে গেছি? এত তাড়াতাড়ি চলে আসলাম?""ইয়েস! ম্যাডাম। কেন? এত তাড়াতাড়ি আসা উচিত হয় নি বুঝি?"

বলেই একটু থামলো তাসফি। রূপা বাইক থেকে নামার মাঝেই সেকেন্ডের মতো সময় নিয়ে আবারও বলে উঠলো, “আচ্ছা বুঝলাম, ঘুরতে চাইছিলে?”

“একটু বেশিই বুঝছেন, তাই না? আমি মোটেও ঘুরতে চাই নি।”

এবার ঠোঁটের হাসিটা যেন প্রসস্থ হলো তাসফির। আবারও একই সুর তুলে বললো, “আচ্চাআ.... বুঝলাম।”

“এবার কি বুঝলেন?”

“এটাই যে, বউয়ের বাইকের ভীতি কাটাতে হলে তাকে প্রতিদিন বাইকে নিয়েই বেরুতে হবে।”কে’টে গেছে সপ্তাহ দুয়েক। এই

অতিক্রম হওয়া দিন গুলোর মাঝেই ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে রূপার মাঝে। অন্য কেউ নয়, সে নিজেই যেন তার এই পরিবর্তনের উপলব্ধি করতে পারছে। উঁহু! ঢাকা শহরের আবহাওয়া গায়ে লাগার পরিবর্তন নয়, পরিবর্তন এসেছে তাসফির প্রতি তার মনোভাবের। হ্যাঁ! তাসফির প্রতিটি কথায়, কাজে এবং সেই মানুষটার প্রতি'ই যেন সে হারিয়ে যাচ্ছে, দূর্বল হয়ে পড়ছে প্রতিনিয়ত। শুরু দূর্বল'ই নয়, মাঝে মাঝে চোখেও যেন হারায় তাসফি কে। বাইরে থেকে আসতে সামান্যক্ষণ দেরি হলেই বারবার ঘড়ি দেখতে লাগে, অপেক্ষা করতে থাকে তাসফির জন্য।

পরমুহূর্তেই নিজের করা কান্ডে নিজেই হতভম্ব হয়ে যায়। এর কারণ যে তাসফির স্ত্রী হয়ে দ্বায়িত্ব পালন, এটা কিন্তু নয়। তার কাছে ব্যাপার'টা পুরোপুরি'ই ভিন্ন বলে মনে হয়। ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে তাসফি'কে নিয়েই ভেবে চলেছে রূপা। বিরবিরিয়ে আনমনেই বলে উঠে,

"ক্ষণিকের হলেও আপনি তো আমার জন্য নিষিদ্ধ মানব। কিন্তু সেই আপনাতেই কেন বারংবার আমাকে আকর্ষিত করছেন?"

আবারও ভাবনার অতলে তলিয়ে গেল রূপা, সেই ভাবনার কেন্দ্রবিন্দুতে তাসফি 'কেই রাখলো।

“কি ভাবছো গভীর মনোযোগে? কলেজে যেতে হবে না? লেট হয়ে যাচ্ছে তো।”
তাসফির কথায় কিঞ্চিৎ চমকে গেল রূপা, পরমুহূর্তেই সামনে নিলো নিজেকে। স্থির থাকা হাত দু’টো নিয়ে আবারও চুলগুলো মুছতে লাগলো, তাকালো তাসফির দিকে। মাত্রই গোছল সেরে বেড়িয়েছে তাসফি। ইতিমধ্যে গায়ের শার্ট’টাও পড়তে শুরু করেছে। তার দিকে তাকাতেই রূপা বলে উঠলো,“এই তো হয়ে গেছে। হিজাব’টা পড়ে নেই।”
আর কথা বাড়ালো না তাসফি। নিজের মতো রেডি হতে লাগলো। রূপা আড়চোখে তাকিয়ে

দেখতে লাগলো তাকে। সাদা শার্ট ইন করছে। ভেজা চুল গুলো লেপ্টে রয়েছে কপালের সাথে। গালে খোঁচা খোঁচা দাঁড়ি আর গলার বেশ খানিকটা জুড়ে বিন্দু বিন্দু পানির কোণা। এমতাবস্থায় গভীরভাবে তাসফিকে পর্যবেক্ষণ করতেই হঠাৎ কিছু একটা হলো রূপার, তাকিয়ে থাকতে পারলো না আর। চোখ দুটো ফিরিয়ে নিলো, শরীরের মৃদু কম্পনের রেশ নিয়েই নিজের চুলগুলো মুছতে লাগলো। হঠাৎই যেন খুব বাজে ভাবনাগুলো উঁকি দিলো তার মনে, নিজের করা ভাবনায় নিজেই আশ্চর্য! রকমের অবাক হল রূপা। বিরবির করে বলে উঠলো,“ছিঃ! রূপা, এতটা

ডার্টি মাইন্ড এর ভাবনা কবে থেকে ভাবতে শুরু করছিস?”

কলেজের সামনে তাসফি বাইক'টা থামাতেই নেমে পড়লো রূপা। বেশ বিরক্তি নিয়েই নিজের ব্যাগে হাত দিলো। উদ্দেশ্য তার ফোন নেওয়া। বাসায় থাকতে ডাটা অন করেছিলো, তারপর অফ করতে ভুলে গেছে। তার ফলেই একাধিক মেসেজের টুং টুং শব্দ তখন থেকে থামবার নাম'ই নেই। ক্লাসের কয়েক জনের সাথে বেশ সখ্যতা গড়ে উঠেছে রূপার। দু'জনের সাথে বন্ধুত্বের রুপও ধারণ করেছে যেন। তারা সবাই মিলিয়েই ক্লাসের সব আপডেটের জন্য মেসেঞ্জার গ্রুপ খুলেছে,

সেটাতেই অতিরিক্ত মেসেজের কারণে লাগাতার টুং টুং আওয়াজ তুলে যাচ্ছে।খানিক বিরক্তির রেশ নিয়েই ডাটা অফ করতে লাগলো রূপা, কিন্তু শেষ মেসেজ'রায় চোখ আঁটকে গেল। গ্রুপে ঢুকে কয়েকটা মেসেজ পড়েই বুঝতে পারলো তাদের ক্লাস হবে না, আর কেউ'ই আসবেও না। তার কারণ, গত পরশু তাদের নবীন বরণ। আর সেটারই আয়োজনে ব্যস্ত পুরো কলেজ। এবার খানিকটা আফসোস হতে লাগলো রূপার। বাসায় থাকতে মেসেজগুলো দেখলে তো আর কলেজে আসতে হতো না।

“এ্যাই মেয়ে, দাঁড়িয়ে আছো কেন?”হঠাৎ তাসফির বলা কথায় কিঞ্চিৎ হাসি ফুটে উঠলো রূপার ঠোঁটে, তাকালো পিছন ফিরে। তাসফি যে এখানেই ছিলো, সেটা তো সে ভুলেই বলেছিলো।

এগিয়ে এসে দাঁড়ালো রূপা। তাসফি জিজ্ঞেস করলো কিছু বলবে কি না। মাথা ঝাকালো রূপা, বোঝালো –না। বলে উঠলো,

“ক্লাস হবে না আজকে, কলেজে থেকে কি করবো?”

“কেন হবে না?”

“পরশু তো নবীনবরণ, তার'ই আয়োজন চলে।”“তাইলে? বাসায় যাবা?”

মাথা ঝাকালো রূপা, বললো –হ্যাঁ! বাসায় যাবে। সামান্যক্ষণ চুপ করে থাকলো তাসফি। তারপর বলে উঠলো,

“বাসায় ব্যাক করলে তো অনেকটা সময় যাবে, আমার তো লেট হবে।”

“আমি রিক্সা নিয়ে চলে যাবো, আপনি.....”তাসফির মোবাইল’টা শব্দ করে বেজে উঠতেই চুপ হয়ে গেল রূপা। সময় ব্যায় না করে ফোন রিসিভ করে কথা বলতে লাগলো তাসফি। কিছুটা সময় অতিক্রম হতেই হাসি ফুটে উঠলো তার চোখে মুখে। দেখতে লাগলো রূপা, পর্যবেক্ষণ করতে লাগলো তাসফি কে। হঠাৎ খুশি হবার

কারণটা ঠিক ধরতে পারলো না, তাসফির একপাক্ষিক কথা বলায় বুঝতেও পারলো না সারমর্ম। তবে তাসফির মুখে সারপ্রাইজ নিয়ে কিছু বলায় ভেবে নিলো কেউ তাকে সারপ্রাইজ দেবার প্ল্যান করছে।খানিকটা সময় নিয়ে কথা বলে মোবাইল রেখে দিলো তাসফি, রূপার দিকে তাকিয়ে সামান্য হাসলো। রূপা বলে উঠলো,

“আপনি ভার্সিটিতে যান, আমি রিক্সা নিয়ে চলে যাবো।”

“যেতে হবে না কোথাও। বাইকে উঠো।”

“মানে.... কেন?”

“আজকে আমার ভার্সিটিতে চলো, ঘুরে আসো।”তাসফির কথায় বাঁধা দেয় রূপা, যাবে না সেটাও জানিয়ে দেয়, কিন্তু তার কোন কথায় যেন কানে তুলে না তাসফি। তার সাথে যেতেই হবে বলে জানিয়ে দেয়। অবশেষে বাধ্য হয়েই রাজি হতে হয় রূপাকে। সেই সাথে মনের কোণে উঁকি দেয় একটা প্রশ্ন —তাসফি হঠাৎ তাকে তার ভার্সিটিতে নিয়ে যাবার জন্য একটা জোর করছে কেন?”কিছুটা অস্বস্তি নিয়েই এদিক ওদিক তাকাচ্ছে রূপা। বারংবার দেখে চলেছে তাসফি কে। মিনিট দশেক হতে চললো তাকে ক্যান্টিনে বসিয়ে

“তুমি একটু বসো, আমি এক্ষুনি আসছি।” বলে চলে গেছে তাসফি, মিনিট দশেক অতিক্রম হলেও আসার খবর নেই। রূপার অস্বস্তির কারণ অনেকেই কেমন নজরে তাকিয়ে আছে তার দিকে। থাকারই কথা। ক্যান্টিনের টিচারদের টেবিলটায় তাকে বসিয়ে গেছে তাসফি। তাতেও হয়তো কারোর নজরবন্দী হতো না রূপা, যদি না তাসফি তাকে এখানে বসিয়ে যেতো। তাসফির সাথে একটা মেয়েকে দেখেই যেন অনেকের কৌতুহলের শেষ নেই।সুপ্ত নিশ্বাস ছেড়ে নিজের মোবাইল'টা বের করলো রূপা। মোবাইলে মনোনিবেশ করলে হয়তো

খানিকটা সময় অতিক্রম হবে। সেটা ভেবেই মেবাই বের করে টিপতে লাগলো। মিনিট দুয়েক সময় অতিক্রম হতেই হঠাৎ ভেসে আসলো এক নারী কণ্ঠ। রূপা'কে উদ্দেশ্য করে বলে উঠলো,

"এই মেয়ে, কে তুমি? এখানে কি করছো?"চকিতে'ই মাথা তুলে তাকালো রূপা, সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলো দেখতে একটা মেয়েকে। আধুনিকতার সাথে তাল মিলিয়ে বেশ স্মার্ট বলা যায় মেয়েটাকে। নিজ ভাবনায় ভাবলো রূপা, এই মেয়েটা ভার্সিটির'ই টিচার হবে হয়তো। তাকে এই পাশ'টায় টিচারের টেবিলে বসে থাকতে

দেখেই হয়তো জিজ্ঞেস করছে –কি করছে? তবে কেন জানি সাজসজ্জা দেখে কিছুতেই রূপার মনে হচ্ছে না তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটা এই ভার্সিটির টিচার হবে। পরমুহূর্তেই নিজ ভাবনা ঝেড়ে ফেললো রূপা। কথা না বাড়িয়ে বলতে লাগলো তাসফির কথা,“আসলে আমি তো তাস....”

কথাটা শেষ করতে পারলো না রূপা, মাঝেই থামিয়ে দিলো। ভেসে আসলো অপরিচিত পুরুষ কণ্ঠস্বর।

“কিয়ানা! কি হয়েছে?”

এবার অপরিচিত কিছু দৃষ্টি এসে পড়লো রূপার প্রতি। তাকে টেবিলটায় বসে থাকতে

দেখে বেশ আশ্চর্য হলো যেন সেই দৃষ্টির মালিক গুলো। সেই আগের কণ্ঠের মালিক আবারও বলে উঠলো,

“আরে, এই মেয়েটা কে? তোর বোন টোন না কি? কই আগে তো বলিস নি, তোর বোন আসবে। দেখতে কিন্তু হেব্বি আছে দোস্ত।”“আরে চুপ কর, যাকে দেখিস তাকেই তোর ভাল্লাগে। আমিও তো এটাই জিজ্ঞেস করছিলাম, আমি চিনি না-কি?”

এতক্ষণে আরও দু’জন ছেলে ও মেয়ে রূপার সামনে এসে দাঁড়ালো। একজন ছেলে কিয়ানা নামক মেয়েটিকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠলো,

“চিনিস না তাহলে এখানে বসে আছে কেন? এখানে তো আমাদের বসার কথা, আমরা আসলে তো কর্ণারের এই টেবিল’টায় বসি।”“আচ্ছা চুপ কর, হয়তো ভুলে বসেছে, আমি দেখছি।”

বলেই সাথের ছেলেটাকে থামিয়ে দিল কিয়ানা। রূপার দিকে তাকিয়ে বললো, “তোমাকে দেখে তো স্টুডেন্ট বলে মনে হচ্ছে। এখানে কি করছো? এপাশে টিচার আর তাদের গেস্ট’রা বসে। তুমি ওই পাশ’টায় গিয়ে বসো।”

“কিন্তু আমাকে তো এখানেই বসতে বললো।”

“এখানে? এখানে কে বসতে বললো তোমায়। তাসফি কি বারন করে নি কাউকে?”রূপার কথায় কিছুটা অবাকই হয়েছিলো সবাই। সেই অবাকের রেশ ধরেই ধীর কণ্ঠে রূপাকে বলে উঠলো কিয়ানা। তারা ফ্রেন্ড’রা একসাথে আসলে এখানেই বসে, আর সেটা সবারই ভালোভাবে জানা। এই ভার্সিটির’ই স্টুডেন্ট কি না তারা। কিন্তু হঠাৎ একটা মেয়ে এসে তাদের জায়গা দখল করে ফেলেছে, এতেই খানিকটা অবাক সবাই। কিয়ানার মুখে তাসফির নামটা শুনে বেশ অবাকই হলো রূপা, অবাকের রেশ নিয়েই ভালোভাবে তাকালো কিয়ানার পানে। বলতে

লাগলো,“আমাকে তো উনি’ই এখানে বসতে বললো। কিন্তু আপনারা কারা?”

“উনি? উনি টা কে এখানে বসতে বললো?”

“উনিই মানে, আমাকে তো তাসফি ভা.....”

সামনে নজর পড়তেই থেমে গেল রূপা। দূর থেকে তাসফি কে দেখেই থেমে গেছে সে, বাকিটা উচ্চারণ করতে পারে নি। একটা ছেলের সাথে এদিকেই এগিয়ে আসছে। তাসফির সাথের ছেলেটার সাথে তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা সবাই অপরিচিত। সেই অপরিচিত ছেলের মাঝেই তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা একজন বলে উঠলো,“তাসফি?

তুমি বলতে চাইছো তাসফি তোমাকে বসতে বলেছে এখানে।”

“হু! উনিই তো আমাকে.....”

মাথা ঝাঁকিয়ে জবাব দিলো রূপা। তার কথায় আবারও যেন অবাক হলো সবাই। কিয়ানা তাকে জিজ্ঞেস করলো,

“তাসফি তোমাকে এখানে বসে বলেছে? চিনো তুমি ওকে?”

মাথা ঝাকালো রূপা, জানালো ‘হ্যাঁ!’ চিনে সে তাসফি কে। এতে যেন সবার বেশ কৌতুহল হলো রূপার প্রতি। জানতে চাইলো, “কিভাবে চিনো তুমি তাসফি কে? কে হয় ও তোমার?”এতক্ষণে তাসফি এসে দাঁড়িয়েছে

মাত্র। রূপা তার দিকেই তাকিয়ে আছে। বাকিরা পিছন ফিরে থাকায় তাসফি ও বাকি একজনের উপস্থিতি বুঝতে পারে নি কেউই। রূপার চুপ করে থাকায় আবারও সবাই জানতে চাইলো —কিভাবে জানে সে তাসফি কে। এদিকে কিছুটা দ্বিধায় পড়ে গেছে যেন রূপা। কি বলবে সে তাসফির কথা। ফুপাতো ভাইয়ের পরিচয় দিবে, নাকি তাদের মাঝে তৈরি হওয়া নতুন সম্পর্কের পরিচয় দিবে? তাসফির দিকে তাকাতেই চোখের ইশারায় বলতে চাইলো —কি বলবে? তাসফিও তাকে আশস্ত করে কিছু বলতে বললো। তাসফির ভরসায় কিছুটা হলেও যেন স্বস্তি পেল রূপা।

তবে কেন জানি তাসফিকে নিয়ে ফুপাতো ভাইয়ের পরিচয় দিতে মন চাইলো না রূপার, কিন্তু নিজের হাসবেন্ড বলেও পরিচয় দিতে পারলো না। হুট করেই বলে ফেললো,“ভাইয়া, উনি আমার ফুপাতো ভাইয়া হন।”

রূপার কথায় সবাই একে অপরের দিকে নজর বুলালো একবার। তারপর একজন বলে উঠলো,

“ওও আচ্ছা, তাসফির কাজিন তুমি।”

“আমাকে ভাইয়া ডেকে নিজের বাচ্চা কাচ্চার মামা বানানোর ব্যাবস্থা করছো? গাধী কোথাকার!”হুট করে তাসফির বলা কথায়

সবাই দৃষ্টি নিবদ্ধ করলো তার পানে, খানিকটা বিষ্ময় খেলে গেল সবার চোখে। রূপাও পিটপিট চোখে তাকালো তাসফির পানে। সে নিজেও তো তাসফি কে ভাইয়া বলে পরিচয় দিতে চায় নি, আবারও তাসফি যে তার স্বামী সেটাও কেন জানি মুখে আনতে পারে নি। তাই বলে তাসফি তাকে সবার সামনে তাকে গাধী বলবে? হু! বজ্জাত লোক একটা। মনে মনে বললো রূপা। এদিকে সবাই অবাকের সুর তুলে তাসফি কে জিজ্ঞেস করলো,

“মানে? কি বোঝাতে চাইছিস তাসফি?”“মানেএ এটাই যে, সি ইস্ মাই ওয়াইফ!”

আগের চেয়েও অধিক বিষ্ময় দেখা দিলো সবার চোখে মুখে, আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে রইলো তাসফির দিকে। তাসফি যেন খুব একটা পাত্তা দিল না, রূপার পাশে এসে দাঁড়ালো। একজন বলে উঠলো,

“ওয়াইফ? তুই বিয়ে করেছিস তাসফি? কিন্তু কবেএএ?”

হালকা হাসলো তাসফি, এক হাতে আলতো ভাবে রূপার কাঁধ জড়িয়ে নিলো। আড়চোখে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে বললো,

“এটাই তোদের সারপ্রাইজ! ”“শ্লা! বিয়ে করলি আর আমরা জানতেই পারলাম না। কেমনে বিয়ের টিকিট কাটলি?”

তাসফির বন্ধু সাদিক কথাটা বলতেই তাকে ইশারায় রূপার দিকে বোঝালো, নিজের মুখটাকে সামলে কথা বলতে বললো। তাসফির ইশারায় ‘ওও সরি!’ বলে চুপ হয়ে গেল সাদিক। তাসফি বলে উঠলো,

“হঠাৎ খুব কম সময়ের মাঝে ঘরোয়া ভাবেই হয়েছে। তুই তো দেশে ছিলি না, বাকিরাও আলাদা শহরে, চাইলেও কেউ বগুড়া যেতে পারতো না। ভাবলাম রিসিপশন যখন হবে তখনই জানাবো। কিন্তু তার আগেই.....”“তার

আগেই ঝটকা ‘টা দিয়ে দিলি? আমার নাদান ডিল’টা টুট টুট টুট..... ”

বেশ আফসোসের সুরেই তাসফি কে উদ্দেশ্য করে বলে উঠলো জাহিদ। তারা সবাইও তাসফির কলেজের বন্ধু। নিজ নিজ পেশার তাগিদে তাদের দূরত্ব অনেকটা, তবে সম্পর্ক’টা যেন সেই কলেজ লাইফের মতোই বিরাজমান। তাদের সবাই লেকচারার ও বিভিন্ন কোম্পানি জব করলেও সাদিক ডাক্তারি পেশায়। ডাক্তারি ডিগ্রি অর্জন করতে দেশের বাইরে যেতে হয়েছিলো তাকে। হুট করেই আসার পর তাসফি’কে জানিয়েছে।

সেই সুযোগেই ছোট খাটো এই প্ল্যান'টা করেছে তাসফি।
জাহিদ তার মতোই পাবলিক ভার্সিটির টিচার হিসেবে যুক্ত হয়েছে। কিয়ানা ও সিহাব ইন্টারন্যাশনাল কোম্পানি তে জব করে। আর তাদের মধ্য পায়েল জব করার ভাবনা না ভেবে সিহাবের সাথে সংসার করতে ব্যস্ত।
ইতিমধ্যে সবার সাথেই পরিচয় করিয়েছে রূপাকে। তারপরই সবাই ধরেছে তাসফি কে, একের পর এক প্রশ্ন করেই চলেছে তাসফিকে। কিয়ানা ও পায়েল কিছুটা ভাবও জমিয়ে ফেলেছে রূপার সাথে।
এদিকে জাহিদের কথায় সিহাব বলে উঠলো,

“আমাদেরও একই অবস্থা ভাই। আল্লাহর বান্দা একটা প্রেম তো দূরে থাক, বিয়ে পর্যন্ত করতে চায় নি। আর সেই কি না হঠাৎ একটা বউ নিয়ে আমাগো সামনে হাজির।”

সবাই হু হা করতেই হাসলো তাসফি। সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠলো,“সারপ্রাইজ!”

“শ্লা! রাখ তোর সারপ্রাইজ! ওও সরি! সরি!” বলেই রূপার দিকে তাকিয়ে দাঁত কেলিয়ে হাসার চেষ্টা করলো জাহিদ। তারপর আবারও বলে উঠলো,

“আর কয়েকদিন পর দু’জন বাচ্চাকাচ্চা কোলে নিয়ে আসতি, তারপর এসে আমাদের বলতি ‘সারপ্রাইইইইজ’!”

‘সারপ্রাইজ!’ কথাটা জোরেই বললো জাহিদ। এবার খানিকটা শব্দ করেই হেঁসে উঠলো তাসফি, সেই সাথে বাকিরাও। কিন্তু এভাবে কথাটা বলায় বেশ লজ্জায় পরলো যেন রূপা, মাথা নিচু করে ফেললো। তাসফির বেশ কাছেই বসে ছিলো সে, কথাটা শোনার পর অজান্তেই নিজেকে আরও গুটিয়ে নিলো তাসফির অতি নিকটে। সেটা সবার নজরে এলেই সবাই হালকা করে চেঁচিয়ে উঠলো, রূপাকে উদ্দেশ্য করে খোঁচাতে লাগলো

তাসফি কে।রূপার অপর পাশে ছিলো কিয়ানা, রূপার অবস্থা কিছুটা আন্দাজ করতে পারলো যেন। তাকেও তো এমন অনেক অনেক খোঁচানো সহ্য করতে হয়েছে এদের।
সবাইকে থামিয়ে দিয়ে কিয়ানা,
“উফ্! থামবি তোরা। তোদের এই স্বভাব'টা কি কখনোই যাবো না? আমাকেও তো কম জ্বালাস নি, এই মেয়েটাকে অন্তত ছেড়ে দে।”
বলতেই তাসফি, সাদিক, জাহিদ ও সিহাব একে-অপরের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলো। এরপর একসঙ্গে সুর তুলে বলে উঠলো,
“আমাদের এই বাজেএ স্বভাব কোনদিনও যাবে নাআআ....!”বলেই হেঁসে উঠলো সবাই।

এদিকে হতাশার নিশ্বাস ছাড়লো কিয়ানা। সে জানে তার বন্ধুগুলো ঠিক কেমন ধারার। সবাই অতি ভদ্র ভাবলেও একজন বন্ধু হয়ে খুব ভালোভাবেই জানে সে। রূপাকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠলো,

“আচ্ছা রূপা তুমি এই ফাজিল’টা বিয়ে করতে রাজি হলে কিভাবে? জেনে বুঝে তো একে কেউ গলায় ঝুলাবে না।”

আশ্চর্যের ন্যায় কিয়ানার দিকে তাকালো রূপা। বোঝার চেষ্টা করলো কাকে ফাজিল বললো কিয়ানা। অবশ্যই তাসফি’কে বলেছে, কিন্তু কেন? কিভাবে তাসফি’কে তার ফাজিল বলে মনে হলো তার? হ্যাঁ! তাদের কাজিন

মহলের আড্ডায় সবার দুষ্টুমি, ফাজলামি একাধিক থাকে, তাসফিও করে। কিন্তু মোটেও ফাজিল উপাধি দেওয়া যায় না। রূপার ধারণা তার দেখা ভদ্র, শান্ত ও সবচেয়ে গম্ভীর টাইপ মানুষটাই হলো তাসফি। আর সেই মানুষটার দিকেই যেন সে বারংবার আকর্ষিত হচ্ছে, প্রতিনিয়ত ঝুঁকে যাচ্ছে।কিছু বলতে গিয়েও গলায় স্বাভাবিকতা আনলো রূপা। কিয়ানা কে বলে উঠলো,

“আমাদের বিয়েটা তো ফ্যামেলির সিদ্ধান্তেই হয়ছে।”

“সে যাই হোক, সবসময় টাইটে রাখবা ওকে, একটু এদিকওদিক হলেই খবর নিবা।

আমার’টাকে তো এভাবে হাতে রাখি। ছেলে মানুষ, একটু ছাড়া পেলেই...... ”

কিয়ানাকে থামিয়ে ধমকে উঠলো যেন তাসফি। কটমট চোখে তাকিয়ে বলে উঠলো,“এ্যাই! আমার বউকে কি ভুজুংভাজুং বোঝাচ্ছিস?হু! একদম উল্টা কিছু ওর মাথায় ঢুকানোর চেষ্টা করবি না। নিজে তো বেচারা সৌভিক ভাইকে তো জ্বালিয়ে মা’রছিস, আমার বউটাকেও শেখাচ্ছিস? বেয়াদব!”

বলেই রূপার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলো তাসফি। বললো,“এ্যাই! ওর কথায় একদম কান দিবা না, উল্টা পাল্টা কিছু মাথাতেও ঢুকাবা না। মনে থাকে যেন।”

তাসফির কথায় বাঁধা দিয়ে কিছু বলতে চাইলো কিয়ানা। তবে তাদের থামিয়ে দিলো সাদিক। বলে উঠলো,

“উফ্! থাম তো তোরা। কি শুরু করছিস তখন থেকে।”

বলেই একটু থামলো। সেকেন্ডের মতো সময় নিয়ে তাসফি রূপাকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠলো,

“কিন্তু তখন যে রূপ.... মানে আমাদের ভাবি তোকে ভাইয়া কেন বললো? তোরা কি কাজিন?”

“হু!”তাসফি ‘হু’ বলতেই কিছুটা চেঁচিয়ে উঠলো জাহিদ। আঁতকে ওঠার ভান করে,

“আরে দোস্ত কাকে বিয়ে করলি তুই? আমার জন্য বুক করে রাখা তোর কাজিনদের মধ্যে সবচেয়ে পিচ্চি কিউট কাজিন’টাকে তো আবার নয়?”
জাহিদের কথায় ও কান্ডে হাসলো তাসফি। তার আইডি তে কাজিন মহলের অসংখ্য গ্রুপ ছবিতে রূপার ছবি দেখেই বলতো জাহিদ — এই মেয়েটা আমার জন্য বুক। যেভাবেই হোক আমি তোকে শা’লা বানাবোই। রূপাকে যে সে চিনতে পারে নি, শুধু জাহিদ কেন? বাকিরাও তো চিনতে পারে নি মেয়েটাকে। সেটা ভেবেই যেন তাসফির ঠোঁটের হাসিটা প্রসস্থ হলো। রূপার দিকে তাকিয়ে এক হাতে

জড়িয়ে নিলো তাকে, আলতো ভাবে কাছে টেনে বলে উঠলো,
“এখন সে তোর ভাবী।”গত পর্বে রূপার বলা ‘ক্ষণিকের জন্য হলেও নিষিদ্ধ মানব’ কথাটায় অনেকে বলেছে, ‘হাসবেন্ড আবার নিষিদ্ধ হয় কিভাবে?’ তাদের কথা যথাযথ। কিন্তু সেই কথাটায় বোঝানো হয়ছে তাদের বিয়ের আগের শর্ত কে কেন্দ্র করে। মানে রূপা যে তাসফির থেকে সময় চেয়েছিলো সেটাই মিন করা হয়েছে।
আজকের পর্ব’টা বন্ধুমহলের আড্ডতেই শেষ করলাম, আগামী পর্ব থেকে শুরু হবে তাসফি রূপার অনুভূতি সম্পন্ন কাহিনী।তাসফির

কথাটা কর্ণপাত হতেই কাচুমাচু মুখ করে ফেললো জাহিদ, এদিকে সবাই বেশ শব্দ করেই হেঁসে উঠলো। আর রূপা পড়ে গেল অস্বস্তি ও লজ্জায়। একে তো জাহিদের এভাবে বলা কথাটা। জাহিদ যে তাকেই উদ্দেশ্য করে বলেছে সেটা তাসফির বলা 'এখন সে তোর ভাবি' কথাটায় বুঝতে পেরেছে। তার উপর তাসফির তাকে এভাবে জড়িয়ে নিয়ে কাছে টানা। সব মিলিয়ে বেশ লজ্জায় পড়তে হলো তার।একটু ইশারা করলো তাসফি, বলতে চাইলো —ছেড়ে দিন। তাসফি তার কথা বুঝলো কি না কে জানে? তবে ছাড়লো না রূপাকে, আড়চোখে তাকিয়ে

চেপে ধরলো মেয়েটার জড়িয়ে রাখা হাতের বাহু। কিঞ্চিৎ কেঁপে উঠলো রূপা, মাথা বাকিয়ে তাকালো তাসফির দিকে। সামান্য এগিয়ে ধীর কণ্ঠে বলে উঠলো,

“কি করছেন? সবাই দেখছে তো, ছাড়েন। কি ভাববে ওনারা।”“ওদের ভাবাভাবি দিয়ে তো আমার কাজ নেই, আমি আমার বউকেই ধরেছি। বলা তো যায় না, কেউ আবার কিউট টিউট বলে ভুজুংভাজুং বুঝিয়ে তোমাকে ফাঁসিয়ে নিলো আমার বউ'টাকে।”

জোরেই কথাটা বললো তাসফি, আর শেষ কথাটা জাহিদ'কেই উদ্দেশ্য করে বললো। সবাই আবারও একসাথে হেঁসে উঠলো, শুধু

মাথা নিচু করে রাখলো রূপা। তাসফির নির্দ্বিধায় বলা 'আমার বউ' কথাটার পর হাতের বাঁধন দৃঢ় করায় বেশ অস্বাভাবিক কম্পন সৃষ্টি হলো তার। অচিরেই তার একহাত চলে গেল তাসফির হাঁটুর উপর ভাঁজ করে রাখা হাতে। খামচে ধরলো রূপা, আর সেই হাতের বাঁধনটা দৃঢ় করলো তাসফি। মুচকি হেঁসে আড়চোখে রূপার পানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলো। মেয়েটা যেন ধারণায় করতে পারে নি তাসফির করা এই ব্যবহার গুলো। সকাল থেকেই যেন বেশ পরিবর্তন লক্ষ্য করছে তার মাঝে।সামান্য পর যখন তাসফির হাতে হাত রাখার বিষয়টা রূপার খেয়াল

হলো, তখন সরিয়ে নিতে চাইলো। কিন্তু তাসফির হাতের বাঁধন ছুটাতে পারলো না। পরমুহূর্তে আর চেষ্টা করলো না। তাসফির হাতে হাত রেখে তার তো খারাপ লাগছে না, বরং অদ্ভুত এক ভালোলাগা কাজ করছে, প্রশান্তির ছায়া মিলছে। এই হাতে হাত রেখে নির্দ্বিধায় জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কাটিয়ে দিতে পারবে।বন্ধুদের আড্ডা চললো অধিক সময়ের জন্য, একসময় ভার্সিটির ক্যান্টিন ছেড়ে একটা রেস্টুরেন্টে গিয়ে বসলো সবাই মিলে। তাসফি বাসায় জানিয়ে দিলো, ফিরতে লেট হবে তাদের। এতক্ষণের মাঝে রূপার হাত ছাড়লো না তাসফি। মাঝে দু'একবার

ছেড়ে দিলেও আবারও ধরেছিলো। এর সবটাই শুধু চুপচাপ দেখে গেছে রূপা। তাসফির এই সারাক্ষণ রূপার হাত ধরে থাকার জন্য বেশ হাসি ঠাট্টাও হলো বন্ধু মহলে।এর মাঝে কিয়ানা ও পায়েলের সাথে বেশ সখ্যতা গড়ে উঠেছে। কলেজে থাকাকালীন তাসফির বিষয়ে নানান কথা বলে যাচ্ছে রূপাকে, সেটা নিয়েই বারংবার খিলখিল করে হেঁসে উঠছে। কিয়ানা ও পায়েল কে বারবার বারণ করে চলছে তাসফি, তবুও যেন কানে নিচ্ছে না। হঠাৎ রূপার প্রাণবন্ত সেই হাসির দিকে নজর পড়তেই থেমে যায় তাসফি, মনে পড়ে তাদের

মেহেদীর সকালে রূপার সেই হাসিটা। সেদিন মেয়েটার একটু সাজসজ্জায় ভিন্ন রুপ ধারণ করেছিলো, কিন্তু আজকে যেন ন্যাচারাল এই হাসিতে জীবন্ত বলে মনে হচ্ছে। ইস্! এই মেয়েটা তাকে এতো টানছে কেন? নীরবে অতি গোপনে যেন তার মনে জায়গা করে নিচ্ছে এই মেয়েটা। ভেবেই হাসলো তাসফি, রূপার দিকে দৃষ্টি ফেরাতেই হাসিটা প্রসস্থ হলো।দুপুরের খাওয়া শেষে বিকেলের মধ্যাংশ পর্যন্ত তাদের আড্ডা চললো। এরপর বিদায় জানিয়ে উঠে দাঁড়ালো সবাই। আবারও খুব তারাতাড়ি দেখা করবে বলে জানালো। কিয়ানা, পায়েল রূপাকে জড়িয়ে কিছুটা আদর

করে বিদায় নিলো। সবাই যেতেই তাসফি রূপাকে নিয়ে বাইকের কাছে গেল, নিজে উঠে তাকেও উঠতে বললো। তবে সহসায় উঠলো না রূপা, থম মে'রে দাঁড়িয়ে রইলো যেন। মেয়েটার দিকে একবার তাকিয়ে আবারও উঠতে বললো। তবে এবারও উঠলো না রূপা, বরং তাসফিকে উদ্দেশ্য করে,“আর একটু থাকলে কি হতো? বাসায়, যাবার এতটা তাড়া কেন আপনার?”

রূপার কথায় আবাক হলো তাসফি, আশ্চর্যের ন্যায় তাকিয়ে রইলো, তারপর কিছু একটা ভেবে মুচকি হাসলো। বললো,

“এই যে আমার বউকে জাহিদ তার মিষ্টি মিষ্টি কথায় পটিয়ে ফেলতো। ফেলতো কি, আমার তো পটিয়ে ফেলেছে। আমার বউটাও তার কথা ভাবতে শুরু করেছে, তাই না?”“ইস্! মোটেও না। আপনি থাকতে অন্য কারোর কথা ভাবতে যাবো কেন?”
এবার তাসফির ঠোঁটের হাসিটা যেন প্রসস্থ হলো। হাসিটা বজায় রেখেই রূপাকে,
“তাহলে? আমি যদি কখনো না থাকি, তখন ভাববে?”
তাসফির কথায় খানিকটা থতমত খেয়ে গেল রূপা, মুহুর্তেই বুঝতে পারলো কি বলে ফেলেছে সে। নিজের বলা কথাটা ভাবতেই

কিঞ্চিৎ লজ্জা পেল, তবে তাসফির কথাটা যেন মেনে নিতে পারলো না। কেন জানি রাগ হলো, তবে প্রকাশ করতে চাইলো না। কথা না বাড়িয়ে বাইকে উঠে বসলো। কিছুটা মুখ ভার করে তাসফি'কে যেতে বলে নিজ মনেই বিরবির করে বলে উঠলো,“আপনাকে আমার পাশে চাই তাসফি ভাইয়া, এই আজকের মতোই সবসময়ের জন্য পাশে চাই। আপনি হারিয়ে যাবার আগেই যেন নীরবে এই আমি'টাই হারিয়ে যাই।”বিছানায় দু'টো শাড়ি নিয়ে বসে আছে রূপা। দু'টো শাড়ি'ই রেহেনা তাকে দিয়েছে। শাড়ি যে পড়তে পারে না এমনটা নয়, আবার দু'টো শাড়ি নিয়ে কোনটা

পড়বে বলে কনফিউজড এমনটাও না। মূলত সে শাড়ি'ই পড়তে চায় না, কিন্তু নতুন বন্ধুদের জেদের কাছে টিকতেও পারছে না। আজকে তাদের কলেজে নবীন বরণ। মাঝে কেটে গেছে একদিন। মেয়েরা সবাই প্ল্যান করেছে শাড়ি পড়ে যাবে, তাতে ঘোর আপত্তি জানিয়েছে। তবে সবার এত এত করে বলায় ফেলতেও পারছে না। রূপার ভাবনার মাঝেই রুমে ঢুকলো তাসফি। তাকে বসে থাকতে দেখে বলে উঠলো,"এ্যাই মেয়ে, এখনো রেডি হও নি? কলেজে যাবা কখন? তোমাকে নিতেই তাড়াহুড়ায় আসলাম, অথচ এখনো বসে আছো।"

মাথা তুলে তাকালো রূপা। সামান্যক্ষণ চুপ থেকে বলে উঠলো,

“দেখেন না, ওরা সবাই শাড়ি পড়বে বলে আমাকেও বলছে। কিন্তু আমার মোটেও ইচ্ছে হচ্ছে না।”

“সবাই যখন এত করে বলছে, তখন পড়ো। সমস্যা কোথায়?”

“পড়বো? কিন্তু আমি তো.....”

“কোন? শাড়ি সামলাতে পারবে না?”“অবশ্যই পারবো। আমাকে দেখে কি মনে হচ্ছে না শাড়ি সামলাতে পারবো?”

সামান্য হাসলো তাসফি। সহসায় কোন জবাব দিলো না। কয়েক সেকেন্ডের মতো সময় নিয়ে ঠোঁটের হাসিটা প্রসস্থ করে,
“তাহলে? ওদের কথা না হোক, হাসবেন্ডের মন ভালো রাখতেও তো শাড়ি পড়তে পারো।”
বলেই আর দাঁড়াতে না তাসফি, আর না তাকালো রূপার দিকে। দ্রুত পায়ে প্রস্থান করলো সেখান থেকে।বিকেলের শেষ প্রহর। চোখে মুখে কিছুটা বিরক্তির ছাপ নিয়েই দাঁড়িয়ে আছে আছে রূপা। হাতের মোবাইলে একটু পর পর সময় দেখে চলেছে। অনুষ্ঠান প্রায় শেষের দিকে, এর মাঝেই অনেকে চলে

গেছে, অনেকে যাচ্ছে। রূপাও আর থাকতে চায় নি, ফোন করে জানিয়েছে তাসফি কে। মিনিট পাঁচের পর কলেজের গেইটে তাসফির আগমন ঘটলো। রূপাকে ফোন দিয়ে জানিয়ে দিতেই সে বেড়িয়ে আসলো। তাসফির সামনে দাঁড়িয়ে'ই বলে উঠলো,"এত লেট হলো কেন? কতক্ষণ ওয়েট করছিলাম।"

"জ্যামে পড়ছিলাম, তাই লেট হয়ে গেল।"

তাসফির কথায় আর কিছু বললো না। শাড়ির আঁচল'টা হাতে গুঁজে নিয়ে বাইকে উঠতে গিয়েও থেমে গেল, আশেপাশে নজর বুলাতেই মুখ গোমড়া করে ফেললো। রূপাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেই তাসফি বলে উঠলো,

“কি হলো, দাঁড়িয়ে পড়লে যে? উঠো।”উঠলো না রূপা, জবাবও দিলো না তাসফির কথার। বরং প্রতিত্তোরে বলে উঠলো,

“আপনি এত সেজেগুজে আসছেন কেন?”

হুট করে কথাটা কর্ণপাত হতেই বোকা বনে গেল তাসফি, কিছুটা আশ্চর্যের ন্যায় বলে উঠলো,

“কই?”“এই যে। হিরোদের মতো চুলগুলো আঁচড়ে, বুকের মাঝামাঝি পর্যন্ত শার্টের দু’টো বোতাম খুলে সেখানে সানগ্লাস ঝুলিয়ে, বাইক নিয়ে হিরো লুকে আসছেন। অথচ বলছে সেজেগুজে আসেন নি?”

“ভার্সিটিতে কিছু কাজ ছিলো সেগুলো সেরে, আধা ঘণ্টা এই গরমে জ্যামে আঁটকে সরকারি এখানে আসলাম, আর তুমি বলছো সেজেগুজে এসেছি?”“তো? নয়লে এত সুন্দর লাগছে কেন আপনাকে, আর সবাই এভাবে তাকিয়েই বা আছে কেন? আশ্চর্য!”

রূপার কথায় এবার চারদিকে নজর দিলো তাসফি। যেতে আসতে কিছু মেয়ে তাদের দিকে তাকাচ্ছে, সেটাই বলছে। রূপার কথা বুঝতেই হাসি পেল তাসফি, তবে সামলে নিলো নিজেকে। বলে উঠলো,

“আমাকে নয়, তোমাকে দেখছে। আর ভাবছে —এত কিউট একটা মেয়ের পাশে এই পাগলাটে টাইপ ছেলেটা কে?”

“ইস্! মোটেও না। জানেন, কতটা সুন্দর লাগছে আপনাকে..... ”চুপ হয়ে গেল রূপা। কি বলছিলো এতক্ষণ সেটা ভেবেই ভীষণ লজ্জা পেল যেন। হাসলো তাসফি, রূপার লজ্জার মাত্রা বাড়িয়ে দিতেই যেন শব্দ করে করে হাসলো। কিছুটা সময় নিয়ে বলে উঠলো,

“আমি সুন্দর? কোন দিক থেকে আমাকে সুন্দর বলে মনে হলো?”

“উহুঁ! সুন্দর না।

“কিইই? সুন্দর না আমি।”“সেটাই তো বলছি, সুন্দর না। ছেলেরা তো কখনো সুন্দর হয় না।”

হাসালো রূপা, তাসফিও মুচকি হাসলো রূপার কথায়। জিজ্ঞেস করলো,

“তাইলে? কেমন লাগে আমাকে?”

“সেটা না হয় আপনিই বুঝে নিন।”বলেই বাইকে উঠে বসলো রূপা। আশেপাশে নজর বুলিয়ে এক হাত বাড়িয়ে তাসফি’র পেট ও বুকের মাঝ বরাবর শার্টের অংশ জড়িয়ে ধরলো, অপর হাতে নিজের ব্যাগ’টা সামলে পিঠের কাছটায় শার্ট খামচে ধরলো। তাসফি কে —ভালোভাবে ধরে বসো, বলার

সুযোগ'টাও দিলো না। কিঞ্চিৎ অবাক হলেও তাসফি হাসলো শুধু, মুখ ফুটে কোন বাক্য ব্যায় করলো না।
এদিকে তাসফি কে জড়িয়ে ধরে আবারও আশেপাশে তাকালো রূপা। তাসফির দিকে তাকিয়ে থাকা মেয়েগুলো দিকে তাকিয়ে মুখ কুঁচকে ফেললো। তাদের বোঝাতে চাইলো — এই মানুষ'টা শুধু আমার।ইতিমধ্যে বাইক চলতে শুরু করছে, চলে এসেছে কলেজের গেইট পেড়িয়ে কিছুটা দূরে। রূপা তাসফি কে হালকা করে ছেড়ে সরে আসতে চাইলেও পারলো না। যদি পড়ে টড়ে যায়, সেই ভয় লাগলো। উপায় না পেয়ে সেভাবেই থাকতে

হলো। তবে খারাপ লাগলো না। আনমনেই বিড়বিড়িয়ে বলে উঠলো,
“আপনাকে শুধু আমার লাগে, একান্ত আমার তাসফি লাগে। যে শুধু নীরবে তার খুব কাছে টানে।”রাস্তার মাঝেই চলন্ত বাইক হঠাৎ থামাতে বললো রূপা। পর পর দু’বার বলার পরও যখন বাইক থামলো না, তখন বেশ জোরেই বলে উঠলো রূপা। থতমত খেয়ে হঠাৎ বাইক’টা থামিয়ে দিলো তাসফি, জানতে চাইলে —কি হয়ছে?
কিছু না বলে পিছনে তাকিয়ে ফেলে আসা এক ফুসকার দোকানের দিকে ইশারা করলো। বুঝতে পারলো না তাসফি। আবারও

জিজ্ঞেস করতেই এবার বলে উঠলো রূপা, আবদার করলো ফুসকা খাবে বলে। রূপার করা আবদার’টা ফেলতে পারলো না তাসফি, বাইক’টা রাস্তার পাশে পার্ক করে এগিয়ে গেল সেদিকে।ফুসকার দোকান থেকে বেড়িয়ে আসতেই সামনে আইসক্রিমওয়ালা কে চোখে পড়ে। এবার আর আবদার করে না রূপা, তার আগেই বুঝে ফেলে তাসফি। দু’টো আইসক্রিম হাতে নিয়ে এবার তাসফি’ই আবদার করে ফেলে রূপার কাছে। ফাঁকা রাস্তায় একাকী রূপার হাত ধরে হাঁটতে চাওয়ার আবদার। না করে নি রূপা, মুখ ফুটে হ্যাঁ ও করে নি। তাসফির আবদারে চোখ মুখে

এক আলাদা প্রশান্তির ছায়া ফুটে উঠে তার, হাতের বাঁধণ'টা দৃঢ় করে বুঝিয়ে দেয় রূপার মুখ ফুটে না বলা কথাটা।সন্ধ্যা রাত্রির সেই মুহুর্ত'টা দু'জন হাতে হাত রেখে বেশ খানিকটা সময় হাঁটতে থাকে। দু'জনের কেউ'ই মুখ ফুটে কোন বাক্য ব্যায় করে না, মনে মনে বলে যায় নানান কথা।

মাথা উঁচিয়ে তাসফির পানে চায় রূপা। ভাবতে থাকে —ইস্! এই মানুষ'টা এতটা লম্বা কেন? উঁহু! উনি লম্বা নয়, বরং আমি'ই একটু বেশি'ই শর্ট। ভেবেই যেন সামান্য মন খারাপ হলো তার, কিছুটা রাগ এসে জমা হলো তাসফির প্রতি। তাদের বিয়ের দিনে

সেই যে সামান্য পা পিছলে গেল, তারপর থেকে উঁচু জুতা পড়াই বন্ধ করে দিলো তার। উঁচু জুতা পড়লে অন্তত তাসফির বুকের কাছ থেকে গলা পর্যন্ত তো হতে পারতো? এভাবে তো তাকে পাশের এই মানুষ'টার সাথে মানাচ্ছে না।কথাটা ভেবেই সেই সামান্য মন খারাপ'টা যেন বৃদ্ধি পেল, ভীষণ রকম মন খারাপে ধারণ করলো। সাথে সেই রাগের আভাস নিয়েই তাসফি'কে উদ্দেশ্যে করে বিড়বিড়িয়ে বলে উঠলো,

"বজ্জাত লোক একটা!"সকাল পেরিয়ে বেশ অনেকটা সময়। চারদিকে রোদের প্রতিফলন তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠছে। পর্দা ও থাই

গ্লাস ভেদ করে কড়া রোদের আলো পুরো রুম ছড়িয়ে গেছে, সাথে বিছানাও দখল করে ফেলেছে। তবুও নির্দ্ধিধায় ঘুমিয়ে আছে রূপা। এর মাঝে রুমে ঢুকলো তাসফি, রূপাকে এতক্ষণ ঘুমিয়ে থাকতে দেখে এবার বেশ চিন্তিত হলো। তবুও খুব একটা পাত্তা দিলো না, ভাবলো এখনো হয়তো ঘুমটা ভাঙে নি মেয়েটার।এক নজর রূপার দিকে তাকিয়ে ড্রেসিং টেবিলের কাছে এগিয়ে গেল তাসফি। গায়ের শার্ট'টা ইন করতে লাগলো।

ঘড়ির কাটা আট 'এর ঘর ছাড়িয়ে চলেছে, তাসফির হাত দ্রুত চলছে। ভার্সিটিতে যাবার জন্যই রেডি হচ্ছে সে। এত তাড়াতাড়ি ক্লাস

নেই তার, তবুও কোন কারণে যেতে হবে। তাই চটজলদি রেডি হয়ে বেরিয়ে যাবার তারা। নিচে গিয় মা'কে নাস্তার কথা বলতেই তৈরী করে দেয়, জিজ্ঞেস করে রূপার কথা। ঘুমাচ্ছে বলতেই আর কথা বাড়ায় না রেহেনা। ভাবে প্রতিদিন'ই তো তাড়াতাড়ি উঠে, একটা দিন ঘুমাক মেয়েটা।আবারও বিছানায় থাকা রূপার দিকে তাকালো তাসফি, একহাতে চিরুনি চালিয়ে চুল আঁচড়াতে লাগলো। হঠাৎ হালকা গোঙানির আওয়াজ কানে ভেসে আসতেই হাত থেমে গেল তাসফি। পিছন ঘুরে তাকালো বিছানার দিকে। ভাবলো রূপা হয়তো ঘুমের ঘোরে

এমন করাছে। বিশেষ পাত্তা না দিয়ে নিজের কাজে মন দিলো, কিন্তু বেশিক্ষণ পারলো না। আবারও ভেসে এলো রূপার মৃদু কান্নার আওয়াজ। আর দাঁড়ালো না তাসফি, বিছানার কাছে এগিয়ে এসে হাঁটু গেঁড়ে বসলো। বলে উঠলো,“এ্যাই রূপা, কি হয়ছে?”

তাসফির কণ্ঠস্বর কর্ণপাত হতেই নড়েচড়ে উঠলো যেন মেয়েটা। গোঙরানি আওয়াজ বাড়লো কিছুটা। এবার কিছুটা উত্তেজিত হয়ে গেল তাসফি। এক হাত রূপার গালে রাখলো, শরীরের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি আন্দাজ করতেই যেন অবাক হলো। গালে উষ্ণ ছোঁয়া অনুভব করতেই কিঞ্চিৎ কেঁপে

উঠলো, মিটমিট করে চোখ মেলে চাইলো রূপা, আবছা চোখে দেখলো তাসফি কে।“এই রূপা, কি হয়েছে? শরীর খারাপ লাগছে?” মেয়েটা জবাব দিতে পারলো না যেন। ভিজে উঠলো চোখ দুটো। এই মুহুর্তে ওয়াশরুমে যাওয়াটা বেশ জরুরি, কিন্তু অসহ্য পেট ব্যাথায় উঠতে পারছে না যেন। তবুও তাসফির হাতটা শক্ত করে চেপে ধরে উঠার চেষ্টা করলো। তাসফিও ধরে উঠাতে সাহায্য করতে লাগলো। বলতে লাগলো,

“এ্যাই মেয়ে, শরীর খারাপ লাগছে? কথা বলছো না কেন? গা টাও তো বেশ গরম।”জবাব দিলো না রূপা। এতক্ষণে

তাসফির সাহায্যে উঠে বসেছে, তাকে সরিয়ে দাঁড়ানোর চেষ্টায় আছে। কিন্তু তাসফি তাকে যেতে দিলো না, দু'হাতে ধরে জানতে চাইছে —কেমন লাগছে তার। এবারও জবাব দিলো না রূপা, বরং এক হাতে মুখ চেপে উহু হু করতে লাগলো, সরিয়ে আসতে চাইলো তারফির থেকে। কিন্তু পারলো না। উপায় না পেয়ে মাথা সরিয়ে নিলো তাসফির সামনে থেকে, গড়গড় করে বমি করে দিলো মেঝেতে'ই। তাসফি কে রক্ষা করতে গিয়েও হলো না, শার্টের একাংশে লেপ্টে গেল যেন। তবুও রূপাকে ছাড়লো না তাসফি, বরং আগের চেয়েও অধিক জড়িয়ে নিলো।দূর্বল

শরীর নিয়ে তাসফির বুকে মাথা এলিয়ে দিলো রূপা। সুপ্ত নিশ্বাস ছাড়লো তাসফি। হঠাৎ এমন অসুস্থ হয়ে গেল মেয়েটা, সেটা নিয়েই যেন বেশ চিন্তা হলো তার। শরীরের তাপমাত্রাও বেশ। ক্লান্ত শরীরে চোখ বুজে তাসফির বুকে মাথা এলিয়ে আছে। মেয়েটার দিকে তাকিয়ে'ই ধীর কণ্ঠে তাসফি বললো,

"আর বমি হবে?"

মাথা ঝাকালো রূপা, বোঝালো না। তাসফি আবারও জিজ্ঞেস করলো, "ওয়াশরুমে যাবে? জামা তো নষ্ট হয়ে গেছে।"

আবারও হালকা করে মাথা ঝাঁকিয়ে না করলো রূপা। তাসফি বুঝতে পারলো একটু

বেশি'ই খারাপ লাগছে তার। বলে উঠলো,"বেশি'ই খারাপ লাগছে কি?"

"পেট ব্যাথা করছে।"

ধীর গলায় বলতেই আর কিছু জিজ্ঞেস করলো না তাসফি। বিছানার হতে রূপার ওড়নাটা নিয়ে মুখ থেকে গলাটা মুছে দিলো, জামার অংশ'টাও মুছিয়ে দিয়ে বিছানার সাথে হেলান দিয়ে শুইয়ে দিলো রূপাকে। বললো না উঠতে, আসছে বলে বেড়িয়ে গেল রুম ছেড়ে। সিঁড়ির কাছে গিয়েই হাক ছেড়ে ডাকলো রেহেনা কে, জলদি করে আসতে বললো উপরে। তারপর রুমে কোন রকমে ফ্লোর পরিষ্কার করতে লাগলো। এর মাঝেই

ছেলের ডাক শুনে চলে আসলো রেহেনা।রুমে ঢুকেই জিজ্ঞেস করে উঠলো —কি হয়েছে? তারপরই নজর গেল ফ্লোরে ও বিছানায় থাকা রূপার দিকে। এর মাঝেই রূপার অবস্থানের কথা জানিয়ে দিলো তাসফি। এতক্ষণে রূপার কাছে এগিয়ে এসেছে রেহেনা, তাসফির কথা শুনেই ব্যস্ত হয়ে দেখতে লাগলো রূপাকে। হঠাৎ এমন অসুস্থ হয়ে পড়লো কেন বারংবার বলতে লাগলো। বরাবরের মতেই ফুপির আদর মাখা গলায় আহ্লাদি হয়ে উঠলো রূপা, এক হাতে পেট জড়িয়ে হু হু করে কাঁদতে লাগলো।

ফুপি ভাতিজীর কান্ডে বরাবরের মতোই বিরক্ত হলো তাসফি, তবুও চুপচাপ কোন রকমে ফ্লোর পরিষ্কার করলো। তারপর গায়ের শার্ট'টা খুলতে খুলতে মা 'কে উদ্দেশ্য করে বললো,"ওকে ফ্রেশ করিয়ে জামাটা আগে চেঞ্জ করে দাও আম্মু। এভাবে থাকলে কিন্তু আরও অসুস্থ হয়ে পড়বে।"

বলেই আরেক'টা শার্ট ও মোবাইল'টা নিয়ে রুম ছেড়ে বেড়িয়ে গেল। আজকে আর ভার্সিটিতে যাওয়া হবে না তার, মূলত রূপাকে অসুস্থ অবস্থায় রেখে যেতে মন সায় দিলো না। কাউকে কল দিতে দিতে নিচে নেমে গেল।সময়ের সাথে সাথে রূপার পেটে ব্যাথা

ও জ্বর বেড়েই গেল যেন। কিছু খাইয়ে ওষুধ খাওয়াতে চাইলেই আবারও বমি করে সব বের করে দিলো। এমতাবস্থায় মেয়েটাকে আর বাসায় রাখতে চাইলো না তাসফি, রেহেনা'কে সাথে নিয়ে রূপাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেল। ডাক্তার দেখেই ও সমস্যার কথা জেনে নিয়ে রূপাকে ইনজেকশন ও স্যালাইন দিলো। আধা ঘণ্টা পেরিয়ে যেতেই পেট ব্যাথা কমে আসলো, কিন্তু স্যালাইন চলার কারণে জ্বরের মাত্রা দ্বিগুণ হলো। যাবতীয় পরীক্ষা করে ডাক্তার জানালো — চিন্তার কোন কারণ নেই, ঠিক মতো খাওয়া দাওয়া না করার ফলে শরীর দূর্বল ও এমনটা

হয়েছে। এ্যাসিডিটির ফলে পেট ব্যাথা ও বমি হয়েছে।

সব শুনে খানিকটা স্বস্তি'ই পেল তাসফি। বেশ রাত পর্যন্ত হসপিটালে থেকেই তারপর বাড়ি ফিরতে হলো তাদের।দু'দিন পর সেই জ্বর ছাড়লো রূপার। নিয়মিত ওষুধ খাওয়ার ফলে শরীরের দূর্বলতাও কেটে গেল। এর সবটাই নিয়মমাফিক রুটিন চালিয়ে গেল তাসফি। এই দু'টো দিন ভার্সিটি থেকে ছুটি নিয়ে রূপার অসুস্থতার জন্যই কাটিয়ে নিলো, সবটাই নিজ হাতে সামলে নিলো। রূপাও যেন আলাদাভাবে আবিষ্কার করলো তাসফি কে। তাকে তাসফি'র সেবা করা, সবসময়

তাকে কেয়ার করা, ভালোবেসে যত্ন নেওয়া সবটাই গভীরভাবে নজরে রেখেছে রূপা। ভেবেছে —এগুলো কি শুধুই স্ত্রী'র প্রতি তাসফির দ্বায়িত্ব? পরমুহূর্তেই ভেবেছে —উহুঁ! মোটেও না। কিঞ্চিৎ ভালোবাসা না থাকলে মোটেও এগুলো মন থেকে আসবে না। সে নিজেও তো করতো না। তাহলে কি তাসফি তার মতোই তাকে ভালোবেসে ফেলেছে? কথাটা ভাবতেই বুকের টিপটিপ শব্দের প্রতিধ্বনি বৃদ্ধি পেল রুপার। হ্যাঁ! সে ভালোবেসে ফেলেছে তাসফি কে, গভীর ভাবে প্রেমে পড়েছে। হয়তো প্রেমে পড়ার সেই অনুভূতি'টা কি তা জানে না, কিন্তু তাসফি

নামক টই মানুষ'টাকে এক মুহুর্তও কাছ ছাড়া করতে মন সায় দেয় না। এক মুহুর্ত চোখের সামনে না দেখলে শান্তি পায় না, মনটা ছটফট করতে লাগে যেন। গত দু'দিনে এটা যেন বেড়েই চলেছে রূপার মাঝে, সাথে তাসফি বুকে মাথা রাখার আকাঙ্ক্ষা তীব্র হয়েছে।

“এতটাই সুন্দর লাগছে আমাকে? এভাবে তাকিয়ে আছো?”হুট করে তাসফির বলা কথায় থতমত খেয়ে গেল রূপা। মাথা ঝুকিয়ে নিচের দিকে তাকালো। দু'দিন পর আজকে ভার্সিটিতে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছিলো তাসফি। রূপাকে খাইয়ে, ওষুধ খাইয়ে বসে ছিলো

বিছানায়। ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়ানো তাসফি'র রেডি হওয়া দেখছিলো, আর ভেবে চলেছিলো তাসফি কে নিয়ে নানান ভাবনা। সামান্যক্ষণ পর মাথা তুলে তাসফি'র পানে তাকালো রূপা। একটু সময় নিয়ে বলে উঠলো,

"মোটেও না। কখন বললাম সুন্দর লাগছে? বলছিলাম না, ছেলেদের সুন্দর লাগে না।"

"ভালো লাগছে না, বলছো?""উহুঁ! তবে এতটাও খারাপ লাগছে না।"

হাসলো তাসফি। চুল'টা দু'হাতে একটু ছুঁইয়ে এগিয়ে এলো বিছানা, রূপার কাছে। ধীর কণ্ঠে বলে উঠলো,

“তাইলে? কি দেখছো এভাবে?”

“জানি না।”

সহসায় জবাব দিলো রূপা, হেঁসে ফেললো সামান্য। তাসফির ঠোঁটের হাসিটা বজায় রেখেই একটু ঝুঁকে এলো রূপার কাছে। বললো,

“জানো না? না কি বলতে চাও না?”

“দুটোই।”

“আচ্ছাআ! তাহলে আমি বরং নিজেই অনুভব করে নেই।”বলেই রূপার দিকে আরও ঝুঁকে এলো তাসফি, ঘুচিয়ে দিতে চাইলো মাঝের দুরত্ব। তাসফি কে এতটা কাছে আসতে দেখে গলা শুকিয়ে গেল রূপার, শুঁকনো ঢোক

গিললো। আমতা আমতা করে কিছু বলতে গিয়েও আঁটকে গেল তার কথা। এসবের কোন কিছুতেই পাত্তা দিলো না তাসফি, নিজের কাজ'টা মনোযোগ দিয়ে করতে লাগলো। তাসফি'কে নিজের অতি নিকটে আসতে দেখে হঠাৎই চোখ বন্ধ করে ফেললো রূপা, নিশ্বাসের আনাগোনা বেড়ে গেল। মাথায় চলতে লাগলো উল্টাপাল্টা ভাবনা।কিছু সেকেন্ড অতিক্রম হলেও যখন যখন কোন স্পর্শ অনুভব করলো না রূপা, তখন চোখ মেয়ে তাকালো। তাসফি 'কে ঠিক একইভাবে ঝুঁকে থাকতে দেখে অবাক হলো। এই মুহুর্তে

হেঁসে উঠলো তাসফি। ঠোঁটের হাসিটা বজায় রেখেই,
“কিইইই? এই ছোট্ট মাথায় এত উল্টা পাল্টা ভাবনা আসে কেমনে? হু!”বলেই সরে আসতে চাইলো তাসফি, কিন্তু পারলো না। হঠাৎই তাসফির বুকের কাছ’টায় শার্ট খামচে ধরলো রূপা। কিঞ্চিৎ পরিমাণও ভয় পেল না, বরং জোরে জোরে নিশ্বাস টেনে বুকে মাথা রাখলো তাসফি’র, অপর হাতে জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করলো। এই মুহুর্তে তাসফি’কে জড়িয়ে না ধরলে মোটেও শান্তি পেত না সে, শান্ত করতে পারতো না নিজেকে।রূপার হঠাৎ এমন কান্ডে ব্যাপক আশ্চর্য তাসফি। অবাকের

ন্যায় স্থির হয়ে রইলো যেন। এমনটা সে কল্পনাতেও ভাবে নি। নিজেকে স্বাভাবিক করতেই যেন আধা মিনিটের মতো লাগলো তাসফি'র। তারপর অজান্তেই দু'হাতে জড়িয়ে ধরলো রূপা'কে। ঠিক সে মুহুর্তেই ঘোর লাগা কণ্ঠে ভেসে আসলো রূপার গলা। বলে উঠলো,

"আপনি..... আপনি অনেক বজ্জাত একটা মানুষ, একটু বেশিইইই।"মুয়াজ্জিনের কণ্ঠে ভেসে আসছে সুমধুর আযানের ধ্বনি। সময় হয়েছে স্রষ্টার সন্তুষ্টি অর্জনের। নিদ্রা হালকা হলো মেয়েটির। নিভু নিভু চোখে একটিবার তাকিয়ে নিজ অবস্থান বোঝার চেষ্টা করলো।

স্বল্পক্ষণেই বোধগম্য হলো সে কোথায় রয়েছে। কর্ণ কুহরে আযানের ধ্বনি পৌঁছাতেই বালিশের পাশে থাকা ওড়না নিয়ে মাথায় দিলো। ঠোঁট নাড়িয়ে জবাব দিতে লাগলো আযানের।আযান শেষ হতেই অধর কোণ প্রসারিত হলো। বাম পার্শ্বে তাকাতেই চোখের তারায় দৃশ্যমান হলো একান্ত মানুষটি। দু হাতের মধ্যিখানে তাকে কেমন করে আবদ্ধ করে রেখেছে! যেন ছেড়ে দিলেই পালিয়ে যাবে। মানুষটিকে এখন যতটা নিশ্চিন্ত, নীরব দেখাচ্ছে গত রাতে ঠিক তার বিপরীত ছিল। সদা প্রাণবন্ত মানুষটির অধরে লেপ্টে ছিল অবর্ণনীয় খুশির রেখা। চোখেমুখে

তৃপ্তির ছাপ!আর তা অবলোকন করে সে-ও যে প্রচুর প্রশান্তি অনুভব করছিল। কাছের মানুষটির সুখদুঃখ এভাবেই বুঝি বিপরীত জনে প্রভাব ফেলে! হয়তো হাঁ। এই মানুষটি তো ধীরে ধীরে তার কাছের, খুব কাছের একজন হয়ে উঠছে। যার হাসিতে খুশি সে। দুঃখে দুঃখ ভারাক্রান্ত! আচ্ছা ভালোবাসা নামক মহাব্যাধি কি এত সহজেই সংক্রমণ করে? তাদের বিয়ের বয়স তো মাত্র তিনমাস।এতেই দু'জনের হৃদয়ে 'লাভ ট্রি' বেড়ে উঠতে আরম্ভ করেছে! এ-ও সম্ভব? হয়তো হাঁ। চার বর্ণের ভালোবাসা যে বড্ড আনপ্রেডিক্টেবল! অভাবনীয়। কখন কিভাবে

সংক্রমিত করবে জানা নেই কারোর। তবে মাঝে মাঝে মনে হয় তার থেকে এই মানুষটির চাওয়া-পাওয়া, মুগ্ধতা, আকুলতা বড্ড বেশি। মাত্র তিন মাসেই এতখানি আকুলতা? নাকি এই আকুলতার পেছনে লুকায়িত ভিন্ন সত্য? জানা নেই।

উষ্ণ শ্বাস ফেলে তূর্ণ'র বাহুবন্ধনী হতে আস্তে ধীরে নিজেকে মুক্ত করে নিলো দুয়া। গলায় ওড়না জড়িয়ে উঠে বসলো। অর্ধাঙ্গের বাহুতে হাত রেখে আস্তে আস্তে ডাকতে লাগলো,"

শুনছো? ওঠো। আযান দিয়েছে। "

" হুঁ। "

অস্ফুট স্বরে জবাব দিলো তূর্ণ। ক্ষণিকের মধ্যেই আঁকড়ে ধরলো মেয়েটির কটিদেশ। শিউরে উঠলো দুয়া। শুকনো ঢোক গিলে একটু ঝুঁকে পড়লো। মানুষটির বাহুতে হাত বুলাতে বুলাতে ডাকতে লাগলো।

" শুনছো? আযান দিয়েছে। নামাজ পড়বে না? ওঠো। নামাজের সময় চলে যাচ্ছে তো।
"

ধীরে ধীরে নেত্রপল্লব মেলে তাকালো তূর্ণ। চক্ষুতারায় দৃশ্যমান হলো মাইরা'র মায়াবী বদন। মুচকি হাসলো তূর্ণ। হঠাৎই স্বল্প উঁচু হয়ে টুপ করে ঠোঁট ছুঁয়ে দিলো ললাটে। তার হাসিতে সংক্রমিত হয়ে মেয়েটিও মিষ্টি করে

হাসলো। লাজুক সে হাসি। তূর্ণ বিমুগ্ধ চাহনিতে তাকিয়ে দেখলো অধরে লেপ্টে থাকা হাসিটুকু!দুয়া'র পরীক্ষা সমাপ্ত হয়েছে তিনদিন পূর্বে। আপাতত সে ছুটি কাটাচ্ছে। আগামী সপ্তাহ থেকেই দ্বিতীয় বর্ষের ক্লাস আরম্ভ হতে চলেছে। ছুটি বলতে এই সপ্তাহটুকু ই। তাই তো নিজের মর্জি মাফিক দিন কাটাচ্ছে ননদ-ভাবী যুগল।সাময়িক সময়ের জন্য কিচেন হতে বিতাড়িত তাসলিমা। কেননা আজ কিচেনে দায়িত্বরত ওনার আদরের পুত্রবধূ এবং কনিষ্ঠ কন্যা। ওনার ঠাঁই হয়নি। ওনাকে এক বাক্যে বলা হয়েছে " তুমি রেস্ট নাও। " ব্যাস। কিইবা করার আছে? উনি চিন্তিত

বদনে কিচেন ত্যাগ করলেন। দুই অনভিজ্ঞ পিচ্চি কিচেনের দায়িত্ব নিয়েছে। রান্নার নামে স'র্বনাশ না করে ফেলে? পাশাপাশি দাঁড়িয়ে দুয়া এবং তৃষা।" বেবি দুয়া! আজ কি তৈরি করবি রে? "

" জাস্ট ওয়েট অ্যান্ড ওয়াচ। "

তৃষা বিরক্ত হয়ে বললো, " রাখ তো তোর ওয়াচ। বললে হয় টা কি? "

" এক্সাইটমেন্ট নষ্ট হয়ে যায়। "

" হ। " ভেংচি কাটলো তৃষা।দুয়া একটি চালনি হাতে নিয়ে তাতে বিটেন রাইস রাখলো। সিঙ্কের নিম্নে গিয়ে ভালোমতো চাল ধৌত করতে লাগলো। তৃষা কৌতুহলী দৃষ্টিতে

তাকিয়ে। দুয়া ধৌতকৃত চাল নরম করার উদ্দেশ্যে দশ মিনিটের জন্য রেখে দিলো একপাশে। তৃষা জিজ্ঞেস করলো,

” এবার কি করবি রে? ”

সিদ্ধ আলু দেখিয়ে দুয়া বললো,

” এগুলো ম্যাশ করবো। ”

” চমৎকার! দে দে আমায় দে। আমি ফটাফট করে ফেলছি। ”তৃষা নিজ উদ্যোগে আলু ম্যাশ করতে এগিয়ে গেল। এই ফাঁকে দুয়া অন্যান্য উপকরণ কাটতে লাগলো। খানিক বাদেই শোনা গেল করুণ স্বর,

” বেবি? ম্যাশ ক্যামনে করে? ”

কপাল চাপড়াতে ইচ্ছে হলো দুয়া'র। ওর কাছ থেকে সিদ্ধ আলুগুলো নিয়ে ম্যাশ করতে লাগলো। আর দেখিয়ে বললো,

" এভাবে করে। বুঝেছিস? "

" অফকোর্স বুঝেছি। এটাকে ম্যাশ বলে? আগে বলবি না? "দাঁত কেলিয়ে হাসলো তৃষা। দুয়া নিঃশব্দে হেসে উঠলো। একটি বাটিতে ছাঁকা আলু রাখলো। অতঃপর ভিজানো পোহা, গ্রেটেড গাজর, গ্রেটেড পনির বা চানা, স্বাদে নুন, কালো মরিচ গুঁড়ো, গরম মরিচ গুঁড়ো, কাটা আদা, কাটা সবুজ মরিচ, ধনিয়া পাতা এবং শেষ পর্যন্ত লেবুর রস যোগ করলো। ভালভাবে সংযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত

সমস্ত উপাদান মিশ্রিত করতে লাগলো। সহজ কাজ দেখে তৃষা উৎসাহী কণ্ঠে বললো,

" এটা সহজ আছে। আমায় দে তো। "

" তুই আসলেই পারবি? নাকি আবার আকাম? "

" এই না না। সত্যি পারবো। "সরে দাঁড়ালো দুয়া। প্রায় মিশ্রিত উপাদান ভালোমতো মিশ্রণ করে কাজ পূর্ণ করলো তৃষা। দুয়া মিশ্রণের একটি অংশ হাতে নিলো এবং প্রতিটিকে একটি কাটলেটে আকার দিতে লাগলো। এ দেখে তৃষা নিজেও কাটলেট তৈরি করতে চেষ্টা করলো। কিন্তু বেচারির হচ্ছে না ঠিকমতো। রাগে গজগজ করতে করতে

কতক্ষণ গা'লমন্দ করলো মিশ্রণকে। সশব্দে হেসে উঠলো দুয়া। অবশেষে দু'জনে মিলেমিশে বেশ কতগুলো কাটলেট আকারে তৈরি করলো। বড় করে হাঁফ ছাড়লো তৃষা। মেয়েটা এতেই কাহিল।দুয়া প্রতিটি পোহা কাটলেট একের পর এক ময়দার পেস্ট এবং তারপরে রুটির টুকরো টুকরো করে কোট করলো। তৃষাও বাকী কাটলেটগুলি একইভাবে প্রস্তুত করতে সহায়তা করলো। অতঃপর দুয়া সমস্ত কাটলেট তেলে ভেজে নিলো।
'ভেজিটেবল পোহা কাটলেট' প্রস্তুত। তৃষা সার্ভি প্লেট ধরে দাঁড়িয়ে। তাতে একে একে

কাটলেট গুলো রাখলো দুয়া। কাটলেট এর সঙ্গী হিসেবে ঠাঁই পেল তেঁতুলের চাটনি। তৃষা লোভাতুর দৃষ্টিতে তাকিয়ে কাটলেটের দিকে।" ইয়াম্মি লাগছে রে বেবি। আমি খাবো। "

তৃষা হাত বাড়াতেই দুয়া ট্রে সরিয়ে নিলো।

" একদম না। আগে বড়রা খাবে। তারপর আমরা। "

" আরে বেবি একটু খাইতে দে না। এমন করোছ ক্যান? দেখি লবণ মরিচ ঠিক আছে কিনা। কম-বেশি হলে তো বড়রা পঁচা বলবে। "

" তা-ও তুই পাবি না। "

দুয়া জিভ দেখিয়ে ভেংচি কাটলো। অতঃপর ট্রে হাতে প্রস্থান করলো সেথা হতে। তৃষা বিড়বিড় করে বললো,

" শ*তান মাইয়া। এক পিসও খাইতে দিলো না। "গোধূলি লগ্ন। লিভিং রুমে বসে আলাপচারিতায় লিপ্ত পরিবারের সদস্যরা। নিজাম সাহেব এবং নাজমুল সাহেব ব্যবসায়িক আলাপ করছিলেন। তাসলিমা এবং আনোয়ারা বেগম আরেক সোফায় বসে। তূর্ণ এবং নিশি পাশাপাশি বসে একই মোবাইলে ভিডিও দেখছে। তখনই সেথায় উপস্থিত হলো দুয়া।

" ট্যান ট্যানা। নাস্তা হাজির। "

সকলে তাকালো দুয়া'র দিকে। দুয়া মিষ্টি হেসে টি টেবিলের ওপর স্ন্যাকস্ এর ট্রে রাখলো। আনোয়ারা বেগম মুচকি হেসে বললেন," আরে নানুভাই? এ কি দেখছি? আজকের নাস্তা তোমার বানানো? "

দুয়া কিছু বলার পূর্বেই ছুটে এলো তৃষা। বাংলা সিনেমার মতো চেঁচিয়ে প্রতিবাদ জানালো,

" নাহ্! "

হতবিহ্বল সকলে। তৃষা লাজুক হেসে মিনমিন করে বললো,

" ওর সাথে আমিও ছিলাম। "

তূর্ণ প্রশ্ন করে বসলো,” শুধুই সাথে ছিলি? নাকি হাতও লাগিয়েছিস? ”

” অফকোর্স লাগিয়েছি। এই বে.. থুক্কু ভাবি। বল আমি ছিলাম না? ”

দুয়া দাঁত কেলিয়ে হাসলো।

” আমি কি জানি? আমি তো নাস্তা বানানোয় বিজি ছিলাম। ডানে বায়ে অত দেখিনি। ”

তৃষা ওর পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। দাঁতে দাঁত চেপে বললো,

” জীবনে প্রথমবারের মতো রান্নার ব্যাপারে ক্রেডিট পাওয়ার সুযোগ পেলাম। সেইটাও কেড়ে নিবি? ”

দুয়া হেসে চলেছে। তৃষা বিড়বিড় করে কিছু ছোট্ট অভিশা*প দিলো। এই যেমন: ভাই ভাবী যেন ক্রিকেট টিমের প্যারেন্টস্ হতে পারে।দুয়া সকলের হাতে ভেজিটেবল পোহা কাটলেট তুলে দিলো। তূর্ণ'র হাতে দিতেই সে মিনি প্লেটে থাকা কাটলেট ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগলো। ভ্রু নাচিয়ে শুধালো,

" রেসিপি কি রে? করলার তৈরি না তো? খাওয়া যাবে?"

দুয়া কটমট করে তাকিয়ে জবাব দিলো,

" তোমার জন্য স্পেশাল মিষ্টি করলা দিয়ে বানিয়েছি। অনেক মজা। খাও খাও। "

তূর্ণ নাকমুখ কুঁচকে ফেললো। এমন ভাব যেন পৃথিবীর সবচেয়ে অখাদ্য ওকে খেতে দেয়া হয়েছে। দুয়া তাতে পাত্তা না দিয়ে নিশি'র হাতে কাটলেট তুলে দিলো।" আহা হা! মাশাআল্লাহ্! কি মজা হয়েছে মামণি! কাটলেট তো নয় যেন অমৃত। "

বাবার ভুল শুধরে দিলো তূর্ণ।

" আব্বু এটা স্পাইসি ডিশ। তোমার মিষ্টি ডিশ নয় যে অমৃত বলছো। "

থতমত খেলেন নিজাম সাহেব। আমতা আমতা করে বললেন,

" মি মিষ্টি! আমার মিষ্টি ডিশ মানে কি? হাঁ? "

” কেন? ভুলে গেলে? রোজ দু-টো গোলাকার সাদা কালো মিষ্টি। হুঁ? ”খুকখুক করে কাশতে লাগলেন নিজাম সাহেব। তাসলিমা স্বামীর পানে গরম চাহনিতে তাকিয়ে। ডায়বেটিকস এর রোগী কিনা রোজ লুকিয়ে লুকিয়ে দু’টো মিষ্টি লুট করছে! নিজাম সাহেব স্ত্রীর চাহনি লক্ষ্য করে ছেলেকে চোখ গরম দিলেন। কিন্তু তূর্ণ মহাশয় তা দেখলে তো? সে তেঁতুলের চাটনি মেখে কাটলেট খেতে ব্যস্ত। ইতোমধ্যে তিনটে খাওয়া শেষ। চতুর্থ পিস হাতে। সকলেই দুয়া’র প্রশংসা করলো। একমাত্র তূর্ণ বাদে। সে পঞ্চম পিস হজম করে তৃপ্তির ঢেঁকুর তুললো। সকলের অগোচরে তাকালো

অর্ধাঙ্গীর পানে। চোখে চোখ পড়তেই চোখ টিপে দিলো তূর্ণ। হকচকিয়ে গেল দুয়া! বক্র হাসলো মানুষটি। তাতেই প্রশংসা অনুধাবন করে লজ্জা মিশ্রিত হাসলো দুয়া।" সত্যিটা আর কতটা লুকাবেন ফুফু আম্মা? এবার তো মুখ খুলুন। সে রাতে কি হয়েছিল এ টু জেড বলুন। উই আর ইগারলি ওয়েটিং। বলুন বলুন। "

আঁটঘাট বেঁধে মাঠে নেমেছে আদ্রিয়ান আয়মান তূর্ণ। চরমভাবে ধ*রাশায়ী করেছে ফুফু শাশুড়িকে। কি হতে চলেছে এবার? অবশেষে বিবাহ রহস্য উদঘাটন হতে চলেছে কি?অন্ধকারাচ্ছন্ন আখি পল্লবে একদল

আলোর প্রতিবিম্ব উপলব্ধি হয়তেই সামান্য নড়েচড়ে উঠলো রূপা, পাশ কেটে উষ্ণতা অনুভব হতেই আবারও স্থির হয়ে ঘুমিয়ে গেল যেন। বন্ধ চোখের স্থির মুখখানায় নিশ্বাসের আনাগোনার আসে ওঠানামা করছে। সেই মুখপানেই পলকহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তাসফি।

রূপার সামনে কখনোই এভাবে তাকিয়ে থাকে না তাসফি, থাকলেও বুঝতে দিতে চায় না মেয়েটাকে। কেন জানি এভাবে লুকিয়ে দেখে ভীষণ মজা পায় সে, অদ্ভুত এক স্বস্তি পায়। ভেবেই মুচকি হাসলো তাসফি। হঠাৎই মাথায় নাড়া দিলো একটা গান। গুনগুনিয়ে গেয়ে

উঠলো,‘তোকে একার দেখার লুকিয়ে কি মজা,
সে তো আমি ছাড়া কেউ জানে না।
তোকে চাওয়ারা পাওয়ারা নয় তো সোজা,
সে তো আমি ছাড়া কেউ জানে না।’ধীর গলায় গাইতে চাইলেও কিছুটা জোরেই গেয়ে ফেললো তাসফি। আবারও নড়েচড়ে উঠলো রূপা। চোখে আলো’টা বেশ ভালোভাবেই ধরা দিলো এবার, মুহুর্তেই পিটপিট করে চোখ মেলে তাকাতে চাইলো। আরেকটু নড়েচড়ে চোখ মেলে তাকালো রূপা, ভেসে উঠলো অতি নিকটে তাসফির চেহারা’টা। তার দিকেই তাকিয়ে আছে তাসফি, এভাবে

তাকিয়ে থাকতে দেখে কিছুটা অবাকই হলো রূপা। ঘুমের রেশ কিছুটা কেটে গেল। ঘুমঘুম কণ্ঠে বলে উঠলো,
“ঘুমান নি?”চোখ সরালো তাসফি, এদিক ওদিক তাকিয়ে আবারও রূপার দিকে তাকিয়ে ছোট করে জবার দিলো, “হু! এই তো ঘুমাবো।”
ঘুমটা ছুটে গেল রূপা। ঘরে আলো জ্বলতে দেখে তাসফি কে বলে উঠলো, “এখনো কাজ শেষ হয় নি আপনার?”
“নিজের কাজ’টাই তো করছিলাম।”
“কইই? আপনি তো এখানে বসে আছেন।”

রূপার কথায় মুচকি হাসলো তাসফি। মনে মনে বলে উঠলো —এখানেই তো আমার কাজ। এই যে তোমায় দেখছিলাম, এই মুহুর্তে এটাই তো আমার মুখ্য কাজ। তবে মুখে বলে উঠলো,
“সেটা তো তোমার এই ছোট্ট মাথায় ঢুকবে না।”কপাল কুঁচকে ফেললো রূপা। ছোট ছোট চোখ করে তাসফি’র দিকে তাকিয়ে, “কয়টা বাজে এখন? এতক্ষণেও আপনার কাজ শেষ হলো না?”
বলেই হাত বাড়িয়ে বালিশের পাশ থেকে নিজের মোবাইল’টা নিলো রূপা। সময় দেখলো, প্রায় একটা বাজতে চললো। এত

রাতেও তাসফি'র কাজ শেষ হলো না, সেটা ভেবেই মন খারাপ হয়ে গেল। মুখ ভার করে তাকালো তাসফির দিকে। বিছানা ছেড়ে উঠে গেছে এতক্ষণে, টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে ল্যাপটপে কিছু করছে। মুখটা গম্ভীর করেই তাসফি কে বলে উঠলো,“ওই ল্যাপটপ'কেই বিয়ে করে ফেলেন। আমার আর কি, আমাকে তো প্রয়োজন নেই আপনার।”

“একটা'কেই সামলাতে হিমসিম খাচ্ছি, এটাকে আর সামলাবো কখন?”

তাসফির কথায় কটমট চোখে তাকালো রূপা, সামান্য উঠে বসলো বিছানায়। বলে উঠলো,

“ওটাকে নিয়েই তো পড়ে আছেন দিনরাত, আমাকে আর সময় দিচ্ছেন কখন? সারাদিন পর রাতে একটু পাই আপনাকে, আর সেটাও.....”এতক্ষণে ল্যাপটপ বন্ধ করে, বিছানার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে তাসফি। রূপার কথার ফিরতি প্রশ্ন করে উঠলো,
“সেটাও তোমাকে দিচ্ছি না, তাই তো?”
“দিচ্ছেন না-ই তো। এই যে এতটা দূরে দূরে থাকছেন। সারাদিন বাসায় থাকেন না, আর রাতেও এভাবে.... ”
সহসায় কিছু বললো না তাসফি। কিছুটা সময় নিয়ে বলে মুচকি হেঁসে, “লাইট অফ করে দিবো?”বলতেই ব্যাপক বিরক্ত হলো রূপা।

বেশ জোরেই ‘জানি না’ বলে শুয়ে পড়লো। তাসফি আবারও হেঁসে উঠলো। লাইট’টা অফ করে নিজেও শুয়ে পড়লো, পিছন থেকে জড়িয়ে ধরলো রূপা’কে। ছাড়ানোর চেষ্টা করলেও তাসফি’র শক্তপোক্ত হাতের বাঁধনে কোন লাভ হলো না। রূপাকে সোজা করে শুইয়ে দিয়ে তাকালো মেয়েটার দিকে। জানালা ও বারান্দা দিয়ে আসা আলোয় বেশ স্পষ্ট’ই দেখতে পেল রূপার চেহারা। বলে উঠলো,“ইস্! এভাবে রেখে গেছো কেন রুপু?”

“তো? রাগবো না বলছেন? কিন্তু কেন? সারাটাদিন বাসায় নেই, সন্ধ্যার পর আসলেন

তারপর'ই ল্যাপটপ নিয়ে বসেছেন, আর আমায় বলছেন 'রাগছো কেন'?"

"আচ্ছা বাবা সরি! আর এমনটা হবে না।"

"যখন থাকবো না তখন আর এই 'সরি!' টাও বলতে পারবেন না। হু!"

বলেই তাসফির বুকে মুখ লুকানো রূপা, এক হাতে টি-শার্ট'টা খামচে ধরলো। ধীর কণ্ঠে বলে উঠলো,

"আপনাতে যে আমি একটু বেশিই আসক্ত হয়ে পড়েছি, এভাবেই কি আমাকে কি একটু বেশিইই সময় দেওয়া যায় না?"

জবাব দিলো না তাসফি। শুধু আগের তুলনায় অধিক জড়িয়ে নিলো নিজের সাথে।“এতটা ভালোবেসে ফেললে কিভাবে?”
বেশ কিছু মুহুর্ত সেভাবেই কে’টে গেল তাদের মাঝে। নীরবতা ভেঙে তাসফি’ই জিজ্ঞেস করলো রূপাকে। তাসফি’র কথায় মোটেও ভরকালো না রূপা, আর না কিছু ভাবলো। চট করেই জবাব দিলো,
“ভালোবাসা! সেটা না-কি হঠাৎ করেই হয়। অনেকের থেকে শোনার পরও মানতাম না, কিন্তু এখন বিশ্বাস করি।”
“মানতে না বলছো? তাইলে হঠাৎ বিশ্বাস করার কারণ?”

“এই যে, প্রতিনিয়ত আপনাকে অনুভব করি। আপনার দূরত্বে বিষন্নতা, কাছে আসলে স্বস্তি পাই। এগুলো কে কি বলবো?”

“ভালোবাসা?”বলেই মুচকি হাসলো তাসফি, রূপাও হেঁসে ফেললো। তবে কোন রকম জবাব দিলো না। একটু সময় নিয়ে তাসফি,

“সত্যিই এতটা ভালোবেসে ফেলেছো আমাকে?”

বলতেই আবারও চট করে জবাব দিলো রূপা। বলে উঠলো,

“জানি না।”

“জানো না, না কি বলতে চাইছো না?”

“দু’টোই।”

বলতেই খানিকটা শব্দ করেই হেঁসে ফেললো তাসফি। তাদের কথার মাঝে মাঝেই ঘুরেফিরে এই একই বাক্যগুলো চলে আসে। সে জানতো, রূপা'র উত্তর'টা ঠিক এটাই হবে। তবুও সে বলেছে। তবে প্রতিবারের মতো তাসফি তাকে হুট করে কিছু একটা বলে ভরকে দিলো না। প্রতিত্তোরেও কিছু বললো না।খানিকটা সময় নিয়ে রূপা বলে উঠলো,

“আমি যে আপনাকে হঠাৎ ভালোবেসে ফেলবো, তা কখনোই কল্পনা করতে পারি নি।”

“কিন্তুউউ এখন তো কল্পনা করো রুপু।”

“আর আপনি?”

“আমি কিইই?”“আপনি আমাকে কিভাবে ভালোবেসে ফেললেন?”

জবাব দিতে পারলো না তাসফি। কি-ই বা বলবে সে, ভালোবাসে? কিন্তু এটা তো সত্যি নয়। রূপা’কে তো সে ভালোবাসে না, ভালোবাসা নামক শব্দ’টা নিয়ে এই মেয়ে’টাকে কখনো অনুভবও করে নি। কিন্তু দিনশেষে তাকেই চায় তাসফি, ঘামেমাখা ক্লান্ত শরীরে বাড়ি ফিরে এই মেয়েটার চেহারা’ই সবার আগে দেখতে চায়। এরা যদি ভালোবাসা না হয়, তাহলে নাম কি এর? তাসফির করা ভাবনার মাঝেই আবারও

জিজ্ঞেস করলো রূপা। কিছুটা সময় নিয়ে তাসফি বলে উঠলো,

"ভালোবাসা শব্দটা তোমার জন্য অনেক কম হয়ে যায়?"

"তাহলে?"

সহসায় জবাব দিলো না তাসফি। সময় না নিয়ে রূপা আবারও বলে উঠলো,

"এক শব্দে আমাকে বর্ণনা করতে পারবেন?"

"আমার!"

এবার আর সময় নিলো না তাসফি, আর না কিছু ভাবলো। চট করেই বলে ফেললো কথাটা। তাসফির কথায় কিঞ্চিৎ কেঁপে

উঠলো রূপা। তার টি-শার্ট 'টা অধিকতর ভাবে খামচে ধরলো। বলে উঠলো, "ভালোবাসি মি. তাসফি।"সময়ের ব্যাবধানে সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটেছে, পাল্টে গেছে অনেক কিছু। সাথে মজবুত হয়েছে তাসফি রূপার সম্পর্কটা। রাগ, অভিমান, ভালোবাসা সবটাই যেন বহুগুণে বেড়েছে। রাগ, অভিমান দু'জনের মাঝে থাকলেও ভালোবাসা'টা শুধুই রূপার মাঝে ছিলো। তাসফি আজও বুঝতে পারে নি রূপার প্রতি তার ভালোবাসা'টা, কিন্তু এক মুহুর্তের জন্যও এড়িয়ে যায় নি মেয়েটাকে। বরং রূপার চেয়ে অধিকতর বুঝিয়ে তাসফির আদর, যত্ন, কেয়ার ও

দ্বায়িত্ব দিয়ে।তাসফির মুখে ভালোবাসার কথা শুনতে চেয়েও বারংবার ব্যর্থ রূপা। যতবারই শুনতে চেয়েছে ঠিক ততবারই তাসফি এড়িয়ে গেছে তাকে, অন্য কথা বলে কথা কাটিয়েছে। সেটা নিয়েও অনেক রাগ করেছে রূপা, অভিমান করে তাসফির থেকে দূরে রেখেছে নিজেকে। তবে দিন শেষে ঠিকই রূপাকে মানিয়ে নিয়েছে তাসফি, আদরে ভুলিয়ে দিয়েছে তার অভিমান গুলো।

বিগত তিন মাস অতিক্রম করা সময় গুলো নিয়েই ভাবছিলো রূপা, আর রুমের এটা ওটা গোছাচ্ছিলো। কেমন কেমন ভাবে জানি সময়গুলো চলে গেল তাদের জীবন থেকে।

তবে এতে আফসোস নাই তার, বরং অদ্ভুত স্বস্তি'ই পায়। এমনি তো একটা ছোট্ট সংসার চেয়েছিলো, আর খব কম সময়ে পেয়েও গেছে যেন।আর কলেজে যায় নি রূপা, নিচেও বেশিক্ষণ থাকে নি। এই তিনটে মাস সুস্থ থাকলেও গত কয়েকদিনে বেশ শরীর খারাপ লাগছে তার। বলে নি কাউকে, বুঝতে দিতেও চায় নি। তাসফি বার কয়েক 'শরীর ঠিক আছে তো?' জিজ্ঞেস করলেও এড়িয়ে গেছে। ভেবেছে এমনিতেই ঠিক হয়ে যাবে। তবে আজকে যেন একটু বেশি'ই খারাপ লাগছে মেয়েটার। রেহেনা কে তেমন কিছু না বলেই উপরে এসেছে, রুমে টুকটাক কাজের সাথে

বিশ্রামও নিচ্ছে।মনে মনে ‘ঠিক আছি, কিছু হয় নি’ বললেও এবার আর ঠিক রইলো না রূপা। চোখের সামনে ঝাপসা হয়ে আসতেই কেমন জানি ঘুরতে লাগলো চারপাশ’টা। ধপ করে বিছানায় বলে মাথা চেপে ধরলো রূপা, মিনিট দুয়েক সময় নিয়ে ধাতস্থ করলো নিজেকে। চোখ মেলে তাকাতেই আবারও ঝাপসা লাগলো চোখের সামনে। এবার বিছানার সাথে হেলান দিয়ে মাথা চেপে শুয়ে পড়লো রূপা, ভাবতে লাগলো হঠাৎ এমনটা হওয়ার কারণ। মনে মনে বলে উঠলো,“উফ্! এই মানুষটা এতটাই বদঅভ্যাস হয়েছে

আমার, সে খেয়াল না রাখলে নিজের যত্ন'টাও নেওয়া হয় না।"

তাসফির কথা ভাবতেই চোখ বন্ধ থাকা অবস্থায় হাসি ফুটে উঠলো রূপার ঠোঁটে। তবে সেই হাসিটা দীর্ঘক্ষণ স্থায়ী করতে পারলো না, মুহুর্তেই যেন ভেতর থেকে গা গুলিয়ে আসলো। আর শুয়েও থাকতে পারলো না। হুড়মুড় করে বিছানা ছেড়ে উঠে ওয়াশরুমের দিকে ছুটলো রূপা।সবেই দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে রেহেনা, রূপাকে দেখতে। সেই যে মেয়েটা তাকে কিছু না বলে উপরে এসছে, তারপর আর নিচে'ই নামে নি। মেয়েটা ঠিক আছে তো? সেটা

ভেবেই উপরে আসেন তিনি রূপাকে দেখতে। এতক্ষণ রুমে কি করে মেয়েটা? সেটা ভেবেও কিছুটা বিচলিত হয়।
রুমে পা রাখতেই বাথরুমের দরজার দিকে চোখ পড়ে রেহেনার, রূপাকে দেয়াল ধরে রুমে ঢুকতে দেখে কিছুটা অবাক হন। দ্রুত পায়ে এগিয়ে আসেন রূপার কাছে, দেওয়ালে ধরে রাখা হাতটা চেপে ধরে বলে উঠলেন,“কি হয়েছে তোর? এমন করছিস কেন মা?”
“পেট ব্যাথা করছে ফুপি সহ্য করতে পারছি না, সাথে চারদিকে কেমন জানি ঘুরছে।”

“পেট ব্যাথা করছে, মাথা ঘুরছে? হঠাৎ কি হলো?”

উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন রেহেনা। হঠাৎ এভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লো কেন মেয়েটা সেটা ভেবেই যেন অস্থির হয়ে পড়লেন মুহুর্তেই। দু’হাতে রূপাকে আগলে নিয়ে খাটে বসাতে বসাতে, “বাথরুমে কেন গিয়েছিলি এ অবস্থায়? পেট খারাপ লাগছে?”ফুপির কথায় মাথায় ঝাকালো রূপা, মুখ ফুটে কথা বেরোতে চাইলো না যেন। আধশোয়া হয়ে বিছানায় হেলান দিয়ে ধীর কণ্ঠে বলে উঠলো, “গা গুলিয়ে উঠছে ফুপি, বমি হয়ছে।”

"বমি হয়ছে? আবার কেন? এই কয়েকমাসে তো ভালোই ছিলি মা, হঠাৎ আবার এমন হলো কেন?"

বলেই সেকেন্ডের মতো সময় নিলেন রেহেনা। আবারও বলতে লাগলেন,"হবে না-ই কেন? সকাল থেকে তো কিছু মুখেও তুলিস নি, কয়েকদিন থেকেই তো দেখছি খাওয়া দাওয়া করছিস না। এমন করলে কি শরীর ঠিক থাকে?"

"এমনিতেই এমন হচ্ছে। ঠিক হয়ে যাবে, চিন্তা করো না।"

"কিইই ঠিক হয়ে যাবে? এমন করলে কি হবে? বলে বলেও তো খাওয়াতে পারি না,

আমার কথা তো কানেই তুলিস না, তাসফি বকলে তবুও দুই একটা শুনিস। তারও যে আজকাল কি ব্যস্ততা আল্লাহ্ মালুম! আসুক আজ বাড়িতে, মেয়েটা এত অসুস্থ আর তার কোন ভ্রূক্ষেপ নাই।”দু’জকেই বকাঝকা করতে করতে ওষুধের বাক্সে এ্যাসিডিটির ওষুধ খুঁজতে লাগলেন রেহেনা। ওষুধের পাতা ও এক গ্লাস পানি হাতে রূপার কাছে এগিয়ে আসতেই রূপা দূর্বল কণ্ঠে,

“আমি ঠিক আছি ফুপি।”

বললেও শুনলো না তার ফুপি। আর না তার বলা কথা মতো ঠিক রইলো। ওষুধ খেয়ে দুই এক ঢোক পানি খেতেই আবারও গা গুলিয়ে

এলো রূপার। দ্রুত বিছানা থেকে উঠে ছুটে গেল বাথরুমে, আবারও গড়গড় করে বমি'তে বের করে দিল সমস্তকিছু।দুপুর গড়িয়ে যেতেই রূপার বমি ও মাথা ঘোরা বন্ধ হলো, কিন্তু পেট ব্যাথা কিঞ্চিৎ পরিমাণ বৃদ্ধি পেল। রূপাকে এমতাবস্থায় দেখে তওহিদ সাহেবও বেশ চিন্তিত হয়ে উঠলেন, বকাবকি করতে লাগলেন রেহেনা কে। সাথে তাসফি'কেও বকাঝকা করতে লাগলেন মেয়েটার পর্যাপ্ত খেয়াল না রাখার জন্য। সর্বশেষে সিদ্ধান্ত নিলেন ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবেন রূপা'কে, এভাবে ধরে নিয়ে বসে থাকার তো মানেই হয় না। এর ফাঁকে তাসফি'কে ফোন করলেন

রেহেনা, সল্প কথায় সবটা বললেন রূপার অসুস্থতার কথা। সবটা শুনে বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠলো তাসফি, তাকে এত লেট করে জানানোর জন্য খানিকটা রেগেও গেল, সহসায় বাড়ি আসতে চাইলো তাসফি। তাকে থেমে দিলেন তওহিদ সাহেব, সরাসরি হসপিটালেই আসতে বললেন। সব শুনে সম্মতি দিলেও শান্ত হতে পারলো না তাসফি। সাদিকের ডিউটিরত হসপিটালেই রূপা'কে নিয়ে আসলে তাসফি, তাকেই দেখাতে চাইলো। সাদিক মেডিসিন বিশেষজ্ঞ হওয়ায় আর অসুবিধাও হলো না। বাবা মা কে বাইরে বসতে বলে রূপাকে নিয়ে সাদিকের চেম্বারে

ঢুকলো। রূপাকে ভালোভাবে চেক-আপ করে জানতে চাইলো সমস্যার কথা। সবটা জেনে বেশ কয়েকটা টেস্ট করতে দিলো, তারপর'ই কিছু বলতে পারবে বলে জানালো। ততক্ষণের জন্য পেইন কিলার খাইয়ে দিলো রূপাকে, ব্যাথা কমানোর জন্য।চেম্বার ছেড়ে বেড়িয়ে'ই বাবা মা'কে বাসায় চলে যেতে বললো তাসফি, টেস্টগুলো করার পর রিপোর্ট দিতে দিতে বেশ দেরি হয়ে যাবে বলে। তওহিদ সাহেব ও রেহেনা যেতে না চাইলেও জোর করেই পাঠিয়ে দিতে চাইলো তাসফি। এতক্ষণ হসপিটালে থাকার তো মানে হয় না, তাছাড়া সে তো আছেই। শেষমেশ উপায় না পেয়ে

চলে গেলেন তারা, কি হয় সেটাও জানাতে বলে গেলেন। তারা যেতেই তাসফিও রূপা'কে নিয়ে টেস্ট করাতে গেল।চোখে মুখে ব্যাপক চিন্তিত ভাব নিয়ে বসে আছে তাসফি, পাশেই তার কাঁধে মাথা ঠেকিয়ে বসে আছে রূপা। টেস্টগুলো কিছুক্ষণ আগেই হয়ে গেছে তার, পেটে ব্যাথাও কমে গেলে। তবুও থেকে থেকে কেমন চোখ মুখ কুঁচকে ফেলছে মেয়েটা। প্রায় ঘন্টা খানিকের ব্যাবধানেই রূপার বিরক্তি হয়ে গেছে হসপিটালের এই পরিবেশ'টায়, তার চেয়েও অধিক বিরক্ত লাগছে তাসফি'র এই চিন্তিত ভাবটা। মিনিট দশেক চুপ থাকলেও এবার আর চুপ থাকতে পারলো না

রূপা। হালকা মাথা ঘুরিয়ে তাসফির দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো,“এভাবে চুপ করে আছেন কেন? আসার পর থেকেই কোন কথা বলছেন না।”

চোখ ফিরিয়ে রূপার পানে তাকালো তাসফি, তবে কোন জবাব দিলো না। এতে আরও বিরক্ত হলো রূপা, আন্দাজ করলো তাসফি’র চিন্তিত হবার কারণ। ঘার থেকে মাথা উঠিয়ে সামান্য এগিয়ে এলো তাসফির কাছে, গালে হাত রেখে তার দিকে ফিরিয়ে বলে উঠলো,“ঠিক আছি তো আমি, এতটা টেনশন নিচ্ছেন কেন?”

“তোমাকে নিয়ে আমার টেনশন নিতে হয় না রুপু, এভাবেই চলে আসে।”
সুপ্ত নিশ্বাস ছাড়লো রূপা, তাকিয়ে রইলো তাসফির মুখপানে। আর কি বলবে খুঁজে পেল না যেন। তাসফি আবারও বলে উঠলো,
“গত কয়েকদিনে একটু কি ব্যাস্ততা বেড়েছে আমার, আর এভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লো। একটু কি যত্ন নিতে পারো না নিজের?”“উহুঁ! আপনি তো আছেন।”
“এতটা ভরসা করছো আর আমি’ই তোমার খেয়াল রাখতে পারলাম না, এটা তো ঠিক না রুপু।”

“ইস্! মোটেও না, যথেষ্ট খেয়াল রাখেন আপনি আমার। একদম এভাবে বলবেন না।” বেশ উঁচু গলায় বলে উঠলো রূপা। একটু থেমে সেকেন্ডের মতো সময় নিয়ে আবারও বলে উঠলো,

“আচ্ছা এগুলো বাদ। শুনেন তো....”

“হু?”“একটু বাইরে চলেন না, ভাল্লাগে না এখানে।”

“অসুস্থ শরীর নিয়ে বাইরে যেতে হবে না, এখানেই বসে থাকো।”

বলেই রূপাকে এক হাতে জড়িয়ে আরেকটু কাছে টেনে নিলো তাসফি। বুকে মাথা রেখে বললো —এভাবেই থাকো। এপাশটায়

মানুষের আনাগোনা কম হওয়ায় তেমন কারোর নজরে পড়লো না তাদের, সরেও আসলো না রূপা। বলে উঠলো,“প্লিজ! চলেন। একটু হাঁটাহাঁটি করেই চলে আসবো।”

“উফ্! রুপু, তুমি এত জেদি হয়ে যাচ্ছো কেন? সবসময় আমার সাথেই এত জেদ করো।”

“যতদিন আছি ততদিনেই জেদ দেখিয়ে যাবো, আর সেটাও শুধু আপনার সাথে।”

বলেই হাসলো রূপা, তাসফিও সামান্য হাসলো। রূপার জেদের কাছে হারও মানতে হলো তাকে। সাদিক কে ফোনে সবটা জানিয়ে রূপাকে নিয়ে বেড়িয়ে এলো

হসপিটাল থেকে।গোধুলি সন্ধ্যা পেরিয়ে সন্ধ্যা নেমেছে মাত্র। এসময়টায় যেন মোবাইল বেজে উঠলো তাসফি'র। সাদিক ফোন করেছে, সরাসরি তার চেম্বারে'ই যেতে বলছে। রিপোর্টগুলো যে তার কাছে সেটাও জানালো। হসপিটালের সামনের রাস্তায় থাকায় রূপাকে নিয়ে ভেতরে যাওয়ায় খুব একটা সময় লাগলো না।

চেম্বারে ঢুকতেই রূপাকে বসতে বললো সাদিক, আর তাসফি 'কে উদ্দেশ্য করে বলে উঠলো,

"ব্যাটা তুই বসিস না, যা আগে মিষ্টি নিয়ে আয়।"বেশ হাসি লেগে আছে সাদিকের

ঠোঁটে। তাসফি বুঝতে পারলো না হঠাৎ এমন কথার কারণ। না বসে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো রূপার পাশে। রূপাও কিঞ্চিৎ অবাক। সাদিক আবারও বলে উঠলো,

“দাঁড়িয়ে আছিস কেন? যা, মিষ্টি নিয়ে আয় আগে, তবেই বসতে পারবি। সুখবর তো আর খালি মুখে দিতে পারি না?”

“মানেএএ?”আশ্চর্যের ন্যায় বলে উঠলো তাসফি! এতে যেন সাদিকের ঠোঁটের হাসিটা প্রসস্থ হলো। বলে উঠলো,

“বাবা হতে চলেছিস ব্যাটা, আর মানে জিজ্ঞেস করছিস আমাকে? তুই বাবা হচ্ছিস, আর এদিকে আমি বিয়ে’টাও করতে পারলাম

না।”শেষ কথাটা আফসোস নিয়েই বললো যেন সাদিক।এদিকে কথাটা কর্ণপাত হতেই কিঞ্চিৎ কেঁপে উঠলো রূপা, স্থির হয়ে তাকিয়ে রইলো। তাসফিও হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। কথাটা শোনার পর যেন বেশ বেগ পেতে হলো তাকে। সাদিক আবারও তাসফি'কে উদ্দেশ্য করে বলে উঠলো, “বুঝছি! কথাটা হজম করতে পারিস নি তো? বস বস, বসে নিজেকে স্বাভাবিক করে নে আগে।”

বসে পড়লো তাসফি, হাত বারিয়ে চেপে ধরলো রূপার এক হাত। কিঞ্চিৎ কেঁপে

উঠলো রূপা। বাঁধা বাঁধা গলায় বলে উঠলো,"কিইই বলছেন ভাইয়া? আমি...."

"আমি বলছি না, তোমার রিপোর্ট বলছে। আলট্রাসনোগ্রাফি'তে পজিটিভ এসেছে, তুমি মা হতে চলেছো রূপা।"

রূপার অপর হাত পেটে চলে গেল এবার, তাকালো তাসফি'র দিকে। নিজেকে স্বাভাবিক করতেই যেন মিনিট দুয়েক সময় ব্যায় করতে হলো। সাদিক রূপার থেকে জানতে চাইলে আরও কিছু তথ্য। লজ্জা ও বিভ্রান্ত হলেও বলতে হলো। সবটা শুনে সাদিক বলে উঠলো,"তবে রূপার কিছুটা কম্পলিকেট আছে তাসফি। মাথা ঘোরা, বমি হওয়া

স্বাভাবিক হলেও পেটে ব্যাথা খুব স্বাভাবিক নয়। ওর ইউরিন টেস্টে ইনফেকশন ধরা পড়ছে।”
বলেই একটু থামলো সাদিক। সেকেন্ডের মতো সময় নিয়ে আবারও বলতে লাগলো,
“তবে চিন্তার কারণ নাই, আমি কিছু ওষুধ দিচ্ছি সেগুলো টাইমলি নিক তাতেই হবে। সবে তো দুই মাস, এই সময় গুলোতে বেশ সাবধানে থাকতে হবে। আর হ্যাঁ! পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি পান করতে হবে।”আরও সবটা বুঝিয়ে কিছু ওষুধ লিখে দিলো সাদিক, নিয়মিত খেতে ও সবসময় সাবধানে থাকতে বললো। দু’মাস হলে আবারও আসতে

বললো। সবকিছু বুঝিয়ে রূপাকে নিয়ে বেড়িয়ে এলো তাসফি। রূপা ঠিক বুঝতে পারলো না তাসফির মনোভাব, সে খুশি কি না সেটাও ধরতে পারলো না।

হসপিটাল থেকে বেড়িয়ে মেডিসিন গুলো কিনে নিলো তাসফি। বাইক'টা নিয়ে এসে রূপা'কে উঠতে বললেই তার মুখপানে তাকালো। এতক্ষণের আঁটকে রাখা কথাটা বলেই উঠলো তাসফি'কে।

"আপনি কি খুশি হন নি?"

"তোমাকে মেডিসিন গুলো নিতে বলেছিলাম রুপু, নিয়ম মেনে খেতেও বলেছিলাম। তাহলে এটা কিভাবে হলো? মেডিসিন গুলো

খেয়েছিলে তো?”খানিকটা চমকে উঠলো রূপা, তাসফির এমন প্রশ্ন একদম আশা করে নি সে। তাহলে কি তাসফি খুশি নয় এতে? নয়লে এমন প্রশ্ন করার মানে কি? মুহুর্তেই যেন গলা শুকিয়ে গেল রূপার, শুকনো ঢোক গিললো। কি বলবে সে? ওষুধগুলো ঠিকঠাক খায় নি? বলতে গিয়েও যেন সত্যি’টা বলতে পারলো না। তাসফির কথামতো প্রথম কিছুদিন নিয়ম করেই তো মেডিসিন গুলো খেয়েছে, কিন্তু তারপর তো ভুলো’ই বসেছিলো খাবার কথা। নিয়মের বাইরে গিয়ে মনে পড়েছে, তারপর খেয়েছে রূপা। কিছু হবে না ভাবলেও যা হবার তা হয়েই গেল যেন।

সত্যি'টা বলার সাহস না পেয়ে মিথ্যা'টাই বলতে হলো তাসফি'কে। ছোট করে 'হু!' তে জবাব দিলো রূপা। সুপ্ত নিশ্বাস ছাড়লো তাসফি, কথা না বাড়িয়ে রূপা 'কে উঠতে বললো বাইকে।বাসায় ঢুকতেই তওহিদ সাহেব ও রেহেনা বিচলিত হয়ে রূপার কথা জানতে চাইলে তাসফির কাছে। তাদের এতক্ষণেও কিছু জানায় নি বলে খানিকটা বকাঝকাও করলো। তাসফি রূপার কনসিভ করার কথা বলতেই নিশ্চুপ হয়ে গেলেন দুজনেই, আশ্চর্যের ন্যায় তাকিয়ে রইলেন তাদের দিকে। ছেলে মেয়ে দু'টোর সম্পর্কের সুতো এত তাড়াতাড়ি পেচিয়ে যাবে, আর

এতটা তাড়াতাড়ি নাতি বা নাতনির মুখ দেখতে পাবেন সেটা ভেবেই অবাক তারা। মাত্রারিক্ত খুশিতে চোখ দুটো ছলছল করে উঠলো রেহেনার, রূপাকে জড়িয়ে বসে রইলেন অনেকক্ষণ। তওহিদ সাহেবও অনেক দোয়া ও আদর করলেন মেয়েটাকে। আরও কিছুটা সময় অতিক্রম হতেই রূপাকে উপরে গিয়ে ফ্রেশ হতে বললেন।"হসপিটালের জামা'টা পাল্টে দ্রুত ফ্রেশ হয়ে নেও। এভাবে থাকলে আবারও শরীর খারাপ লাগবে।" রুমে ঢুকতেই তাসফির বলা কথাটা কর্ণপাত হলো রূপার, তাকালো সেদিকে। মাত্রই গোছল সেরে ফ্রেশ হয়ে বেড়িয়েছে তাসফি।

তাকে দেখেই চোখ দুটো ছলছল করে উঠলো রূপা'র। ধীর কণ্ঠে বলে উঠলো,
"রেগে আছেন আমার প্রতি?"
"রেগে থাকার কারণ?"
সহসায় বলে উঠলো তাসফি। তাসফির পাল্টা প্রশ্নে মাথা নিচু করে, "আমাদের বাচ্চা'টা...."
বলেই একটু থামলো রূপা, মাথা উঁচিয়ে তাকালো তাসফি'র পানে। খানিকটা এগিয়ে এলো তাসফি। মাথা ঝাঁকিয়ে বললো,"হু?"
"আপনি চান না? এতটুকুও খুশি নয় ও আসায়, নষ্ট করতে চান ওকে? আমি তো...."
"এ্যাই! রুপু। কিইই হয়ছে তোমার, হ্যাঁ? এসব কি বলছো?"

রূপা'র দু'হাতের বাহু ঝাঁকিয়ে জিজ্ঞেস করলো তাসফি। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো রূপা। কি-ই বা বলতো সে? বাবা হবার কথাটা জানার পর থেকেই গুরুগম্ভীর চেহারা ও তাসফির চুপ করে থাকাটা মানতে পারছে না রূপা। বারংবার মনে উঁকি দিচ্ছে, তাসফি কি চায় না তাদের বাচ্চা'টা? মনের কথাটা চেপে রাখতেও পারলো না এবার, বলেই ফেললো। হঠাৎই জড়িয়ে ধরলো তাসফি'কে রূপা। বুকে মুখ গুঁজে কান্নারত অবস্থায় বলতে লাগলো,"এমন করছেন কেন আপনি? আপনার এই চুপ থাকা'টা তো মানতে পারছি না আমি।"

“এ্যাই মেয়ে! একদম কাঁদবা না, বলছিলাম না আমার সামনে না কাঁদতে?”

“আমি তো ইচ্ছে করে করি নি, ভুলে গেছিলাম ওষুধ গুলো খেতে। কিন্তু পরে খেয়েছি, তারপরও কেন এমনটা হলো....”

“আচ্ছা এবার চুপ, একদম কান্না করবা না। আমি কি বলেছি কিছু, তাহলে?”

বলেই মাথা উঠিয়ে রূপার মুখটা দু'হাতে আলতো করে মুছিয়ে দিলো তাসফি। আবারও কান্না থামাতে বললো। থেমে গেল রূপা, তবুও চোখ থেকে কয়েক ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়লো। তাসফি বলে উঠলো,“এসব উল্টা পাল্টা কথা মাথায় আসে কিভাবে, হ্যাঁ?”

“আপনি ওকে....”
“আমি বলেছি ওকে চাই না? খুশি নয় আমি, এগুলো বলেছি আমি তোমায়?”
নিশ্চুপ রইলো রূপা, সহসায় কিছু বলতে পারলো না। খানিকটা সময় নিয়ে, “তাহলে তখন কেন বললেন ওষুধ গুলো খেয়েছিলাম কি না? হঠাৎ এভাবে চুপ হয়ে গেলেন কেন?”বলতেই সামান্য হাসলো তাসফি। রূপার গালে আলতো করে হাত রেখে বলে উঠলো,
“বাবা হবো আমি, আর তুমি ভাবলে আমি খুশি নই? চাই না ওকে, তাই তো?”

মাথা নিচু করে ফেললো রূপা। কি বলবে সে? সে তো ঠিক এটাই ভেবেছিলো। তাসফি মাথা ঝুকিয়ে রূপার কপালে আলতো ভাবে ঠোঁটের স্পর্শ দিলো। তারপর বলেতে লাগলো,

“ও আমাদের বাচ্চা রুপু, আমাদের সন্তান। নিজের অস্তিত্ব’কে কিভাবে নষ্ট করার কথা ভাবনায় আনতে পারি, বলো? বাবা হওয়া থেকে কিভাবে নিজেকে বঞ্চিত করতে পারি?”বলেই একটু থামলো তাসফি। সেকেন্ডের মতো সময় নিয়ে আবারও বলে উঠলো,

“আমি তো শুধু এত তাড়াতাড়ি চাই নি বাচ্চাটা। তুমি তো সময় চেয়েছিলো আমার

কাছে। সেটা তো দিতে পারি নি, রাখতে পারি নি তোমাকে দেওয়া কথাটা। তাই হয়তো কথাটা শোনার পর মানতে পারি নি।”

“আপনার দেওয়া সময় তো আমি’ই ধরে রাখতে পারি নি, ভালোবেসে ফেলেছি আপনাকে। উঁহু! বাধ্য করেছেন। আপনাকে ভালোবাসতে বাধ্য করেছেন আপনি আমাকে।”সামান্য হাসলো তাসফি রূপার কথায়। মেয়েটা তাকে এতটা ভালোবাসে, আর সেই ভালোবাসার জন্য তাকেই দোষারোপ করে। এই অভিযোগ’টায় রাগ লাগে না তাসফি’র, আর না খারাপ লাগে। বরং ব্যাপক ভালো লাগে তার কাছে এটা,

অদ্ভুত এক অনুভূতি'র সৃষ্টি হয়। তাসফি বললো,
"তোমার বয়স অনেক কম রুপু, শরীর'টাও ঠিক নয় বাচ্চা ক্যারি করার জন্য। তাছাড়া সাদিকও বললো বেশ কম্পলিকেট আছে, আমার বড্ড ভয় লাগছে।""কিছু হবে না আমার, কিচ্ছু না। আপনি আছেন তো।" বলেই তাসফি'কে জড়িয়ে ধরলো রূপা। আবারও বলে উঠলো,
"শেষ পর্যন্ত এভাবেই থাকবেন তো আমার সাথে, আমার হয়ে?"ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটে উঠলো তাসফি'র। মেয়েটা তার বুকে মাথা রাখলেই যেন স্বস্তি পেল, নিমিষেই চিন্তিত

ভাব'টা দূর হয়ে গেল রূপার বলা কথাটায়। হাতের বাঁধণ'টা শক্ত করে ফেললো মুহূর্তে'ই। বলে উঠলো,
"নীরবে! খুব গোপনে শুধু এই তুমি'তেই রবো, অনাগত তাকে নিয়ে এক নতুন গল্পের সূচনা গড়বো।""উফ্! তোমার এই জেদ'টা মাত্রাতিরিক্ত হয়ে গেছে রুপু, সাথে নতুন ভাবে শিখেছো এই গাল ফুলানো।"
খানিকটা জোরেই রূপা'কে উদ্দেশ্য করে বললো তাসফি। জবাব দিলো না রূপা, গাল ফুলিয়ে পিছন ফিরে বসে রইলো। সুপ্ত নিশ্বাস ছাড়লো তাসফি, কি করবে সহসায় বুঝে উঠতে পারলো না।রূপা'র প্রেগন্যান্সির সাড়ে

আট মাস চলে এখন। পেট'টা ফুলেফেঁপে অনেকটা উঁচু হয়েছে, সেই সাথে বেড়েছে রূপার রাগ, জেদ, অভিমান আর গাল ফুলানোর মাত্রা'টা, সাথে ঘন ঘন মুড সুইং। মাঝে মাঝে কি করবে ভেবে পায় না তাসফি, খানিকটা বিরক্তিও হয়। কিন্তু তা প্রকাশ করতে গিয়েই যেন বাঁধা পড়ে যায় রূপার অদৃশ্য এক মায়ায়, আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে ধরে তাকে। অবশেষে হার মানতে হয় রূপার কাছে, মেনে নিতে হয় মেয়েটার করা জেদ গুলো। কিন্তু রূপার করা আজকের জেদ'টা কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না তাসফি, এই অবস্থায় তো একদম'ই নয়।এই আট মাসে

রূপার প্রেগন্যান্সিতে বেশ কমপ্লিকেশন দেখা দিয়েছে। রেগুলার ওষুধের উপর ভরসা করে থাকতে হয়েছে, পনের দিন বা এক মাস পর ছুটতে হয়েছে হসপিটালের দোরগোড়ায়। আজকেও তাকে নিয়ে যেতে হবে হসপিটালে। যদিও আগের তুলনায় বেশ সুস্থ স্বাভাবিক আছে রূপার শরীর, তবুও চেকআপ করে জানতে হবে তার বর্তমান পরিস্থিতি। কিন্তু হঠাৎই মেয়েটা জেদ দেখিয়ে বসে আছে বগুড়া যেতে চায় রূপা, কিছুদিন থাকতে চায় গ্রামের আবহাওয়াতে।কাজিন মহলের সবার ছুটি একসাথে পড়েছে, একসাথে হবার প্ল্যান করতেই রূপা গ্রামে যাবার জেদ ধরেছে।

ডেলিভারির ডেট আর দু'মাস পর হওয়ায় যেন সুযোগ পেয়েছে, বারংবার তাসফি 'কে বলে যাচ্ছে —মাত্র ক'টা দিনের জন্য'ই তো যাবো, শহরের এই বদ্ধ পরিবেশ থেকে গ্রামের খোলামেলা জায়গায় একটু স্বস্তি পাবো।

কিন্তু রূপার কোন কথায় যেন কানে তুলতে চাইছে না তাসফি, মূলত মেয়েটাকে নিয়ে কোন রিস্ক নিতেই রাজি নয় সে। রূপার জেদ'টা থামাতেই খানিকটা ধমকে উঠে তাসফি।“কিই হলো, কথা বলছো না কেন?” রূপার চুপ থাকা'টা লক্ষ্য করতেই সামান্যক্ষণ পর বলে উঠলো তাসফি। তবে এবারও

জবাব দিলো না রূপা, সুপ্ত নিশ্বাস ছাড়লো তাসফি। এই মেয়েটার অভিমানের কাছে তার রাগ'টা যেন কিছুই নয়।
এগিয়ে গিয়ে রূপার সামনে দাঁড়ালো তাসফি, আবারও জিজ্ঞেস করলো কথা বলছে না কেন? এবারও কোন জবাব দিলো না রূপা, মাথা ঘুরিয়ে অন্যদিকে তাকালো। হাসলো তাসফি, দু'হাতে রূপার গালে হাত রেখে মুখটা তার দিকে ফেরালো। বলে উঠলো,"এ্যাই! মেয়ে, এত অভিমান কেন হু? নিজের শরীরের দিকে তাকিয়েও তো একটু জেদ'টা কমানো যায়।"

“হ্যাঁ! যায়, একটু আমার কথা শুনলেই কমানো যায়। এখন তো শরীর ভালো আছে আমার, তাহলে? গ্রামের আবহাওয়ায় আরও ভালো লাগবে, বুঝতে পারছেন না?”

“এতটা পথ জার্নি করে অসুস্থ হয়ে যাবে তো রুপু।”

ধীর কণ্ঠে’ই বললো তাসফি। প্রতিবাদ জানালো রূপা। বলে উঠলো,

“উফ্! বাবা, বললাম তো আমি ঠিক আছি। দেখেন আজকে ডাক্তার বলবে, একদম ঠিক আছি আমি।”

“যেতেই হবে? না গেলে হয় না?” “উহুঁ! প্লিজ! প্লিজ! আর না করবেন না। আপনি তো আছেন, কিছু হবে না আমার।”

তাসফি’র কোমর জড়িয়ে পেটে মুখ গুঁজে বলে উঠলো রূপা। ব্যাস! আর কিছু বলতে পারলো না তাসফি, বরাবরের মতোই হার মানতে হলো রূপার জেদের কাছে। নিজেও মেয়েটাকে দু’হাতে জড়িয়ে বলে উঠলো, “তবে হ্যাঁ! আজ ডাক্তার যদি বলে এখনো কিছু কমপ্লিকেশন আছে, তাহলে কিন্তু আর যাবার কথা মুখে আনতে পারবে না।” “আহহ্! তারমানে রাজি? আমি জানতাম আপনি রাজি

হবেন, এইজন্যই তো আপনাকে অনেক ভালোবাসি তাসফি।”

“হ্যাঁ! আজকের রিপোর্ট যদি খুব ভালো আসে তবেই। মনে থাকবে তো?”

“থাকবে, থাকবে। ইস্! কতদিন পর বাড়ি যাবো, সবার সাথে দেখা হবে। ভেবেই মজা লাগছে।”

সহসায় কিছু বললো না তাসফি, শুধু দেখে গেল রূপার খুশির মাত্রা। এই মেয়েটার একটুখানি খুশিতেই তার বুকে স্বস্তির রেশ মেলে। এর চেয়ে বেশি কিছু তো তার আর চাই না।

রূপা'কে কাছে টেনে আবারও জড়িয়ে ধরলো তাসফি, বেশ শক্ত করে চেপে ধরলো নিজের সাথে। সামান্যক্ষণ পর বলে উঠলো,"তোমার এই জেদময়ী অত্যাচার গুলো আর কতদিন আমার উপর চালাবে রুপু?"

"যতদিন শুধু আপনার রবো।"মিনিট পনেরো সময় একইভাবে হসপিটালের করিডরের চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে থেকে বেশ বিরক্ত রূপা। থেকে থেকে তার পাশে বসা তাসফির কাঁধে মাথা রাখছে, আবার একটু পর পর মাথা উঠিয়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। তাকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে ভীষণ বিরক্ত সে।

তাসফি'র দৃষ্টি মোবাইলে নিবদ্ধ থাকলেও

সম্পন্ন মনোযোগ যেন রূপার প্রতি। এক হাতে আগলে ধরে অপর হাতে মোবাইল টিপে যাচ্ছে। রূপার করা কান্ড পর্যবেক্ষণ করে যাচ্ছে। রূপার টেস্ট গুলো করার জন্যই অপেক্ষা করছে তারা। বাকিগুলো হয়ে গেলেও আলট্রাসনোগ্রাফি করা বাকি। এখনো ডাক্তার আসে নি। আসছে আসছে বলেও সময় নিচ্ছে বেশ, এদিকে রোগীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। সাদিক নেই আজকে হসপিটালে। কোন কাজে ঢাকার বাইরে গেছে, তার চেম্বার বন্ধ হওয়ায় সেখানেও বসতে পারে নি। এখানেই বসে থাকতে হয়েছে।তাসফি রূপা হসপিটালের জোড়া লাগানো চেয়ারের

একপাশ চেপে বসেছে, পাশেই বসেছে হালকা বয়সের একটা মেয়ে। বয়স'টা রূপার চেয়ে বছর সাতেকের বেশি'ই হবে হয়তো। সাথেই রয়েছে প্রায় দু'বছরের একটা বাচ্চা মেয়ে। সম্ভবত ওনারই মেয়ে। দেখতে পুরাই একটা পুতুলের মতো, সেভাবেই ছোট ছোট চুলগুলো মাথার উপরে দু'টো ঝুঁটি করা। খানিকটা সময় নিয়ে সেই মেয়েটাকেই খেয়াল করছিলো রূপা, পর্যবেক্ষণ করছিলো মেয়েটার কর্মকাণ্ড। কিছু নিয়ে হয়তো জেদ করছিলো মেয়েটা, সহ্য করতে না পেরে ধমকে উঠে তার মা। সাথে সাথে ঠোঁট ফুলিয়ে কেঁদে উঠে বাচ্চা মেয়েটা।রূপাও খানিকটা চমকে উঠে,

পুতুলের মতো এই মেয়েটার কান্না সহ্য করতে পারে না। চমকে উঠে তাসফি'র কাঁধ থেকে মাথা সরিয়ে নেয়। তাকে এভাবে উঠতে দেখে তাসফি মোবাইল থেকে দৃষ্টি সরিয়ে রূপার দিকে তাকায়। চাপা স্বরে ধমকে উঠে বলে,"কি সমস্যা রুপু, এভাবে ছটফট করছো কেন? একটু শান্ত হয়ে থাকা যায় না?"

তাসফি'র কথার পাত্তা দিলো না রূপা, তাকিয়ে রইলো মেয়েটার কান্নারত মুখের দিকে। এবার যেন সহ্য করতে পারলো না রূপা। তাসফি'র দিকে একবার তাকিয়ে,

"দেখেন না পিচ্চি'টা কান্না করছে।"

বলেই তাসফি'র জবাবের অপেক্ষা করলো না রূপা। পিচ্চি'টার একহাত টেনে বলে উঠলো,
"ইস্! এভাবে কান্না করছো কেন আপু? কি হয়ছে?"মেয়ে'টা একবার তাকালো শুধু রূপার দিকে, কিন্তু উত্তর এলো পিচ্চি'টার মা'য়ের থেকে। বললো,
"উফ্! এতটুকু মেয়ের এত জেদ। একে সামলাতেই আমার জীবন শেষ।"
"কি হয়েছে?"
"কি আর বলি, বলো? জেদ করছে চকলেট খাবে। এখন কোথায় থেকে ওকে চকলেট এনে দিবো? এখন বাইরে যাওয়া'টাও তো সম্ভব নয়।"কথাটা শুনতেই পিচ্চি'র কান্নার

মাত্রা'টা বৃদ্ধি পেল যেন। তা দেখে সামান্য হাসলো রূপা। নিজের ব্যাগ থেকে দু'টো পালস্ চকলেট বের করে পিচ্চি'টার হাত টেনে কাছে টেনে আনলো। চকলেট দু'টো সামনে ধরে বলে উঠলো,

"ইস্! কান্না করে কি অবস্থা করেছো? এই নেও চকলেট।"

মুহুর্তেই বাচ্চা'টার কান্না থেমে গেল যেন, রূপার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে চকলেট দু'টো হাতে নিলো। তা দেখে হাসলো রূপা, পিচ্চি'টার কান্না থেমে যাওয়ায় স্বস্তিও পেল। পিচ্চি'টা খুশি হয়ে একটা তার মায়ের দিকে বাড়িয়ে দিলো খুলে দেবার জন্য। খুলে দিতেই

তা মুখে পুড়ে নিলো মেয়েটা। রূপা জিজ্ঞেস করে উঠলো,“নাম কি তোমার, হু?”

“আফলা....”

কপাল কুঁচকে ফেললো রূপা, ঠিক বুঝতে পারলো না নামটা। আবারও জিজ্ঞেস করলেই একই ভাবে বলে উঠলো মেয়েটা। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে পিচ্চিটার মায়ের দিকে তাকালো রূপা, তা দেখে পিচ্চিটার মা বলে উঠলো,

“আফরা ওর নাম।”

“বাহ্! অনেক সুন্দর নাম তো। দেখতেও একদম পুতুল।”“শুধু দেখতেই। কাজকর্মে শয়তানের হাড্ডি। উফ্! এই বয়সেই যে এমন কিভাবে হলো?”

হাসলো রূপা, তাকালো আফরা'র দিকে। একটা চকলেট খাওয়া শেষ করে অপরটা ধরেছে। তার মা বারণ করলেও শুনছে না। রূপা জিজ্ঞেস করলো,

"আপনার সাথে কেউ আসে নি আপু?"

"না! ওর বাবা ঢাকায় নেই, অফিসের কাজে বাইরে যেতে হয়েছে। একা ফ্যামেলি ঢাকায় থাকি, এদিকে হসপিটালে না আসলেও চলছিলো না।"

"কি সমস্যা হয়ছে?""চার মাস হচ্ছে কনসিভ করেছি, পেটে প্রচুর ব্যাথা হয়। ওর সময়টায় এমন হয় নি।"

চুপ হয়ে গেল রূপা, তাকালো তাসফি'র দিকে। এই সময়গুলো তো সে নিজেও পার করে এসেছে, উপলব্ধি করেছে প্রতিটি ক্ষণ। নিজের সেই সমস্যা গুলোর কথা বলতে লাগলো, কিছু হবে না বলে সাহস দেবার চেষ্টা করলো। এর মাঝে পিচ্চি'টা রূপার কাছে এগিয়ে এসে বলে উঠলো,"তকলেট খাবো।"

ধমকে উঠলো আফরার মা, এত চকলেট খাওয়া ঠিক না, সেটাও বললো। তাকে শান্ত করলো রূপা। সব দেখে তাসফি রূপা'কে জিজ্ঞেস করলো,

"আর চকলেট নেই?"

মাথা নাড়ালো রূপা, বোঝানো নেই। টই চকলেট গুলো তাসফি'ই তার ব্যাগে রেখে দিয়েছিলো। হুটহাট গা গুলিয়ে আসলেই তা মুখে পুড়ে বমির হাত থেকে বাচার জন্য। অনেকগুলোই চকলেট ছিলো, সবগুলো খাওয়ার পর এই দু'টোই ব্যাগে ছিলো। রূপাকে সাবধানে থাকতে বলে উঠে গেল তাসফি, রূপা ও পিচ্চি'টার জন্য কিছু চকলেট আনতে। তাসফি যেতেই আফরা ও তার মায়ের সাথে মেতে উঠলো রূপা, এতক্ষণে পিচ্চিটাও বেশ মিলে গেল রূপার সাথে। খুব বেশি সময় না নিয়েই ফিরে এলো তাসফি। পিচ্চি'টার হাতে চকলেট গুলো

ধরিয়ে দিতেই খুশিতে আত্মহারা হয়ে গেল, তার মা বারণ করলেও শুনলো না তাসফি। বাকি টক ঝালের চকলেট গুলো ঢুকিয়ে দিলো রূপার ব্যাগে।খানিকটা সময় পরেই আলট্রাসনোগ্রাফি'তে ডাক পড়লো আফরার মায়ের। পিচ্চি'টাকে তাদের কাছে রেখেই যেতে বললো রূপা। তার পরের সিরিয়ালেই ছিলো রূপা। টেস্ট করার পর একসাথেই রিপোর্টের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো আবারও। ততক্ষণে পিচ্চিটা পুরোই রূপার পাগল প্রায় হয়ে উঠলো, তার সাথেই শান্ত হয়ে সময় কাটাতে লাগলো। রূপাও মাতৃত্বের স্বাদ অনুভব করতে লাগলো পিচ্চি'টার প্রতি,

অদ্ভুত এক টান অনুভব করলো।টেস্ট রিপোর্ট গুলো হাতে পেতেই ডাক্তারকে দেখাতে এলো তারা। ভেতরে রোগী থাকায় সামান্য ওয়েট করতে হলো তাসফি রূপা'কে, তবে সাদিকের কলিগ ও রূপার রেগুলার চেকআপ করায় ঝামেলা পোহাতে হলো না। এতক্ষণে আফরার মা অন্য ডাক্তার দেখিয়ে বেড়িয়ে এসেছে, একটু সমস্যা আছে বলে আরও সামান্য কথা বলে বিদায় নিয়ে চলে আসতে নিলো। কিন্তু বাধ সাধলো আফরা। রূপার সাথেই থাকবে বলে জেদ করতে লাগলো। তাকে নানান কিছু বুঝিয়ে তার মা বেড়িয়ে গেল। এতে রূপার মনটা যেন কিঞ্চিৎ

পরিমাণ খারাপ হলো। তাসফি'র দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো,"পিচ্চি'টা কিন্তু অনেক কিউট ছিলো তাই না তাসফি?"

"হু! তা তো ছিলোই। আর...."

"আর?"

"ওর মতোই একটা কিউট বাচ্চা কিছুদিন পর আমাদের কোলে আসবে, আমাদের মা বাবা বলে ডাকবে।"

"ইস্! কবে আসবে বলেন তো? আমার তো ভেবেই এক অদ্ভুত প্রশান্তি হচ্ছে, বাকিদের মতো আমরাও মা বাবা হবো তাসফি।"

সামান্য হাসলো তাসফি। রূপার গালে একহাত রেখে বললো,

“এই তো খুব জলদি, রুপু।”
হাসি ফুটে উঠলো রূপার ঠোঁটে। এক হাতে চেপে ধরলো তাসফির হাত।“দেখলেন তো, আমি বলেছিলাম না? রিপোর্ট গুলো একদম নরমাল আসবে। এবার তো নিয়ে যাবেন আমায়? আপনি কিন্তু কথা দিয়েছিলো।”
“আচ্ছা, আচ্ছা! ঠিক আছে, কথা যখন দিয়েছি তখন তো রাখতেই হবে।”
তাসফির বলা কথায় প্রচন্ড খুশি হলো রূপা, এক হাত জড়িয়ে ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগলো। হ্যাঁ! আজকের রিপোর্ট গুলো নরমাল এসেছে রূপা’র। ডক্টর বলেছে, আর কোন কমপ্লিকেশন নেই তার। দীর্ঘ আট মাস

স্বাভাবিক হয়েছে রূপা, তার প্রেগন্যান্সিতে কোন রকম সমস্যা নেই।কথাগুলো শোনার পরই স্বস্তি পেয়েছে তাসফি, বুক থেকে যেন বড়সড় একটা পাথর সরে গেছে।

প্রায় সন্ধ্যা রাত। এই সময়টায় রূপা'কে নিয়ে হসপিটাল থেকে বেড়িয়ে এলো তাসফি। রাস্তায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো রিকশার জন্য। রূপা'কে রাস্তার মোরে দাঁড়িয়ে রেখে রিকশাওয়ালা মামার সাথে কথা বলছে তাসফি। পাশেই, প্রায় দুই হাত দূরত্ব বজায় রেখেই তাসফি'কে দেখে চলছে রূপা। ল্যাম্পপোস্টের হলদেটে আলোয় তাসফি'কে দেখে আবারও যেন প্রেমে পড়ে গেল রূপা।

হ্যাঁ! এই মানুষটার প্রেমে বারংবার পড়তে রাজি সে, বারংবার নতুনভাবে ভালোবাসতে রাজি।হঠাৎ রূপার মনে হলো তাকে কেউ ডাকছে। তবে তাসফি ছাড়া এখানে তাকে ডাকার মতো কাউকে পেল না। কিন্তু তাসফি তার কাজে ব্যস্ত। ভাবনাটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলতেই আবারও অনুভূত হলো তাকে ডাকছে কেউ। আশেপাশে নজর বুলাতেই দেখতে পেল হসপিটালের সেই পিচ্চি’টা। তাকে দেখে ঠোঁটে হাসি ফুটিয়ে হাত নেড়ে উঠতেই আচমকা এক কাজ করে বসলো পিচ্চি’টা। মায়ের ধরে রাখা হাত’রা এক ঝটকায় ছাড়িয়ে ছুটে আসতে লাগলো রাস্তার

অপর পাশ থেকে, রূপা'র কাছে। মুহুর্তেই যেন স্তব্ধ হয়ে গেল রূপা, মুখের হাসি'টা বিলীন হয়ে হতভম্বের ন্যায় সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলো। সেকেন্ডের গড়িতেই মুখ ফুটে উচ্চারণ করলো,"তাসফিইই... ওকে বাচাঁও...."

তারপর আর নিজেও দাঁড়াতে পারলো না, অদৃশ্য এর শক্তি যেন টেনে নিয়ে গেল রূপাকে। ছুটে গেল রাস্তার মাঝে, পিচ্চি'টাকে টেনে সরালেও নিজে আর ভারী শরীর নিয়ে সরে আসতে পারলো না। একটা মিনি ট্রাকের ধাক্কায় ছিটকে গিয়ে পড়লো অদূরে। থেমে গেল ট্রাক'টা, মুহুর্তেই হৈ চৈ পড়ে গেল

চারদিকে। এদিকে স্তব্ধের ন্যায় দাঁড়িয়ে রইলো তাসফি, স্থির হয়ে গেল তার সবকিছু। ঠিক কি ঘটে গেল তা বুঝতেই যেন কয়েক সেকেন্ডের মতো সময় লেগে গেল। রূপার র'ক্তা'ক্ত চেহারা চেখে ভেসে উঠতেই মস্তিষ্ক সচল হয়ে উঠলো, পাগলের মতো ছুটে গেল রূপার কাছে। দু'হাতে র'ক্তা'ক্ত মাখা মুখে হাত রেখে বিলাপ করতে লাগলো,"রুপু, এ্যাই! রুপু। তাকাও আমার দিকে, দেখো আমি তাসফি। কিছু হবে না তোমার, কিচ্ছু না...."

পিটপিট চোখে তাকালো রূপা। তাসফির দিকে তাকিয়ে আধো গলায়, অস্পষ্ট সুরে বলার চেষ্টা করলো,

“তা..তাসফি আমাদের সন্তানকে বাঁচাও। কিছু হতে দিও না ওর, কিছু হবে না ওর, তুমি আছো তো....”

ব্যাস! সেখানেই স্থির হয়ে গেল তাসফি, মুখ ফুটে কোন শব্দ উচ্চারণ করতে পারলো না, শুধু নিপলক তাকিয়ে রইলো রূপার পানে।

অপারেশন থিয়েটারের সামনে দাঁড়িয়ে আছে তাসফি, ছটফট করে চলেছে সনানে। তার সাথে দাঁড়িয়ে আছে তাসফি’র মা বাবা। তাদের দু’জনের চোখেই ভরে আছে

অশ্রুকণায়। রূপাকে অপারেশন থিয়েটারে নেওয়া হয়ছে অনেকক্ষণ আগেই। এতক্ষণেও কেন কেউ বের হচ্ছে না, কোন আপডেট দিচ্ছে না সেটা ভেবেই সবাই অস্থির প্রায়। মনে মনে শুধু একটায় প্রশ্ন চলছে —রূপা ঠিক আছে তো?আরও খানিকটা সময় পর খট করে দরজা খুলে গেল অপারেশন থিয়েটারের। চমকে উঠলো তাসফি, তাকিয়ে রইলো দরজার দিকে। বেরিয়ে এলো নার্স, তারপরই একটু সময় নিয়ে সাদিক সহ আরও একজন ডাক্তার বেড়িয়ে এলো। তাকে দেখেই দূর্বল কণ্ঠে তাসফি ডেকে উঠলো,

“সাদিক....”

তাকালো সাদিক। প্রাণপ্রিয় বন্ধকে ঠিক কি বলবে বুঝতে পারলো না। তবুও মনকে শক্ত করে পালন করলো ডাক্তারি ডিউটি।

বললো,“তাসফিই, তোর বাচ্চাটাকে আমরা....”

“বাচাঁতে পারিস নি, তাই তো?”

মাথা ঝাকালো সাদিক, তার উত্তর’রা বুঝে গেল তাসফি। আবারও একই ভঙ্গিতে বলে উঠলো,

“আমার রুপু?”

“সরি! তাসফি আমার ওকে.....”

বাকিটা আর শোনার অপেক্ষায় থাকতে পারলো না তাসফি, চোখের সামনে ঝাপসা

হতে হতে ঘোর অন্ধকার নেমে এলো। মুখ ফুটে শুধু উচ্চারণ করলো, “আমার রুপুউউ.....”ধরফর করে শোয়া থেকে উঠে বসলো তাসফি, জোরে জোরে শ্বাস টেনে নিতে লাগলো। পুরো শরীর ঘামে ভিজে গেছে তার। ছটফট করে বিছানা ছেড়ে মেনে দাঁড়ালো তাসফি, রুমের লাইট জ্বালিয়ে হাঁটতে লাগলো। সেই ঘটনার সাড়ে চার মাস পেড়িয়েছে, কিন্তু বিগত এক সপ্তাহ ধরে এই স্বপ্ন’টা তাকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে, ঘুমাতে দিচ্ছে না রাতে। দেখতে চাইছে না তাসফি, কিন্তু চাইলেও পিছু ছাড়াতে পারছে না যেন। এই মুহুর্তে রূপাকে খুব কাছ থেকে দেখার

তৃষ্ণা'টা যেন দ্বিগুণ হয়ে উঠল, জানে তাসফি, যা চাইলেও সম্ভব নয়।কিন্তু না, পারলো না যেন তাসফি। কোন এক অদৃশ্য শক্তি টানতে লাগলো তাকে, রূপাকে খুব কাছ থেকে দেখার আকাঙ্ক্ষাতে।

ঘড়িতে সময় দেখে নিলো তাসফি। ভোর রাত এখন, চারদিক থেকে আজানের প্রতিধ্বনি ভেসে আসবে এখনি। ফজরের নামাজ আদায় করেই হাঁটতে হাঁটতে বেড়িয়ে যেতে পারবে সে। কিন্তু পরমুহূর্তেই মনে পড়লো আজকে একবার হলেও ভার্সিটিতে যেতে হবে তাসফি'র, ঠিক এই জায়গাটায় যেন ফেঁসে গেল। কিন্তু হাল ছেড়ে দিলো না তাসফি।

এগারোটার মাঝেই ভার্সিটির সমস্ত কাজ শেষ করে ফেললো। সেখান থেকে আর বাড়িমুখো হলো না। বাড়িতে বাবা মা না থাকায় প্রশ্নবিদ্ধতেও পড়তে হলো না তাসফিকে। বারোটার বাসেই টিকিট কেটে উঠে পড়লো। গোধুলি মাখা বিকেল পেড়িয়ে সন্ধ্যা এখন। পশ্চিমাকাশে সূর্য'টা ডুবে গেছে মিনিট দুয়েক আগে, চারদিক থেকে ভেসে আসছে মাগরিবের আজানের প্রতিধ্বনি। ছোট, বড়, বয়ষ্ক অনেকেই পাঞ্জাবি ও মাথায় টুপি পড়ে বেশ তাড়ায় ছুটে চলেছে মসজিদে, গ্রামের রাস্তা বেয়ে দিনমজুর'রাও নিজেদের গৃহে ফিরছে। শুধু তাড়া নেই তাসফি'র। গ্রামের

পিচঢালা ছোট রাস্তার সামান্য দূরে মাঝারি আকৃতির গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছে তাসফি, তাকিয়ে আছে অদূরে পর পর তিনটে সাড়ি করা ক'ব'রের দিকে।তার ছোট মামা মামী'র কবরের পাশেই গড়ে উঠেছে ছোট আরেকটা ক'ব'র। একদম'ই নতুন, মাত্র সাড়ে চার মাস আগের। তাতেই যেন বাঁশের বেড়ার অর্ধেকটা লতাপাতায় ঘিরে ধরেছে। ঠিক এটাই যেন সহ্য করতে পারছে না তাসফি। পাবেই বা কিভাবে? ওখানটায় যেন তার কাছের কেউ, তার অস্তিত্বের একাংশ জুড়ে থাকা কেউ সেখানেই রয়েছে।

সুপ্ত নিশ্বাস ছাড়লো তাসফি, বিগত দিনগুলোর কথা ভাবতেই চোখ দুটো ছলছল করে উঠলো। পরমুহূর্তেই নিজেকে সামলেও নিলো। আজানের প্রতিধ্বনি গভীরভাবে কানে প্রবেশ করতেই বিরবির করে বলে উঠলো,"কেন এসেছি আমি এখানে, কেন? এই সার্থপর মানুষগুলোর কাছে তো আমি আসতে চাই নি, দেখতে চাই নি তাদের।"

হ্যাঁ! এখানে আসতে চায় নি তাসফি, আর না এই সাড়ে চার মাসে কখনো এসেছে এখানে। কিন্তু আজকে হঠাৎ কেন এলো, কিসের টানে'ই বা এলো সেটায় বুঝতে পারছে না তাসফি।আর দাঁড়াতে চাইলো না এখানে

তাসফি। এদিক ওদিক তাকাতেই দেখতে পেল তিন চারজন বয়স্ক লোক পাঞ্জাবি ও মাথায় টুপি পড়ে মসজিদের দিকে যাচ্ছে। তাদের দেখেই মনে পড়লো নামাজ পড়তে হবে, মোনাজাতে দু'হাত তুলে দোয়া করতে হবে কারোর জন্য। আর সেখানে দাঁড়ালো না তাসফি, পাকা রাস্তায় উঠে হাঁটতে লাগলো মসজিদের দিকে।

নামাজ শেষে মসজিদ থেকে বেরুতেই পরিচিত কিছু মানুষের সাথে দেখা হয়ে গেল তাসফি'র।তাকে দেখেই বাড়ির সবার কথা জিজ্ঞেস করলো, নানান কথা বলতে লাগলো। থাকার কথা বলতেই সোজা বারণ করে

দিলো। তাসফি'র মনের অবস্থা কিছুটা আন্দাজ করে নিলো। আর কথা বাড়াতে চাইলো না তাসফি, আর না কথা বলার মতো অবস্থায় রইলো। সবার থেকে বিদায় নিয়ে আবারও গ্রামের পাকা রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগলো।নিশুতি রাত। নিস্তব্ধ নয়, চাঁদের আলোয় আলোকিত হওয়া কোলাহল পূর্ণ শহর। চেনা শহরের অতি পরিচিত রাস্তায় উদ্দেশ্যহীন ভাবে হেঁটে চলেছে তাসফি। জানে তার গন্তব্যের ঠিকানা, তবুও বাস থেকে নামার পর গত দেড় ঘন্টা সময় নিয়ে হেঁটে চলেছে রাস্তার পাশ বেয়ে।ঢাকা থেকে সরাসরি গ্রামেই গিয়েছিলো তাসফি। কিন্তু

কেন গিয়েছিলো, তার কারণ জানা নেই। বগুড়াও আসতে চায় নি তাসফি, কিন্তু কোন এক অদৃশ্য শক্তি যেন তাকে টেনে এনেছে এখানে। চেনা শহরের, কাছের মানুষের কাছে।

সরু পাকা রাস্তায় সোজা আরও সামান্য হেঁটে চার তালা বাড়ির সামনে থেমে গেল তাসফি। মাথা উঁচিয়ে তাকালো পুরো বাড়িটায়। তার মামাদের বাড়ি, যেখানে শৈশবের কিছুটা কাটিয়ে, রয়েছে কাছের কিছু মানুষ। প্রায় দেড় মাস পর এসেছে তাসফি, কিন্তু ভেতরে যাবার সাহস'টা যেন পাচ্ছে না। উঁহু! পাচ্ছে না নয়, যাচ্ছে না। ঘড়ির কাটা দশের ঘর

পেড়িয়ে সাড়ে দশটার ঘরে, এটাকেই কারণ হিসেবে ভেবে নিলো। ভেবেই সামান্য হাসলো তাসফি, মনে মনে, “মামার বাড়ি’তে যেতে বুঝি কারণ লাগে?”বলতেই যেন ঠোঁটের হাসিটা প্রসস্থ হলো। এবার বিড়বিড় করে বলে উঠলো,

“উহুঁ! শুধু মামা বাড়ি নয়, শ্বশুর বাড়ি। এত রাতে শ্বশুর বাড়ি যাওয়া’টা তো ঠিক নয়। সামান্যতম লজ্জাটুকু কর তাসফি।”

বাসার পাশেই একাংশ নিচু ফাঁকা জায়গায় ছোট করে জায়গা দখল করার মতো দেওয়ালে বসে পড়লো তাসফি। পা ঝুলিয়ে অদূরে তাকিয়ে রইলো চাঁদের আবছায়া

আলোতে। এক সময় চোখ দুটো বন্ধ করে নিলো, নিজ মনে ভাবতে লাগলো নানান কিছু।ঠিক কতটা মুহুর্ত, কতটা সময় কেটে গেল জানা নেই তাসফি'র। তবে হঠাৎই কারোর অস্তিত্ব অনুভব করলো। নীরবে তার পিছন থেকে নিশ্চুপে বসে পড়লো তার পাশে, তার মতোই পা ঝুলিয়ে। তাসফি জানে, কে সে। কে-ই বা তার পাশে এভাবে অধিকার নিয়ে বসতে পারে। ভেবেই চোখ মেললো তাসফি, তবে পাশে তাকালো। বলে উঠলো, "রুপু।"আলতো স্বরে ডেকে উঠতেই হাসি ফুটে উঠলো তাসফি'র ঠোঁটে। সেই ঠোঁটের

হাসিটা প্রসস্থ হলো অপর পাশের জবাব আসতেই।

“ইস্! ধরা খেয়ে গেলাম। কিভাবে বুঝে যান, আমি এসেছি?”

“এভাবেই।”

“সবসময় কিভাবে বুঝেন আপনি? আমি তো নিশ্চুপে, নীরবে এসেছি। তাহলে এভাবেই কিভাবে, হু?”

সামান্য হাসলো তাসফি, তবে সেই হাসির শব্দ হলো না যেন। হালকা মাথা ঘুরিয়ে তাকালো তার পাশে বসা মেয়েটার দিকে। এই মেয়েটা যেন তাসফি’কে একটু বেশি’ই টানে, সেই সাথে বাধ্য করে তাকেও কাছে

টেনে নিতে, বুকে টেনে নিজের সাথে শক্ত করে জড়িয়ে রাখতে। ঠোঁটের হাসিটা বজায় রেখেই রূপা'কে বলে উঠলো,"তুমি এসেছিলে'ই তো আমার জীবনে, নীরবে! খুব গোপনে।"

"নীরবে আপনার মাঝে বিচরণ করতে গিয়েও তো নিজের স্থায়িত্ব গড়ে তুলতে পারলাম না।"

মুহুর্তেই তাসফি'র ঠোঁটের হাসিটা বিলীন হয়ে গেল, গম্ভীর হয়ে উঠলো মুখখানা। কয়েক সেকেন্ডের মতো সময় নিয়ে রূপা আবারও বললো,

“আপনার মুখে কখনো ‘ভালোবাসি!’ শব্দ’টা শুনতে পেলাম না।”

“রুপু আমি....”

“ভালোবাসি! আপনাকে ভালোবাসি তাসফি।”তাসফি’কে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই বলে উঠলো রূপা। নিপলক তাকিয়ে রইলো তাসফি। কিছু একটা আছে এই মেয়েটার মাঝে, যা আজও তাসফি ধরতে পারে নি। শুধু’ই উপলব্ধি করতে পারে, অতিরিক্তের চেয়েও অতিরিক্ত তাকে টানে এই মেয়েটা, খুব করে কাছে টানে, যা চাইলেও দূরে ঠেলার সাধ্য নেই তার। আর সেই টানে’ই এখানে ছুটে এসেছে তাসফি।

এবারও তাসফি’কে কিছু বলার সুযোগ দিলো না রূপা। তাকে জিজ্ঞেস করে উঠলো,“হঠাৎ.... কেন এলেন এখানে?”

“তোমার টানে।”

নিদারুণ জবাব দিলো তাসফি। তাকিয়ে রইলো রূপার পানে। রূপাও খুব একটা সময় নিলো না। সহসায় জবাব দিলো,

“আমার টানে আসার কথা ছিলো বুঝি? উঁহু! একদমই না। আমাকে নিয়ে তো আপনার কখনো টান ছিলো না।”

“কখনোই ছিলো না?”

“উহুঁ! কয়েক মাসে তো আমার কথা মনেও পড়ে নি, আমার টানে এখানেও এলেন না। তাহলে আজকে হঠাৎ?”

“জানি না?”

“জানেন না, না কি বলতে চাইছেন না?”সামান্য হাসলো তাসফি, প্রসস্থ হলো ঠোঁটের হাসি। রূপার দিকে তাকিয়ে, “আমার কথা আমাকেই ফিরিয়ে দিচ্ছো?”

তাসফি’র কথায় রূপাও হেঁসে উঠলো। খানিকটা শব্দ করেই। যে হাসিটা রূপার থেকে কখনোই আশা করে নি তাসফি। হাসিমুখেই জবাবে, “পুরো আপনি’টাকেই হয়তো ফিরিয়ে দিচ্ছি।”

বিলীন হয়ে গেল তাসফি'র ঠোঁটের হাসিটা, মুহুর্তেই আধার নেমে এলো চেখে মুখে। বিষন্নতায় ঘেরা কণ্ঠে বলে উঠলো,
"সহ্য করতে পারছি না রুপু, তোমার এই দূরত্ব'টা মেনে নিতে পারছি না।"
"আমিও পারছি না তাসফি, আপনার হয়েও আপনার থেকে দূরত্ব বজায় রাখতে।"সামান্য পর রূপার থেকে চোখ ফিরিয়ে দিলো তাসফি, তাকালো চাঁদের আলোয় আলোকিত হওয়া দূর ওই আকাশের দিকে। কয়েক সেকেন্ডের মতো চুপ থেকে বলতে লাগলো,
"দূর ওই বিশাল আকাশের মতোই তোমাকে ভালোবাসি রুপু, সীমাহীন ভালোবাসি। যার

কোন কিনারা নাই, নেই কোন সীমাবদ্ধতা। ভালোবাসি রুপু, আমার রুপু'কে ভালোবাসি..... ”চুপ হয়ে গেল তাসফি, মুহুর্তে'ই বেড়ে গেল শ্বাস-প্রশ্বাসের আনাগোনা। এদিক ওদিক তাকিয়েও আর দেখতে পেল না সেই কাঙ্ক্ষিত মুখ'টা, আর না শোনাতে পারলো তার কথাগুলো। হ্যাঁ! নেই রূপা, আর না এসেছিলো তাসফি'র কাছে, যা ছিলো তার সব'টাই কল্পনামাত্র, নয়তো তার ভ্রম। কিন্তু মানতে চাইলো না তাসফি, আর না মানতে পারলো। বিড়বিড় করে বলে উঠলো,

“এভাবে আমাকে ধোঁকা দিতে পারো না রুপু, বেইমানি করতে পারো না আমার সাথে, আমাকে ভালোবাসা শিখিয়ে দূরে ঠেলতে পারো না নিজেকে।”বলেই পাশে দেওয়ালে বার দুয়েক হাত বাড়ি দিলো। ব্যাথা পেলেও যেন তা মস্তিষ্ক পর্যন্ত পৌঁছালো না। জোরে জোরে শ্বাস টেনে নিজেকে স্থির করলো তাসফি, উঠে দাঁড়ালো সেখান থেকে। আজকে নতুন নয় রূপা’কে নিয়ে তার কল্পনা। গত দেড় মাসে ঠিক একইভাবে রূপা’কে কল্পনা করে আসছে তাসফি। উহুঁ! কল্পনা করছে না, এভাবেই ভাবে চলে আসছে তার কল্পনায়। তাসফি’কে জ্বালাতে, নিদারুণ

ভাবে পোড়াতে। চোখ বন্ধ করে দীর্ঘ শ্বাস ছাড়লো তাসফি। বলে উঠলো,“থাকতে চেয়েছিলাম তোমার কল্পকথায়, স্থায়ীত্ব গড়ে নিলে আমার কল্পনায়!”

থামলো তাসফি, সময় নিলো সেকেন্ডের মতো। সামান্যক্ষণ চুপ থেকে আবারও বলতে লাগলো,

“পারবো না রুপু, বাস্তব হীনা কল্পনায় তোমাকে রাখতে পারবো না আমি। প্লিজ! আবারও ফিরে আসো, আমাদের সেই অসমাপ্ত গল্পের সূচনা গড়ো।”“বাস্তবতার চাইতে মানুষতে কল্পনা’তেই সুখী হয় তাসফি।”

চিরচেনা সেই কণ্ঠস্বর কর্ণপাত হতেই চোখ মেলে তাকালো তাসফি। হ্যাঁ! তার পাশে রূপা'ই দাঁড়িয়ে আছে। বাস্তবতায় নয়, শুধুই তাসফি'র কল্পনামাত্র।

তাসফি বলে উঠলো,

"কিন্তু আমার তো তোমায় বাস্তবতায় চাই রুপু, একটুখানি ভালোবাসায় তোমাকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা পোড়ায়।"

হাসালো রূপা, খিলখিল করে হেঁসে উঠলো। বললো,"ভালোবাসা শব্দ'টা আপনার মুখে অদ্ভুত শোনায় তাসফি, বড্ড হাসি ওায় আমার।"

একটু থামলো রূপা। সেকেন্ডের মতো সময় নিয়ে বলে উঠলো,

“আকাশের ওই বিশাল চাঁদ’টা যেমন আমাদের ছোঁয়া কাম্য নয়, তেমনি সব চাওয়া পাওয়ার নয় তাসফি।”

সুপ্ত নিশ্বাস ছাড়লো তাসফি, উড়িয়ে দিলো আকাশ পানে। বিশাল আকাশের দিকে তাকাতেই বলে উঠলো,

“এসেছিলে আমার জীবনে, নীরবে! খুব গোপনে। একাকী আমার হয়ে, নীরবে ভালোবাসে, তুমি কি রবে?”সুখ দুঃখ মিলিয়েই বাস্তবতা, আর বাস্তবতার একাংশ জুড়েই গল্প বা উপন্যাস। গল্পের এন্ডিং নিয়ে

কেউ কষ্ট পাবেন না, বা মন খারাপ করবেন না। এভাবেই এখানেই উপসংহার ভেবে রেখেছিলাম। জানি না নামের সাথে মিল রেখে ঠিক কতটা পেরেছি। তবে পরবর্তীতে এই গল্পটা নিয়ে কিছু পরিকল্পনা আছে, আশা করি নিশাস হবেন না। তাসফি রূপা’কে এত ভালোবাসা দেবার জন্য আপনাদেরও অনেক ভালোবাসা।

বিশাল বড় একটা পর্ব। অনেক ভুল থাকতে পারে। ভুলত্রুটি ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন, ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করবেন। আজকের পর্বে সবার মতামত জানিয়ে যাবেন। ভালোবাসা অবিরাম।“চলে যাচ্ছেন?”

"হু! এখানে থেকে আমার লাভ আছে কি?"

"নেই বুঝি?"

দাঁড়িয়ে পড়লো তাসফি, পাশ ফিরে তাকালো নিজের কল্পনায় আনা রূপার পানে। পূর্ণ চাঁদের আলোয় আলোকিত হয়ে আছে মেয়েটার মুখখানা, ঠোঁটে লেগে আছে প্রানবন্ত হাসি। যে হাসি'টা এক নিমিষেই তাসফি'কে ঘায়েল করতে বাধ্য, এই মুখটা খুব কাছ থেকে দেখেই কাটিয়ে দিতে পারবে জীবনের শেষ পর্যন্ত। ইস্! প্রায় দু'টো মাস এই মুখটা কল্পনায় ছাড়া খুব কাছ থেকে দেখে না তাসফি, একটুখানি ছুঁয়ে দেয় না।রূপার ফিরতি প্রশ্নে সহসায় জবাব দিতে পারলো না

তাসফি, তাকিয়েও থাকতে পারলো না রূপার দিকে। এই মুখখানা দেখার পর একটুখানি ছুঁয়ে দিতে পারছে না, কিন্তু যে মুখপানে আলতো স্পর্শে ছুঁয়ে দিতে পারে সে মুখপানে তাকিয়ে থাকার সাধ্য নেই তার। ঠিক এই যন্ত্রণা'টাই যেন কুঁড়ে কুড়ে খাচ্ছে তাসফি'কে। জোরে নিশ্বাস টেনে, "আছে তো।"বলেই একটু থামলো তাসফি। সেকেন্ডের মতো সময় নিয়ে আবারও বলে লাগলো, "এই যে, আমার দীর্ঘ শ্বাস, বুক ভরা আর্তনাদ, তোমাকে পেয়েও ছুঁতে না পারার যন্ত্রণা।" খিলখিল করে হেঁসে উঠলো রূপা, বেশ শব্দ করেই হাসালো। নিস্তব্ধ রাতে সেই হাসিটা

ঝনঝন শব্দের প্রতিধ্বনি তুলে চারদিকে বাজতে লাগলো, কিন্তু তাসফি ছাড়া সেই হাসির শব্দ কারোর কানে এলো না। রূপা সেই হাসিটা বজায় রেখেই বলে উঠলো,“আপনি ফেঁসে গেছেন তাসফি, খুব বাজে ভাবে রূপা’তে ফেঁসে গেছেন।”

“ভয়ংকর বাজে ভাবে!”

“আপনার এই ফেঁসে যাওয়া’টা আমার বড্ড ভয় লাগে তাসফি।”

“কারণ?”

“এই যে, আমি বিয়ে’তে রাজি ছিলাম না, আপনি জোর করেছেন। আপনার থেকে সময় চেয়েছি, দূরত্ব ঘোচাতে আমার ভীতি

কাটিয়েছেন, ভালোবাসতে চাই নি, কিন্তু বাঁধ্য করেছেন।”সামান্য হাসলো তাসফি। এই কথাগুলো অসংখ্য বার শুনেছে সে রূপার মুখে, বারংবার তাকে অপরাধী বানিয়েছে, অভিযোগ করে গেছে মেয়েটা। আর তা বরাবরের মতোই হেঁসে উড়িয়ে দিয়েছে তাসফি। এবারও তার ব্যাতিক্রম হলো না যেন। তবে রূপার করা অভিযোগ গুলো মিথ্যে হলেও বিয়ের ব্যাপার’টা শতভাগ সত্যি। হ্যাঁ! তাসফি’ই তাকে জোর করেছিলো বিয়েতে, বাধ্য করেছিলো রাজি হতে। সেদিন তাসফি বিয়ে’তে রাজি হবার পরেই রূপাও বাধ্য হয়েছিলো, এছাড়া তো আর কোন উপায়

ছিলো না মেয়েটার। কিন্তু সেদিন কেন তাসফি বিয়েতে রাজি হয়েছিলো তার কারণ জেনেও যেন জানে না তাসফি। তবে দুইটা কারণ তার মস্তিষ্কে বিচরণ করে।প্রথমত রূপার সেফটির জন্য। হ্যাঁ! রূপার বিপদের আশঙ্কা পেয়েই পরিবারের সবাই এত দ্রুত বিয়েতে তাড়া দেয়। সবটা জানার পরও তাসফি রাজি হয় না, হয়তো রূপাকে দেওয়া কথাটা রাখতে। কিন্তু তার খালাতো ভাই রিফাতের সাথে রূপা'কে দেখার পর আর নিজের সিদ্ধান্তে অটল থাকতে পারে না তাসফি, নিজের সিদ্ধান্ত বদলে রাজি হয়ে যায় বিয়েতে। আর দ্বিতীয় কারণ'টা? সেটা ভেবেই

হাসলো তাসফি। এই কারণের বিচরণও শুধু রূপাকে ঘিরেই, যা একান্ত নিজের মাঝেই রাখতে চায় তাসফি।সবটা মিলিয়ে রূপার ভালো থাকার দ্বায়িত্ব নিয়েছিলো তাসফি। তাদের বছর খানিকের সংসারে তা পালনও করেছিলো, কিন্তু তার প্রতি রূপার সেই অগাধ বিশ্বাস'টা হয়তো ধরে রাখতে পারে নি তাসফি। ভেবেই আবারও হাসলো তাসফি, সেই হাসিটা যেন তাচ্ছিল্যের ছিলো। বলে উঠলো,

"তবে আমার প্রতি তোমার বিশ্বাস'টা ধরে রাখতে পারি নি।"

সহসায় জবাব এলো না রূপার। তাসফিও কিছু বললো না। কে'টে গেল খানিকটা সময়। রূপা নিজের মতো করে বলে উঠলো,“ভালোবাসতে পেরেছেন?”

“তুমিই তো বলেছিলে —ভালোবাসা না-কি হঠাৎ করেই হয়ে যায়। আমার হয়েছে কি না জানি না, তবে ভালোবাসতে পারি নি। ভালোবাসি! তোমাকে ভালোবাসি রুপু।”

এলো না রূপার জবাব, পাশে তাকিয়েও পেল না। হ্যাঁ! চলে গেছে, ফুরিয়ে গেছে তাসফি'র কল্পনা। নিশ্বাস টেনে ছাড়লো তাসফি, বিড়বিড় করে বলে উঠলো, “পাষণ্ডী রুপু!

ভালোবাসি বলেই গেলে, অথচ শুনে গেলে না।”

আর দাঁড়াতে চাইলো না তাসফি। হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে এলো বাড়ির সামনে। ভেতরে যেতে না চেয়েও যেতে লাগলো। হঠাৎ বলে উঠলো,

“নীরবে রাখতে চেয়েছিলাম রুপু, নিশ্চুপে রয়ে গেলে।”অনেকে বলেছিলো ওদের বিয়ের বিষয়টা ক্লিয়ার হয় নি, আমার মাথা থেকেও ব্যাপার’টা বেড়িয়ে গিয়েছিলো, তাই ছোট পর্বে কিছুটা জানিয়ে দিলাম। যদিও পুরোপুরি ক্লিয়ার করি নাই। এর আর কোন পর্ব ফেসবুকে আসবে না, আর না দ্বিতীয়

পরিচ্ছেদ আসবে। এই গল্পটা নিয়ে আমার কিছু পরিকল্পনা আছে, সেভাবেই এগোনোর ইচ্ছে আছে। আশা করি সবাই পাশে থাকবেন নতুন কিছুর জন্য।

ভুলত্রুটি ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন। ভালোবাসা অবিরাম।